জাহান্নামের বর্ণনা

মূলঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ

আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ

মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম

রিয়াদ

তাফহীমুস্‌সুন্না সিরিজ - ১৫

জাহান্নামের বর্ণনা

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম
রিয়াদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد)

যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়, তখন এ দাওয়তের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি রাস্তাই খোলা ছিল যে, এ পথের আহবায়ক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে দিক নির্দেশনা আসে, তা গ্রহণ করা । আর যা থেকে তিনি বাধা দেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সামনে অগ্রসর হতে থাকল ,তখন এ মূল নীতিটি বারংবার বিভিন্ন ভাবে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

(يايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم)

অর্থ ঃ " হে ঈমানদ্বার গণ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট কর না" (সূরা মোহাম্মদ - ৩৩)

যতক্ষণ **পর্যন্ত উম্মত** এ মূল নীতির উপর অটল ছিল, ততক্ষ কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদ লেহান করেছে। **কিন্তু যখন উম্মতের মধ্যে সচ্ছলতা** বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের **বিভিন্ন দল তৈরী হয়েছে, যারা আক্বীদা,বিধি-বিধান,** মূল নীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে মেপে, **উম্মতের** মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। ফলে এর রেজাল্ট এদাড়াল যে উম্মত পশ্চাদ মুখী হতে লাগল। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্‌) **এর অত্যন্ত উপযুক্ত সমাধান** পেশ করেছেন এবলে যে,

(لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها)

পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতালম্ভনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, **তা ব্যতিরেকে** পরবর্তীগণ কখনো বিশুদ্ধ হতে পারে না ।অর্থাৎ নিরংকুশ কিতাব ওসুন্নাতের **অনুসরণ**। দুঃখ্য জনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের ঐ বিষ বাস্প আজও গ্রাস **করে রেখেছে**, আর তারা এর অনুসরণে পশ্চাদ মুখী হচ্ছে। এরও সামাধান ঐ **কথাই যা** ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলে গেছেন।

আনন্দের বিষয় হল এই যে, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইকবাল কীলানী একজন উচুমানের ইসলামী চিন্তাবিদ। শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে, তার ছায়া তলে কাজ করেছেন। এর ফলে তার মধ্যে এ চিন্তা জেগেছে যে, উম্মতের সংশোধনের মূল কাজ এই যে, তাদেরকে নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার সাথে জড়ানো, যাতে করে তারা বিভিন্ন মুখী দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় জড়িয়ে না পড়ে। তাই তিনি এ কাজে আন্জম দিতে গিয়ে ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সাথে সম্পৃক্ত, মাসলা মাসায়েল এক মাত্র কিতাব ও সুন্নাত থেকে সংগ্রহ ও সাজাতে শুরু করে ছেন। তাই দেখতে দেখতেই তিনি বেশ কিছু কিতাব প্রস্তুত করেছেন।যা যুবক ও হেদায়েত কামীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি কোর্স । লিখক তাফহিমুস্সুন্নায় মাসলা মাসায়েল ও বিধি-দিধানের পর্যালোচনা ও তার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অবলম্ভন করেছেন, নিঃস্বন্দেহে এটি একক পদ্ধতি, যাতে কোন মতভেদের গুন্জায়েস নেই এবং এটা বিলকুল নির্ভুল পদ্ধতি। হয়তবা কোন কোন মাসলা মাসায়েলের বিশ্লেষনে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে, তার দৃষ্টি ভঙ্গি শুধু একটি বর্ণনার উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনি ভাবে তিনি যে রেজাল্ট গ্রহণ করেছেন তাতেও মতভেদ করা যেতে পারে। কিন্তু তার পদ্ধতির নির্ভুলতা এবং সংসয় মুক্ততাতে কোন মতভেদ ও স্বন্দেহ নেই। তাই তার কিতাব সমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তী নিয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে এবং এর উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ও হওয়া যেতে পারে। আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে মাওলানা কীলানীর লিখনীসমূহ থেকে যুবকদের একটি দল হেদায়েতের সন্ধান পেয়েছে, আর তারা সুন্নাতে রাসূলের বর্ণনাময় এ কিতাব সমূহ পেয়ে বর্ণনাতীত আত্মতৃপ্তী এবং আনন্দ লাভ করেছে । আল্লাহ্ তাদের এ আনন্দকে কিয়াম্তের দিনও কায়েম ও স্থায়ী রাখে, আর লিখক ও উপকৃতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিক।

সফীউররহমান মোবারক পুরী
২০শে সফর ১৪২১ হিঃ

সূচীপত্র

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, আর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মহা মানবের প্রতি যিনি মানুষকে পরীক্ষামূলক জীবনে সফল হওয়ার সার্বিক দিকগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

মূলতঃ ইহ জীবন শেষ হওয়ার পর পরকালীন জীবনে মানুষের দু'টি ঠিকানা একটি জান্নাত আর অপরটি জাহান্নাম। জান্নাত বর্ণনাতীত শান্তির ঠিকানা আর জাহান্নাম বর্ণনাতীত কঠিন শাস্তির ঠিকানা। জাহান্নামের শাস্তির কঠোরতার ফলে স্বয়ং জাহান্নাম আল্লাহর নিকট আবেদন করল যে, হে আল্লাহ জাহান্নামের গরমের প্রচণ্ডতায় তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করে ফেলছে, তখন তিনি জাহান্নামকে একবার শীতে আরেকবার গ্রীষ্মে মোট দু'বার শ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন। তাই শীত ও গরমের বৃদ্ধি জাহান্নামের শ্বাস ত্যাগের কারণেই হয়ে থাকে। আর দুনিয়ার এ গরমের বা শীতের কারণে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যায়, আবার কখনও এর ফলে মানুষ মারাও যায়। চিন্তার বিষয় তাহলে জাহান্নামের মূল গরম বা শীত কত প্রচণ্ড হবে?

পৃথিবীর কোন শাস্তিকেই জাহান্নামের শাস্তির সাথে তুলনা করা চলে না, পৃথিবীর কোন গরমকেই জাহান্নামের গরমের সাথে তুলনা করা যায় না। কোরআন ও হাদীসে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির বিভিন্ন ধরণের কথা উল্লেখ হয়েছে, যা সালফে সালেহীনদেরকে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ নেক আমল থাকা সত্বেও তা তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখত। ফলে তাদের আরামের ঘুম হারাম হয়ে যেত। পার্থিব আরাম তাদের নিকট তুচ্ছ মনে হত; কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য এই যে, আমরা আজ সুখের অন্বেশায় চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর কথা ভুলতে বসেছি প্রায়।

উর্দুভাষী সুলেখক জনাব ইকবাল কীলানী সাহেব তার **"জাহান্নাম কা বায়ান"** নামক গ্রন্থে কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জাহান্নামের শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় করেছেন। এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব আমি গোনাগারের ওপর অর্পিত হলে আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্বেও তা অনুবাদে আমি আগ্রহী হই এ আশায় যে, এ গ্রন্থ পাঠে বাংলাভাষী মুসলমান জাহান্নাম সম্পর্কে অবগত হয়ে তা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে, আর এ উসীলায় মহান আল্লাহ এ গোনাগারের প্রতি সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে সুহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা তা আমাকে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ফকীর ইলা আফবি রাব্বিহিঃ

আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

রিয়াদ, সউদী আরব ।

পি.ও. বক্স-7897(820)

রিয়াদ-11159 কে. এস. এ.

মোবাইলঃ 050 41 78 644

هذه النار التى كنتم بها تكذبون

এ ঐ জাহান্নাম যা তোমরা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করছিলে।

হে দুনিয়া ভরপূর লোকেরা!

আমার কথা একটু মনযোগ দিয়ে শোন। চৌদ্দশত বছর পূর্বের কথা। অদৃশ্য থেকে সংবাদ আনয়ন ও বর্ণনা কারীদের এক ব্যক্তি যে তাঁর স্বীয় এলাকার লোকদের নিকট সত্যবাদী ও বিশ্বাসী উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি এ সংবাদ দিয়েছেন! যে, আমি আগুন দেখেছি। জাহান্নামের আগুনের তাপদাহ, প্রজ্জ্বলন, অগ্নিশিখা, শরীর ও আত্মার সাথে মিশে যাওয়ার আগুন! ঐ আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি তাপ সম্পন্ন হবে। আর সেখানে প্রবেশকারীদের জন্য রয়েছে আগুনের পোশাক, আগুনের বিছানা, আগুনের ছাওনী, আগুনের ছাতা, ভারী বেড়ী এবং আগুনের জিঞ্জির, আগুনে উত্তপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত কোটি কোটি টন ভারী লোহার হাতুড়ী ও গুর্জ, আগুনে উত্তপ্ত করা আসনসমূহ। আগুনে জন্মগ্রহণকারী উটের সমান বিষাক্ত সাপ। আগুনে জন্মগ্রহণ কারী খচ্চরের সমান বিষাক্ত বিচ্ছু। খাবার হিসেবে থাকবে আগুনে জন্মগ্রহণকারী কাটা বিশিষ্ট যাক্কুম বৃক্ষ। আর পান করার জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানি, দুর্গন্ধময় বিষাক্ত পুঁজ, হে মানবমন্ডলী! অদৃশ্য থেকে সংবাদ আনয়নকারী, স্বচোখে জাহান্নাম অবলোকনকারী বারংবার আহ্বান করছে, একটু মনযোগ দিয়ে শোন!

انذرتكم النار انذرتكم النار (الدارمی)

অর্থঃ "আমি তোমদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সর্তক করছি।"

اتقو النار ولو بشق تمرة (بخاری ومسلم)

অর্থঃ "(হে মানব মন্ডলী) এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক"। (বোখারী ও মুসলিম)

হে বুদ্ধিমান ও চতুর লোকেরা একা একা বা দু'জন বা তার অধিক এক সাথে বসে চিন্তা কর যে, এ সংবাদ আনয়নকারীর সংবাদ সত্য না মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়,তাহলে মিথ্যার পরিণাম সংবাদদাতা ভোগ করবে, তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু!

এ সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে ?

হে জাহান্নামকে অস্বীকার কারীরা!

হে জাহান্নামের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ কারীরা?

হে জাহান্নাম সর্ম্পকে সন্দিহানরা!

হে জান্নামের প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও গাফেল লোকেরা?

যখন জাহান্নামের ঐ আগুন চোখের সামনে উত্তপ্ত হতে থাকবে,আর আহ্বান কারী বলতে থাকবেঃ

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُون (سورة طور- ١٤)

অর্থঃ"দেখ এ হল ঐ জাহান্নাম যাকে তোমরা অস্বীকার করতেছিলে"?(সূরা তূর- ১৪)

তাহলে তখন!

তোমরা কি জওয়াব দিবে?

তোমরা কি পলায়ন করবে?

কোথাও আশ্রয় পাবে?

কোন সাহায্যকারীকে ডাকবে?

কোন বিপদ দূরকারীকে নিয়ে আসবে?? না ঐ উত্তপ্ত প্রজ্জলিত জাহান্নামে যাওয়াকে মেনে নিবে?

ويل يومئذ للمكذبين (سورة مرسلات- ١٥)

অর্থঃ"সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।" (সূরা মুরসালাত- ১৫)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين

اما بعد:

জাহান্নাম অত্যন্ত খারপ অবস্থান স্থল, অত্যন্ত খারাপ আবাস,অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা। যা আল্লাহ কাফের, মোশরেক, ফাসেক, ফাজেরদের জন্য নির্মাণ করে রেখেছে। আল্লাহ্ কোরআ'ন মাজীদে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের ব্যাপারেই বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করছেন। তবে তুলনামুলক ভাবে জাহান্নাম ও তার শাস্তির কথা বেশি বর্ণিত হয়েছে, হয়তবা এর কারণ এও হতে পারে যে অধিকাংশ মানুষ উৎসাহের চাইতে ভয়ের মাধ্যমে বেশি প্রতিক্রিয়শিল হয়। (এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন)।

জাহান্নাম সম্পর্কে কোরআ'নে উল্লেখিত কিছু কিছু বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১- জাহান্নাম দেখামাত্রই কাফেরদের চেহারা কাল হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস- ২৭)

২- জাহান্নামী শাস্থিতে অস্থির হয়ে মৃত্যু কামনা করবে,কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে না। (সূরা ফুরকান- ১৩)

৩ - জাহান্নামের আগুন জাহান্নামীদের চেহারার গোসত বিদগ্ধ করবে এবং তাদের জিহ্বা বের হয়ে আসবে।

৪- অতপর সে সেখানে(জাহান্নামে) মরবেও না বাঁচবেও না।(সূরা আ'লা -১৩)

৫- জাহান্নামের আগুন মানুষের হৃদয়কে গ্রাস করবে।

৬- জাহান্নাম তার অধিবাসীদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।

৭- জাহান্নামে থাকবে তার অধিবাসীদের আর্তনাদ,ফলে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (সূরা আম্বীয়া- ১০০)

৮- জাহান্নামীদেরকে খাবার হিসেবে দেয়া হবে কাটাদার যাক্কুম বৃক্ষ এবং দুর্গন্ধময় বৃক্ষের খাদ্য। (সূরা দুখান ৪৩)

৯- জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত রক্ত এবং কাশি ও গরম পানি হবে তাদের পানীয়। (সূরা ইবরাহিম- ১৬,১৭)

১০- জাহান্নামীদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে।

১১- জাহান্নামীদের হাত ও পা শৃংখলিত করা হবে,আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল ।(সূরা ইবরাহিম -৪৯,৫০)

১২- জাহান্নামীদের জন্য থাকবে আগুনের উড়না ও বিছানা। (সূরা আ'রাফ)

১৩- জাহান্নামীদের জন্য থাকবে আগুনের ছাতি ও আগুনের কার্পেট। (সূরা- সূরা যুমার -১৬)

১৪- জাহান্নামীদের জন্য আগুনের পানীয়। (সূরা কাহাফ- ২৯)

১৫- জাহান্নামীদের গলদেশে থাকবে আগুনের বেড়ি। (সূরা হাক্কা- ৩০)

১৬- জাহান্নামীদের পায়ে থাকবে ভারী বেড়ি।(সূরা মুয্যাম্মিল ১২)

১৭- জাহান্নামীদেরকে বিষাক্ত গরম হাওয়া ও বিষাক্ত গরম ধুয়া দিয়ে আযাব দেয়া হবে।(সূরা ওয়াকিয়া- ৪১,৪৪)

১৮- জাহান্নামীদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে।(সূরা কামার- ৪৮)

১৯- জাহান্নামীদেরকে'সাউদ'নামক আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে। (সূরা মুদ্দাস্সির- ১৭)

২০- জাহান্নামীদরকে লোহার হাতুড়ি ও গুর্জদিয়ে আঘাত করা হবে। (সূরা হাজ্জ - ২১)

নোটঃ উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহে হুবহু আয়াতের তরজমা দেয়া হয়নি, বরং তার ভাবার্থ পেশ করা হয়েছে।

জাহান্নাম সম্পর্কে কোরআ'নের উদ্ধৃতির পর কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি নিম্ন রূপঃ

১- জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর সত্তর বছর পর তার নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছবে। (মুসলিম)

২- জাহান্নামের একটি ঘেরাউয়ের দু'টি দেয়ালের মাঝে চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব।(আবু ইয়ালা)

৩- জাহান্নামকে হাশরের মাঠে আনতে চারশ নব্বই কোটি ফেরেশ্তা লাগবে।(মুসলিম)

৪ - জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে এই যে,আগুনের একজোড়া সেন্ডেল পরিয়ে দেয়া হবে,যার ফলে জাহান্নামীর মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাকবে। (মুসলিম)

৫- জাহান্নামীর একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড় হবে। (মুসলিম)

৬- জাহান্নামীর দু'কাধেঁর মাঝে কোন দ্রুতগামী আশ্বারোহির তিন দিন চলার পথ সম দূরত্ব হবে। (মুসলিম)

৭- জাহান্নামীর শরীরের চামড়া ৬৩ ফিট মোটা হবে।(তিরমিযী)

৮ - পৃথিবীতে অহংকার কারীদেরকে ঠোট বরাবর শরীর দেয়া হবে।(তিরমিযী)

৯ - জাহান্নামী এত অশ্রু প্রবাহিত করবে, যে তাতে অনায়েসে নৌকা চলতে পারবে। (মোস্তাদরাক হাকেম)

১০- জাহান্নামীদেরকে পরিবেশনকৃত খাবারের এক টুকরা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হলে, সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীসমূহের জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনা নষ্ট হয়ে যাবে। (আহমদ,তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

১১- জাহান্নামীদের পানীয় থেকে কয়েক লিটার পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হলে,তার দুরগন্ধ সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টি জীবের নিকট ছড়িয়ে যাবে।(আবু ইয়ালা)

১২- জাহান্নামীর মাথার উপর এ পরিমাণ গরম পানি ঢালা হবে,যা তার মাথা ছিদ্র করে পেটে গিয়ে পৌঁছবে এবং পেটে যা কিছু আছে তা বের করে কেটে ফেলবে এবং এগুলো পিঠ দিয়ে বের হয়ে পায়ে গিয়ে পড়বে। (আহমদ)

১৩- কাফেরকে জাহান্নামে এত কঠিনভাবে আঘাত করা হবে যেমন বর্শার ফলাকে তার হাতলে মজবুতভাবে লাগানো হয়।

১৪- জাহান্নামের আগুন গাঢ় কাল বর্ণের।(মালেক)

১৫- জাহান্নামীদের সউদ নামক আগুনের পাহাড়ে আরোহণ করতে সত্তর বছর সময় লাগবে। আবার যখন তারা সেখান থেকে অবতরণ করবে তখন তাদেরকে আবার সেখনে আরোহণ করতে বলা হবে। (আবু ইয়ালা)

১৬- জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আগুনের গুর্জ এত ভারি হবে যে জ্বিন ও ইনসান মিলে তাকে উঠাতে চাইলে ও উঠাতে পারবে না। (আবু ইয়ালা)

১৭- জাহান্নামের সাপ উটের সমান হবে আর তা এক বার ধ্বংশন করলে,চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামী তার ব্যাথা অনুভব করবে। (আহমদ)

১৮- জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান হবে,তার ধ্বংশনের ব্যাথা কাফের চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করতে থাকবে।(আহমদ)

১৯- জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে উপুড় করে হাটানো হবে।(মুসলিম)

২০- জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য জাহান্নামের দরজায় চার লাখ ফেরেশ্তা থাকবে,যাদের চেহারা অত্যন্ত ভয়ানক ও কাল হবে।তাদের দাঁতগুলো বাহিরে বেরিয়ে

থাকবে,আর তারা হবে অত্যন্ত নির্দয়,আর তাদের শরীর এত বিশাল হবে,যে কোন প্রাণীর তা অতিক্রম করতে দু'মাস সময় লাগবে।(ইবনে কাসীর)

এ হল অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যথাতুর শাস্তির স্থান যাকে কোরআ'ন ও হাদীসে জাহান্নাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে,আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝের সমস্ত মুসলমানকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তা থেকে হেফাজত করে,তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি যা চান তা করতে তিনি সক্ষম।

النار جهنم

জাহান্নামের আগুনঃ

জাহান্নামের সবচেয়ে বেশি শাস্তি আগুনেরই হবে,যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন যে,জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি গরম হবে।(মুসলিম)

কোরআ'নের কোন কোন স্থানে তাকে "বড় আগুন " নামে আক্ষায়িত করা হয়েছে। (সূরা আ'লা-১২)

আবার কোথাও "আল্লাহ্র প্রজ্জলিত অগ্নি" নামেও আক্ষায়িত করা হয়েছে। (সূরা হুমাযা- ৫)

আবার কোথাও"লেলিহান জাহান্নাম"ও বলা হয়েছে।(সূরা লাইল-১৪)

আবার কোথাও "জ্বলন্ত অগ্নি" ও বলা হয়েছে। (সূরা গাসিয়া ৪)

শাস্তি হিসেবে যদি শুধু মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য হত,তাহলে দুনিয়ার আগুনই যথেষ্ট ছিল যাতে মানুষ ক্ষণিকের মধ্যেই জ্বলে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু জাহান্নামের আগুন তো মূলত কাফের ও মুশরিককে বিশেষ ভবে আযাব দেয়ার জন্যই উত্তপ্ত করা হয়েছে,তাই তা পৃথিবীর আগুনের চেয়ে কয়েক গুণ গরম হওয়া সত্বেও,এ আগুন জাহান্নামীদেরকে একেবারে শেষ করে দিবে না,বরং তাদেরকে ধারাবাহিক ভাবে আযাবে নিমজ্জিত করে রাখবে। আল্লাহ্ বলেনঃ

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى (سورة طه-٧٤

অর্থঃ "(জাহান্নামে)সে মরবেও না বাঁচবেও না" (সূরা ত্বা-হা- ৭৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে স্বপ্ন যোগে এক কুৎসিত আকৃতি ও বিবর্ণ চেহারার লোক দেখানো হল,সে আগুন জ্বালিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে উত্তপ্ত করছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিবরীল (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন এ কে? তিনি উত্তরে বললেনঃ তার নাম মালেক সে জাহান্নামের দারওয়ান(বোখারী)।

জাহান্নামের আগুনকে আজও উত্তপ্ত করা হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত তাকে উত্তপ্ত করা হতে থাকবে,জাহান্নামীদের জাহান্নামে যাওয়ার পরও তাকে উত্তপ্ত করার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (سورة الإسراء -٩٧)

অর্থঃ"যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখনি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব"।(সূরা বানী ইসরাঈল- ৯৭)

জাহান্নামের আগুন কত উত্তপ্ত হবে তার হুবহু পরিমাণ বর্ণনা করা তো অসম্ভব,তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বর্ণনা অনুযায়ী জাহান্নামের আগুনের তাপদাহ পৃথিবীর আগুনের চেয়ে উন সত্তর গুণ বেশি হবে।

সাধারণ অনুমানে পৃথিবীর আগুনের উত্তাপ ২০০০ ডিগ্রি সেন্টি গ্রেড ধরা হলে [১] জাহান্নামের আগুনের তাপ মাত্রা হয় এক লক্ষ ৩৮ হাজার ডিগ্রি সেন্টি গ্রেড। এ কঠিন গরম আগুন দিয়ে জাহান্নামীদের পোশাক ও তাদের বিছানা তৈরী করা হবে। ঐ আগুন দিয়ে তাদের ছাতি ও তাবু তৈরী করা হবে। ঐ আগুন দিয়েই তাদের জন্য কার্পেট তৈরী করা হবে। কঠিন আযাবের এ নিকৃষ্ট স্থানে মানুষের জীবন যাপন কেমন হবে,যারা নিজের হাতে সামান্য একটি আগুনের কয়লাও রাখার ক্ষমতা রাখে না?

মানুষের ধৈর্যের বাঁধ তো এইযে, জুন, জুলাই মাসে দুপর ১২টার সময়ের তাপ ও গরম বাতাস সহ্য করাই অনেকের অসম্ভব হয়ে যায়,দূর্বল,অশুস্থ,বৃদ্ধ লোকের এর ফলে মৃত্যুবরণও করে,অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এ কঠিন গরম জাহান্নামের শ্বাস ত্যগ বা ভাপের কারণ মাত্র। যে মানুষ জাহান্নামের ভাপই সহ্য করতে পারে না,তারা তার আগুন কি করে সহ্য করবে?

কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন দেখে সমস্ত নবীগণ এত ভীত সন্ত্রস্ত হবে যে, তাঁরা বলবে যে,

---

[1] - উল্লেখ্য ঃ আগুনের উত্তাপের নিদৃষ্ট পরিমাপ নির্ভর করে তার জ্বালানীর ওপর, কখনো কখনো এ উত্তাপের পরিমাণ ২০০০ সেন্টি গ্রেডের চেয়ে কযেকগুন বেশিও হয়ে যাবে। সম্ভবত এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা কোরআ'নে জাহান্নামের জ্বালানীর কথাও উল্লেখ করেছেন,তার জ্বালানী হবে পাথর ও মানুষ(সূরা বাক্বারা- ২৪)
সম্ভবত মানুষকে তার জ্বালানী এ জন্যই করা হয়েছে যে, তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে শেষ হবে না। বরং পাথরের ন্যায় তাদের অস্তিস্ত্বও বাকী থেকে যাবে। (আল্লাই এব্যাপারে ভাল জানেন)।

(ربی سلم ربی سلم)

অর্থঃ"হে আমার প্রভূ ! আমাকে বাঁচও হে আমার প্রভূ! আমাকে বাঁচাও। এ বলে আল্লাহ্‌র নিকট স্বীয় জীবনের নিরাপত্ত্বা কামনা করবে।

উম্মুল মু'মেনীন আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে পৃথিবীতে কাঁদতেন,পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোরআ'ন তেলওয়াত করার সময় জাহান্নামের আযাবের কথা আসলে বে-হুশ হয়ে যেতেন,মুয়াজ বিন জাবাল,আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা, ওবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দের মত সম্মানিত সাহাবাগণ জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে এত কাঁদতেন যে,তারা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যেতেন। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কামারের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে প্রজ্জলিত আগুন দেখে জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকতেন।

আতা সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথীরা রুটি বানানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত করলে তিনি তা দেখে বেহুশ হয়ে গেলেন।

সুফিয়ান সাওরীর নিকট যখন জাহান্নামের কথা আলোচনা করা হত,তখন তার রক্তের পেসাব হত।

রবী(রাহিমাহুল্লাহ) সারা রাত বিছানায় একাত ওকাত হতে থাকলে তার মেয়ে জিজ্ঞেস করল,আব্বাজান! সমস্ত মানুষ আরামে ঘুমিয়ে গেছে আপনি কেন জেগে আছেন? তিনি বললেনঃ হে মেয়ে জাহান্নামের আগুন তোমার পিতাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না।

আল্লাহ্‌র বাণী কতইনা সত্য

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (سورة الإسراء -٥٧)

অর্থঃ"তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ" ।(সূরা বনী ইসরাঈল- ৫৭)

আল্লাহ্ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত মুসলমানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন । আমীন!

জাহান্নামের আরো কিছু শাস্তিঃ

জেলখানার মূল বিষয় যদিও বন্দী থাকা তবুও কোন কোন বন্দীদেরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী জেলখানায় অতিরিক্ত শস্তিও দেয়া হয়।

এমনিভাবে জাহান্নামের মূল শাস্তি হল আগুন কিন্তু এর পরও কাফের ও মুশরিকদেরকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী আরো অনেক প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে। ঐ সমস্ত আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা পরবর্তীতে আসতেছে,তবে কতগুলোর উল্লেখ এখানেও করা হল ।

১ - বিষাক্ত, দুরগন্ধময়, খাবার এবং উত্তপ্ত গরম পানীয় পরিবেশনের মাধ্যমে শাস্তিঃ

পানা-হারের বিষয়ে মানুষ কত উন্নত মনভাব রাখে তা প্রত্যেকে তার নিজের আলোকে চিন্তা করতে পারে। যে খাবার গলে বাসী হয়ে গেছে,বা তার রুচীসম্মত হয় নাই তাতো সে স্পর্শ করাও ভাল মনে করে না। কোন কোন মানুষ খাবারে লবন মরিচের সামান্য কম বেশি কেও সহ্য করে না। স্বাদ ব্যতীত,খাবার দাবার মানুষের স্বাস্থ্যের সাথেও গভীর সম্পর্ক রাখে,তাই উন্নত বিশ্বে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। বাহারী স্বাদের জন্য মানুষ কত আজীব আজীব পানা-হার তৈরী করে, কোন অতিরঞ্জন ব্যতীতই বলা যায় যে,তার সঠিক পরিসংখান পেশ করা অসম্ভব। পৃথিবীতে এত বাহারী স্বাদের পাগল মানুষ যখন পরকালে স্বীয় কৃতকর্মের পরীক্ষার জন্য সম্মুক্ষীণ হবে,তখন সর্বপ্রথম তার যে চাহিদা দেখা দিবে তা হল পানির মারাত্তক পিপাসা। নবীগণের সরদার মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় হাউজে (জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে হাশরের মাঠে) আসন গ্রহণ করবেন,যেখানে তিনি নিজ হাতে পানি সরবরাহ করে ঈমানদারদের পিপাসা মিটাবেন। কাফের মুশরেকরাও তাদের পিপাসা মিটানোর জন্য হাউজের নিকট আসবে,কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)নিজ হাতে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন। (ইবনে মাজা)

বিদআ'তীরাও পানি পান করার জন্য আসার জন্য চেষ্টা করবে কিন্তু তাদেরকেও দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। (বোখারী)

কাফের,মুশরিক ও বিদআ'তীরা হাশরের মাঠে এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পিপার্শাত অবস্থায় অতিক্রম করবে এবং শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই জাহান্নামে যাবে।(সূরা মারইয়াম- ৮৬)

জাহান্নামে যাওয়ার পর যখন তারা খাবার চাইবে তখন তাদেরকে জাক্কুম বৃক্ষ ও কাটা বিশিষ্ট ঘাস দেয়া হবে।

জাহান্নামীরা অরুচীসত্বেও এক লোকমা করে মুখে দিবে তাতে তাদের ক্ষুধা তো মিঠবেই না বরং শাস্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য জাক্কুম বৃক্ষ ও কাটা বিশিষ্ট ঘাস জাহান্নামেই উৎপন্ন হবে। এর অর্থ হল এইযে,এ উভয় খাবার এতটা গরম তো অবশ্যই হবে যতটা গরম হবে জাহান্নামের আগুন। বরং বলা যেতে পারে যে এখাবার আগুনের কয়লার ন্যায় হবে,যা জাহান্নামীরা তাদের ক্ষুধা মিঠানোর জন্য গলদকরণ করবে। মূলত জাহান্নামের খাবার তার বেদনাদায়ক আযাবেরই এক প্রকার কঠিন আযাব হবে। আল্লাহ্ মাফ করে! খাওয়ার পর জাহান্নামী পানি চাবে,তখন পাহারাদার তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির স্থান থেকে তার ঝর্ণার নিকট নিয়ে আসবে,যেখানে কঠিন গরম পানি দিয়ে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ঐ পানি জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে বাষ্প না হয়ে পানি হয়ে থাকবে।সম্ভবত কোন শক্ত পাথর হবে যা জাহান্নামের আগুনে বিগলিত হয়ে পানিতে পরিণত হয়েছে,আর তাই জাহান্নামীদের পানীয় হবে। (আল্লাহ্ ই এব্যাপারে ভাল জানেন।)

জাহান্নামী তা পান করতে গেলে প্রথম ঢোকেই তাদের মুখের সমস্ত গোস্ত গলে নীচে নেমে যাবে।(মোস্তাদরাক হাকেম)

আর পানির যে অংশ পেটে যাবে তার মাধ্যমে তার সমস্ত নাড়ী-ভুঁড়ি কেটে পিঠ দিয়ে গড়িয়ে পায়ে এসে পড়বে। (তিরমিযী)

মূলত তা পান করাও বেদনাদায়ক শাস্তিরই আরেক প্রকার শাস্তি হবে। এ আদর আপ্যায়নের পর দারওয়ান তাকে আবার জাহান্নামের শাস্তির স্থানে নিয়ে যাবে।

জাহান্নামের পানা-হারে জাহান্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে জান্নাতীদের নিকট আবেদন করবে যে,কিছু পানি বা অন্য কোন কিছু আমাদেরকেও পান করার জন্য দাও। জান্নাতীরা বলবে জান্নাতের পানা-হার আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন। (সূরা আ'রাফ-৫০)

জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন বেদনাদায়ক হওয়া সত্বেও বিষাক্ত,দুরগন্ধ ময়,ও কাটা বিশিষ্ট হবে। সাথে সাথে গরম পানি,দুরগন্ধময় রক্ত,বমি ইত্যাদি পানীয় রূপে কঠিন আযাব হিসেবে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে দেয়া হবে। সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত তো একমাত্র আল্লাহ্ কিন্তু কোর'আন ও হাদীস গবেষণার মাধ্যমে যতটুকু বুঝা যায় তাহল এই যে,কাফেরদের জীবনের মূল দু'টি বিষয়ের ওপর,আর তা হল পেট ও রিপুর গোলামী।

এ উভয় বিষয় এমন পানা-হারের দাবী করে যাতে তার চাহিদার আগুন আরো উত্তপ্ত হয়,চাই তা হালাল ভাবে হোক আর হারাম ভাবে,জায়েয পদ্ধতিতে হোক আরা নাজায়েয পদ্ধতিতে,পাক হোক আর নাপাক,যুলমের মাধ্যমে অর্জিত হোক না খিয়ানতের মাধ্যমে,লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত হোক না চুরী ডাকাতির মাধ্যমে তার কোন যাচাই বাছাই নেই। তাই কোরআ'ন মাজীদে

কোন কোন স্থানে কাফেরদেরকে জাহান্নামে শাস্তির সাথে সাথে যথেষ্ট পানা-হার করতে এবং আনন্দ করার ভর্ৎসনা ও দেয়া হয়েছে।

সূরা হিজরে এরশাদ হয়েছেঃ

ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (سورة الحجر-٣)

অর্থঃ"তাদেরকে ছেড়ে দাও,তারা খেতে থাকুক ,ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক,পরিণামে তারা বুঝবে। (সূরা হিজর-৩)

সূরা মুরসালেতে এরশাদ হয়েছেঃ

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ (سورة المرسلات-٤٦)

অর্থঃ"তোমরা অল্প কিছু দিন পানাহার ও ভোগ করে নাও,তোমরা তো অপরাধী"। (সূরা মুরসালাত- ৪৬)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ (سورة محمد-١٢)

অর্থঃ"আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে,জন্তু জানোয়ারের ন্যায় উদর-পূর্তি করে , তাদের নিবাস জাহান্নাম"। (সূরা মুহাম্মদ- ১২)

অত এব পেট ও রিপুর গোলাম পৃথিবীতে ভাল ভাল পানাহারে তৃপ্তীলাভ করে যখন স্বীয় স্রষ্টার নিকট উপস্থিত হবে,তখন কুফরীর পরিবর্তে জাহান্নামের আগুন আর সুস্বাদু খাবারের পরিবর্তে উত্তপ্ত,কাটা বিশিষ্ট,ঘাস গরম পানি অসহ্য দুর গন্ধময় রক্ত ও বমির মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। (আল্লাহ্ এব্যাপারে ভাল জানেন)

উল্লেখ্য যে,কাফেরদের জন্য তো চিরস্থায়ী জাহান্নাম আছেই সাথে সাথে অন্যান্য আযাবও থাকবে। এমনিভাবে হালাল হারামের মাঝে পার্থক্য না কারী মুসলমানও জাহান্নাম ও ঐ সমস্ত পানা-হারের শাস্তি ভোগ করবে,যা কিতাব ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এতীমের সম্পদ ভোগকারীর ব্যাপারে তো কোরআ'নে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (سورة النساء-١٠)

অর্থঃ "যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে"। (সূরা নীসা- ১০)

মদ পানকারীদের ব্যাপারে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এরশাদ করেছেন "তাদেরকে জাহান্নামে জাহান্নামীদের ঘাম পান করানো হবে"(মুসলিম)

মোসনাদ আহমদে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ব্যভীচার কারী নরও নারীর লজ্জাস্থান থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় নিকৃষ্ট পদার্থও মদ পান কারীদের পানীয় হবে। (আল্লাহ্ই এব্যাপারে ভাল জানেন)

অতএব হে এতীম ও বিধবাদের সম্পদ গ্রাসকারীরা! অন্যের সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্ত ক্ষেপকারীরা,রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুন্ঠন কারীরা,জুয়া,সুদ ঘোষের উপার্জনে নির্মিত অট্টালিকায় বসবাস কারীরা,হে মদ ও যুবক যুবতী নিয়ে মত্ত ব্যক্তি বর্গ! একবার নয় হাজার বার চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে,কি জাহান্নামে সৃষ্ট জাক্কুম বৃক্ষ, কাটা বিশিষ্ট ঘাস ভক্ষণ করবে? আগুনে পোড়ানো মানুষের শরীর থেকে নির্গত ঘাম ও বমি মিশ্রিত খাবার খাবে? দুরগন্ধময় নিকৃষ্ট এবং কাল পানির উত্তপ্ত পান পাত্র পান করে জীবন রক্ষা করবে?

(فهل من مدكر)

অর্থঃ" অতঃপর আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী"

২- মাথায় উত্তপ্ত পানি প্রবাহিত করার মাধ্যমে আযাবঃ

কাফেরদের জন্য এ হবে আরেক ধরণের বেদনাদায়ক আযাব(আর তা হবে এই যে) ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে,"তাকে ধরে টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যখানে এবং ওখানে তার মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দাও"। (সূরা দুখান- ৪৭-৪৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ"যখন কাফেরের মস্তিষ্কে গরম পানি ঢেলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে তখন ঐ পানি তার মাথা থেকে গড়িয়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-পতঙ্গকে জ্বালিয়ে পায়খানার রাস্তাদিয়ে তা তার পায়ে এসে পড়বে।" (মোসনাদ আহমদ)

মাথায় ফুটন্ত পানি ঢালার পর সর্বপ্রথম এ পানি কাফেরের মস্তককে জ্বালিয়ে দিবে,যা তার খারাপ কামনা,বাতেল দর্শন,শিরকি আক্বীদার কেন্দ্র বিন্দুছিল,যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করত,যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের পাহাড় চাপানোর জন্য নানান রকম প্রতারণা করত। যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগান্ডার নিত্য নুতন দলীল তৈরী করত। যে মস্তিষ্ক দিয়ে সে বড় বড় পদ ও পরিকল্পনা তৈরী করত ঐ মস্তিষ্ক থেকেই এ বেদনাদায়ক শাস্তির সুত্রপাত হবে।

সূরা দোখানে উল্লেখিত আয়াতের শেষে

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (سورة الدخان-٤٩)

অর্থঃ "স্বাদ গ্রহণ কর, (তুমি পৃথিবীতে)ছিলে অভিজাত ও মর্যাদাবান।" (সূরা দোখান -৪৯)

উল্লেখিত আয়াত একথা স্পষ্ট করছে যে,এ বেদনাদায়ক আযাবের হকদার হবে ঐ সমস্ত কাফের নেত্রীবর্গ যারা পৃথিবীতে বিশাল শক্তি ধর ও মর্যাদার অধিকারী ছিল,পৃথিবীতে তাদের মর্যাদা ও বড়ত্ব হবে। আর এ ক্ষমতার বড়ায়ে উন্মাদ হয়ে তারা ইসলামকে অবনত করতে এবং মুসলমানদেরকে ভূ- পৃষ্ঠ থেকে নিঃশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করতে থাকবে। কোরআ'নের বিভিন্ন স্থানে কাফের নেত্রীবর্গের চক্রান্ত ও চালবাজির বর্ণনা এসেছে।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (سورة الأنفال-٣٠)

অর্থঃ"তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে,আর আল্লাহ্‌(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বাঁচানোর জন্য তদবীর করেন। আর আল্লাহ্‌ই দৃঢ় তদবীর কারক।" (সূরা আনফাল-৩০)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا (سورة الرعد-٤٢)

অর্থঃ"তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করছিল কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে"(সূরা রা'দ - ৪২)

সূরা ইবরাহিমে আল্লাহ'তা'লা এরশাদ করনঃ

قَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (سورة إبراهيم-٤٦)

"তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল,কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত হয়েছে,তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না যাতে পাহাড় টলে যেত" (সূরা ইবরাহিম- ৪৬)

নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর পর্যন্ত তাঁর কাওমকে দাওয়াত দেয়ার পর যখন তার প্রভূর নিকট আবেদন পেশ করলেন তখন ঐ আবেদনের একটি বিশেষ অংশ ছিল এই যে,

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (سورة نوح-٢٢)

অর্থঃ" আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করেছে"(সূরা নূহ- ২২)
মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা,ইসলামকে পরাজিত করার অপচেষ্টা কারীরা,মুসলমানদেরকে নিঃশ্চিহ্ন কারীদেরকে কিয়ামতের দিন ঐ বৃহৎ শক্তি ধর আল্লাহ্‌ তাদেরকে এ বেদনাদায়ক শাস্তির মাধ্যমে অভিবাধন জানাবেন।

নিঃসন্দেহে এ বেদনাদায়ক আযাব কাফেরদের জন্য,তবে মুসলমানদের দেশসমূহে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার পথে চক্রান্তকারী,ইসলামী আদর্শসমূহকে বিদ্রুপ কারী,ইসলামের নিদর্শনসমূহকে অবজ্ঞাকারী অবমাননাকারী,সুদী বিধান চালু রাখার প্রচেষ্টা কারী, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে প্রতারণাকারী নায়করা কি এ বেদনাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাবে?

অতএব হে দলপতি,মন্ত্রীত্বের আসনে আসীন ব্যক্তিবর্গ,কোট-কাচারীর শোভা 'মাই লর্ডজ' জাতীয় সংসদ সমূহের সম্মানিত প্রধান ! আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করুন। ইসলাম বিরুধিতা থেকে বিরত থাকুন, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী বিধানসমূহর সাথে বিদ্রুপ করা থেকে বিরত থাকুন,আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না।

وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورة آل عمران-١٣١)

অর্থ"এবং তোমরা ঐ আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে" (সূরা আল ইমরান- ১৩১)

৩- সংকীর্ণ আগুনের অন্ধকার রুমে ঢুকিয়ে রাখার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানঃ

জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির একটি ধরণ এ হবে যে, জাহান্নামীকে তার হাত,পা ভারী জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকার রুমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওপর থেকে দরজা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে,ফলে সেখানে না বাতাস প্রবেশ করতে পারবে না সূর্যের কিরণ,আর না থাকবে পালানোর মত কোন রাস্তা।

আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ "জাহান্নাম কাফেরের জন্য এত সংকীর্ণ হবে যেমন বর্শার ফলা কাঠের মধ্যে সংকীর্ণ করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।"

এ ভয়াবহ শাস্তির একটি অনুমান এভাবে করা যেতে পারে যে,কোন বড় প্রেসার কোকার যেখানে এক হাজার মানুষ আটবে,সেখানে যদি জোরপূর্বক দু'হাজার মানুষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়,তাহলে তাদের শ্বাস নেয়াও মুশকিল হবে,হাত,পা, জিঞ্জির দিয়ে বাঁধা,ফলে নড়া চড়াও করতে পারবে না। আর ওপর দিয়ে প্রেসার কোকারের ঢাকনা মজবুত করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের আগুনে তা রান্না করার জন্য রাখা হয়েছে,এমতাবস্থায় কাফের মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।

আল্লাহ্‌র বাণী"যখন এক শিকলে কয়েক জনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে,তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকনা অনেক মৃত্যুকে ডাক"। (সূরা ফুরকান- ১৩,১৪)

কিন্তু দূর দূরান্তে মৃত্যুর কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। আগেই মৃত্যুকে জবাই করে দেয়া হয়েছে,আর কাফেররা সর্বদাই এ ভয়াবহ শাস্তিতে ডুবে থাকবে।

কাফেরকে পদবেড়ী লাগিয়ে আগুনের সংকীর্ণ রুমে ঢুকিয়ে ভয়াবহ শাস্তি কোন যালেমদেরকে দেয়া হবে? এর উত্তরে সূরা ফুরকানে আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেনঃ

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (سورة-١١ الفرقان)

অর্থঃ"যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি"। (সূরা ফুরকান-১১)

কিয়ামতকে অস্বীকার করার স্বাভাবিক উদ্দেশ্য হল পৃথিবীতে পিতা-মাতার স্বাধীন জীবন যাপন, দ্বীন ও মতাদর্শকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করার স্বাধীনতা,ইসলামী নিদর্শনসমূহকে অবমাননা করার স্বাধীনতা,অশ্লীলতা ও উলঙ্গপানা বিস্তারের স্বাধীনতা,সৌন্দর্য ও শরীর প্রদর্শনের স্বাধীনতা,উলঙ্গ ছবি প্রকাশের স্বাধীনতা, গাইর মোহরেম(যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) নারী-পুরুষের সাথে অবাধ মেলা মেশার স্বাধীনতা,গান, বাদ্য ও নৃত্য করার স্বাধীনতা, মদ পান ও ব্যভীচার করার স্বাধীনতা,গর্ভপাত করার স্বাধীনতা,যৌন চারিতার স্বাধীনতা[২] ইচ্ছামত উলঙ্গ হওয়ার স্বাধীনতা।[৩]

---

[2] - মনে হচ্ছে যৌনচারিতায় প্রাচ্যবাসীরা কাওমে লূতকেও হার মানিয়েছে। বৃটিশ আদালতসমূহে যৌনচারিতাকে বৈধ বন্ধনের সমমান দিতে শুরু করেছে,গির্জাসমূহের কোন কোন পাদ্রী স্বীয় যৌনচারিতার কথা প্রকাশে গৌরভ বোধ করে,বৃটিশ লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে এমন অনেক মন্ত্রী আছে যারা নির্দ্বিধায় স্বীয় যৌনচারিতার কথা প্রকাশ করে।(তাকবীর১৬ ফেব্রুয়ারী,২০০০ইং)

[3] - প্রাচ্যে ইচ্ছামত উলঙ্গ হওয়ার স্বাধীনতা তো এখন আর কোন বড় বিষয় নয়। তবে একটি সংবাদ বিবেচ্য যে, সিটেলে ৩৭ বছরের এক উলঙ্গ মহিলা হাইওয়ের মাঝে এক খাম্বা ধড়ে নৃত্য করতে করতে ওপরে চড়ে গিয়ে গান গাইতে লাগল,তার হাতে একটি মদের বোতল ছিল,পুলিশ দ্রুত বিদ্যুৎ কোম্পানীতে ফোন করে বিদ্যুৎ বন্ধ করাল। কেননা মহিলা নেশাগ্রস্ত ছিল আর সে তার জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্ট করতেছিল। মহিলার কান্ড দেখার জন্য ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেল,লোকের কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত এ দৃশ্য দেখতে থাকল। শেষে পুলিশ খুব কষ্ট করে মহিলাকে নিয়ন্ত্রনে এনে তাকে খাম্বা থেকে নামিয়ে গ্রেপ্তার করল। আর তাকে এ অভিযোগ করল যে,সে সেফ্টী এ্যাক্ট ভঙ্গ করেছে। যার ফলে ট্রাফিক জ্যাম লেগেছিল। (উর্দু নিওউজ ১০নভেম্বর ১৯৯৯ইং) মদ পান এবং উলঙ্গ পনার বিরুদ্ধে কোন অভিযাগ নেই। প্রাচ্যের এ উলঙ্গপনার স্বাধীনতায় মাতাল স্নেহ পরায়ণরা এখন প্রিয় জন্মভূমি (লেখকের)"ইসলমী প্রজাতন্ত্র পাকিস্থান" এর সংবাদ (আমরা হয়ত অনিচ্ছা সত্বেও আনন্দে লাফাচ্ছি)মাধ্যমও তার স্বজাতিকে কি শিক্ষা দিচ্ছে।)হে জ্ঞানবানরা শিক্ষা গ্রহণ কর!

প্রত্যেক ঐ বিষয়ের স্বাধীনতা যার মাধ্যমে নারী পুরুষের অবাধ যৌন চর্চা চলে। এ স্বাধীনতার **বিনিময়ে** জাহান্নামের সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাসস্থানে জিঞ্জিরাবদ্ধ পা নিয়ে কত বেদনা দায়ক এবং **দৃষ্টান্ত**মূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে,হায় কাফেররা যদি তা আজ জানতে পারত!

কিন্তু হে মানব মন্ডলী! যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে,জান্নাত ও জাহান্নামকে **সত্য** বলে জানে,একটু চিন্তা কর আর উত্তর দাও যে পৃথিবীর এ স্বাধীনতার বিনিময়ে,জাহান্নামের **এ** বন্দীশলা গ্রহণ করতে কি প্রস্তুত আছ?আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হালাল করা বিষয় সমূহকে **হারাম** করে স্থায়ী ভাবে জাহান্নামের সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাসস্থানে জীবন যাপন করা কি সহজ **বলে** মনে করছ?

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ (سورة الفرقان-١٥)

অর্থঃ"তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এটাই শ্রেয়,না স্থায়ী জান্নাত। যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে **মুত্তা**কীদেরকে ? এটাইতো তাদের পুরস্কার ও পত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ফুরকান -১৫)

৪-চেহারায় অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত করার মাধ্যমে শাস্তি ঃ

জাহান্নামে শুধু আগুন আর আগুনই হবে। জাহান্নামীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর **আগুনে**র মাঝে নিমজ্জিত থাকবে। এর পর ও কোরআ'ন মাজীদে কোন কোন অপরাধী সম্পর্কে **বর্ণি**ত হয়েছে যে,তাদের চেহারায় আগুনের শিখা প্রজ্জলিত করা ও চেহারাকে আগুন দিয় গরম **করা**র কথা উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেনঃ"ঐ দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায় ।তাদের জামা হবে আল **কা**তরার, আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল"। (সূরা ইবরাহিম- ৪৯,৫০)

আল্লাহ্ মানব শরীরকে যে বৈশিষ্ট দিয়েছেন তা সর্ম্পকে তিনি বলেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (سورة التين-٤)

অর্থঃ "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি উত্তম আকৃতিতে"। (সূরা ত্বীন - ৪)

মানুষের সমস্ত শরীরের মধ্যে চেহারাকে আল্লাহ্ সুন্দর, ইজ্জত, মাহাত্মের নিদর্শন করেছেন। তৃপ্তী **দায়ক** চোখ, সুন্দর নাক, মানানসয়ী কান, নরম ঠোঁট, গন্ডদেশ যৌবনকালে কাল চুল মানুষের **সৌন্দর্য** ও আকৃতিকে আরো উজ্জল করে। আবার বৃদ্ধ বয়সে চাঁদির ন্যায় সাদা চুল মানুষের **সম্মান** ও মহত্মের নিদর্শন। চেহারার ঐ সম্মান ও মহত্মের মর্যাদায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এ নির্দেশ দিয়েছেন যে,"স্ত্রীকে যদি মারতে হয় তাহলে তার চেহারায় মারবে না"। (ইবনে মাযাহ)

চিকিৎসা শাস্ত্রে চেহারা শরীরের অন্যান্য অঙ্গেঁর তুলনায় অধিক সমবেদনশীল। চোখ, কান, নাক, দাঁত, গন্ডদেশ ইত্যাদির রগসমূহ মস্তিষ্কের সাথে সম্পৃক্ত। চেহারা মস্তিষ্কের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে রক্তের চলাচল শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি দ্রুত। তাই সামান্য রাগের কারণে চেহারার রগ দ্রুত লাল হয়ে যায়। চোহারার এক অংশে কোন সমস্যা হলে সমস্ত চেহারাই ঐ সমস্যায় জরজরিত হয়ে যায়। যদি শুধু দাঁতে কোন ব্যাথা হয় চোখ,কান, মাথায় ও ব্যাথা অনুভব হয়। আর এ ব্যাথা এত বেশি হয় যে,এ সময়ে মানুষের সময় যেন অতিক্রান্ত হয়না। সে যত দ্রুত সম্ভব তা থেকে রক্ষা পেতে চায়। শরীরের এ সমবেদনশীল অংশে যখন জাহান্নামের অত্যাধিক গরম আগুনের শিখা প্রজ্জলিত করা হবে,তখন কাফেরদের কত কঠিন ব্যাথা সহ্য করতে হবে,তার অনুমান জাহান্নামীদের এ আফসোস থেকে অনুভব করা যায় যে,তারা বলবে ঃ

يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا (سورة النبأ - ٤٠)

অর্থঃ "হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম" (সূরা নাবা - ৪০)

অপরাধিদেরকে যখন মারপিট করা হয়,তখন তারা সাধারণত হাত দিয়ে চেহারাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনুমান করা হোক যে যখন একদিকে অপরাধিদের হাত-পা ভারি জিঞ্জির দিয়ে বাঁধা থাকবে,অন্য দিকে জাহান্নামের ভয়ানক ফেরেশ্‌তা বিনা বাধায় তার চেহারায় আগুনের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকবে। মূলত তাকে শারীরিক শাস্তির সাথে সাথে মারাত্বক অপমান ও লাঞ্ছনাও করা হবে। আর এ লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি এক বা দু'ঘন্টা বা এক বা দু'সপ্তাহ,এক বা দু'মাসের জন্য বা এক বা দু'বছরের জন্য নয়,বরং তা সার্বক্ষণিক ভাবে চলতে থাকবে।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

"হায় যদি কাফেররা ঐ সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না,আর তাদের কোন সাহায্যও করা হবে না"। (সূরা আম্বীয়া - ৩৯)

কোন বদ নসীব এ লাঞ্ছনাময় শাস্তির যোগ্য হবে ? এব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'লা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেনঃ

"যে দিন তাদের মুখমন্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে,সে দিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম এবং তাঁর রাসূল কে মানতাম। তারা আরো বলবেঃহে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম। আর তারা আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। আর তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত"। (সূরা আহযাব - ৬৬,৬৮)

যেহেতু পাপিষ্টদের অন্যায় এ হবে যে,তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে তাদের সরদার,গুরুদের অনুসরণ করেছে,কাফেরদের কুফুরী আর মুশরেক দের শিরকের এ অবস্থা হবে যে,তারা তাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূরের অনুসরণ করে নাই বরং তাদের আলেম,দরবেশ,লিডার,বাদশাদের অনুসরণ করেছে। যার বেদনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে কিয়ামতের দিন ভোগ করতে হবে।

আমাদের নিকট কাফের মোশরেকদের তুলনায় ঐ সমস্ত মুসলমানদের আচরণ বেশি বেদনা দায়ক যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কালেমা পাঠ করেছে, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে,জান্নাত ও জাহান্নামকেও স্বীকার করে। কিন্তু এতদসত্বেও কোন না কোন ভুল বুঝের কারণে রাসূলের অনুসরণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

মনে রাখুন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিশন যেমন কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, তেমনিভাবে তার অনুসরণও কিয়ামত পর্যন্ত করে যেতে হবে।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سورة سبأ-٢٨)

অর্থঃ"আমি মানুষের নিকট তোমাকে সু সংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি"। (সূরা সাবা- ২৮)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (سورة الأعراف -١٥٨)

অর্থঃ "হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল (রূপে প্রেরিত হয়েছি)"। (সূরা আ'রাফ - ১৫৮)

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (سورة الفرقان-١)

অর্থঃ"কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফোরকান(কোরআ'ন)অবতীর্ণ করেছেন।যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে"। (সূরা ফোরকান - ১)

অতএব যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মিশনকে তাঁর জিবীত থাকা পর্যন্তই সিমীত বলে বিশ্বাস করে নিঃসন্দেহে তারা তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। আবার যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শুধু আল্লাহ্র বার্তবাহক রূপে মেনে নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথ(হাদীসের)অকাট্যতাকে অস্বীকার করছে তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। আর যারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে কোরআ'ন মাজীদই হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট এর

সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে"। (সূরা নাহাল ৪৪ নং আয়াত দ্রঃ)

এমনি ভাবে যারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে, কোরআ'ন মাজীদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংরক্ষিত আছে কিন্তু হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংরক্ষিত নেই । তাই তার ওপর আমল করা জরুরী নয়। তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে"। (সূরা হিযর ৯ নং আয়াত দ্রঃ) ।

যে সমস্ত উলামাগণ স্বীয় ফিক্হী মাসআলার গোড়ামীর কারণে,স্বীয় ইমামগণের কথাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

এমনি ভাবে যারা স্বীয় বুযুর্গদের মোরাকাবা ও কাশফকে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। এমনি ভাবে যারা স্বীয় আকাবেরগণের মোশাহাদা ও স্বপ্নকে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সুন্নাতের ওপর প্রাধান্য দেয় তারাও তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট হচ্ছে"। (সূরা হুযরাত ১ নং আয়াত দ্রঃ) ।

আমরা অত্যন্ত আদব ও ইহতেরামের সাথে, মুসলমানদের সমস্ত গবেষণালয়ের নিকট,অত্যন্ত নিষ্ঠতা ও হামর্দদী নিয়ে আবেদন করছি যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসরণের বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ। এমন যেন না হয় যে,ইমাম গণের আক্বীদা,বুযর্গদের মোহাব্বত,আর নিজস্ব দর্শণের গোড়ামী আমাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তিতে নিষ্পেশিত না করে। কেন না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর এ ধরণের বেদনাদায়ক পরিণতি ক্ষতির কারণ হবে।

أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (سورة الزمر-١٥)

অর্থঃ"জেনে রেখ এটা সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (সূরা যুমার - ১৫)

৫ - গুর্জ ও হাতুড়ির আঘাতের মাধ্যমে আযাবঃ

জাহান্নামে কাফের ও মোশরেকদেরকে গুর্জ ও লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে।কোরআ'ন ও হাদীস উভয়েই এর প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (سورة الحج-٢١)

অর্থ ঃ"আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ গুর্জসমূহ" । (সূরা হাজ্জ- ২১)

হাদীসে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন কাফেরদেরকে মারার গুর্জের ওজন এত বেশি হবে যে,যদি একটি গুর্জ পৃথিবীর কোথাও রাখা হয়,আর পৃথিবীর সমস্ত জ্বিন ও ইনসান তা উঠানোর জন্য চেষ্টা করে,তাহলে তারা তা উঠাতে পারবে না। (মোসনাদ আবু ইয়া'লা)

জাহান্নামের পূর্বে কবরেও কাফেরদেরকে গুর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে। কবরের আযাবের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেনঃমোনকার ও নাকীরের প্রশ্ন উত্তরে নিষ্ফল হওয়ার পর,কাফেরদের জন্য অন্ধ ও মূক ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করা হবে,তাদের নিকট লোহার গুর্জ থাকবে,আর তা এত ভারী হবে যে,যদি কোন পাহাড়ের ওপর তা দিয়ে আঘাত করা হয়,তাহলে পাহাড় অণু অণু হয়ে যাবে। ঐ গুর্জ দিয়ে অন্ধ ও মূক ফেরেশ্‌তা তাকে মারতে থাকবে আর সে চিল্লাত থাকবে।

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেনঃ কাফেরের চিল্লানোর আওয়াজ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টি জীব শুনে।ফেরেশ্‌তার আঘাতে কাফের মাটির ন্যায় অণু অণু হয়ে যাবে,তখন সেখানে আবার রূহ ফেরত দেয়া হবে। (মোসনাদ আবু ইয়ালা)

কিয়ামত পর্যন্ত বারং বার এ অবস্থা চলতে থাকবে।

জাহান্নামের শাস্তি কবরের শাস্তির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি কঠিন ও বেদনা দায়ক হবে। কবরে হাতুড়ি ও গুর্জ দিয়ে আঘাতকারী ফেরেশ্‌তা যদি অন্ধ ও মূক হয় তাহলে জাহান্নামের ফেরেশ্‌তা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ (سورة التحريم-٦)

অর্থঃ"তাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাব বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা"। (সূরা তাহরীম - ৬)

ইকরেমা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃজাহান্নামীদের প্রথম গ্রুপ যখন সেখানে যাবে তখন দেখবে যে,দরজার সামনে চার লক্ষ ফেরেশ্‌তা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। যাদের চেহারা হবে অত্যন্ত ভয়ানক ও খুবই কাল। আল্লাহ্‌ তাদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া বের করে নিয়েছেন,ফলে তারা হবে অত্যন্ত নির্দয়। এ ফেরেশ্‌তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হবে এই যে,

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم-٦)

অর্থঃ"ঐ ফেরেশ্‌তারা কখনো আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে না,আর তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই করে"। (সূরা তাহরীম -৬)

অর্থাৎঃআল্লাহ্ ফেরেশ্তাদেরকে যেমন আযাব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সাথে সাথে তেমন আযাবই দিতে শুরু করবে। এক পলকের জন্যও চিন্তা বা বন্ধ করবে না। এ ফেরেশ্তারা কাফেরদেরকে এত কঠিন কঠিন পদ্ধতিতে শাস্তি দিতে থাকবে যে,বড় বড় পাপিষ্টদের কলিজা চালনির ন্যায় ছিদ্র হয়ে যাবে ।(ইবনে কাসীর)

এ হল কাফেরদের পরিণতি ও তাদর কুফরীর শাস্তি। মূলত কাফের আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবীর সর্বাধিক পরিত্যাজ্য ও লাঞ্ছিত সৃষ্টি। পৃথিবীতে ঈমানের সম্পদের চেয়ে মূল্যবান আর কোন সম্পদ নেই, হায় যদি মুসলমানরা পৃথিবীতে এ সম্পদ কে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারত! কাফেররা তো নিঃসন্দেহ কিয়ামতের দিন (জাহান্নামের) শাস্তি দেখে এ কামনা করবে যে,

لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (سورة القصص-٦٤)

অর্থঃ"হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত"। (সূরা কাসাস - ৬৪)

৬ - বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমে আযাবঃ

জাহান্নামে বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমেও শাস্তি হবে। সাপ ও বিচ্ছু উভয়কেই মানুষের দুশমন মনে করা হয়,আর এ উভয়ের নামের মাঝেই এত ভয় ও আতংক রয়েছে যে,যদি কোন স্থানে সাপ ও বিচ্ছুর অবস্থান সম্পর্কে মানুষ অবগত থাকে,তাহলে সেখানে মানুষের বসবাসের কথাতো অনেক দূরে,বরং কোন ব্যক্তি ঐ দিক দিয়ে রাস্তা অতিক্রমের ঝুঁকিও নিতে রাজি হবে না। কোন কোন সাপের আকৃতি,প্রকৃতি,রং,লম্বা,নড়াচড়া, স্বাভাবিকতা এমন থাকে যে,তা দেখা মাত্রই মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। সাপ বা বিচ্ছু সর্বাধিক কতটা বিষাক্ত হতে পারে? তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না,কিন্তু অবিজ্ঞতার আলোকে এবং বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে,এ সিদ্ধান্ত নেয়া দুষ্কর নয় যে,সাপ অত্যন্ত ভয়ানক ও মানুষের জানের শত্রু। দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সে বিদ্যমান একটি বিষাক্ত সাপ সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ সূত্রে বলা হয়েছে সেখানকার এক একটি সাপ দেড় মিঃ লম্বা ।আর এক একটি সাপের বিষ দিয়ে এক সাথে পাচঁজন লোককে নিহত করা সম্ভব।[৪]

১৯৯৯ইং, কিং সউদ ইউনির্ভাসিটি রিয়দ,সউদী আরবে ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অত্যন্ত বিষাক্ত সাপের প্রর্দশনী ও করা হয়েছিল। যা কাঁচের বক্সে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে কোন কোনটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য দেয়া হয়ে ছিল।

---

[4] - উর্দূ নিউজ , জিদ্দা, ১৭ আগষ্ট ১৯৯৯ইং।

আরাবীয়ান কোবরা (Arabian Cobra) যা আরব দেশসমূহে পাওয়া যায় তা এত বিষাক্ত যে, তার বিষের মাত্র বিশ মিঃ গ্রাম,৭০ কিঃ গ্রাম উজনের মানুষকে সাথে সাথেই ধ্বংস করতে পারে। আর এ কোবরা তার মুখ থেকে এক সাথে ২০০কিঃ - ৩০০ কিঃ গ্রাম বিষ দুষমনের ওপর নিক্ষেপ করে।

'কান্‌গ কোবরা' যা ইন্ডিয়া ও পাকিস্থানে পাওয়া যায় ,এদের ছোবলগ্রস্ত লোকও সাথে সাথেই মারা যায়। প্রাচ্যের দেশসমূহে বিদ্যমান সাপ সমূহ (West Diamond Back Snack) অত্যন্ত বিষাক্ত সাপের অর্ন্তভুক্ত বলে মনে করা হয়।

ইন্দোনিসিয়ার থুথু নিক্ষেপকারী বিষাক্ত সাপ (Indoesian Spitting Cobra) ২ মিঃ লম্বা হয়ে থাকে যা ৩মিঃ দূরে থেকে মানুষের চোখে পিচকারীর ন্যায় বিষ নিক্ষেপ করে থাকে,যার ফলে মানুষ সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করে।

জাহান্নামের পূর্বে কবরেও কাফেরদেরকে সাপের ছোবলের মাধ্যমে আযাব দেয়া হবে। তাই কবরের আযাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেনঃযে কাফের যখন মোনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে নিষ্ফল হবে,তখন তার জন্য নিরান্নব্বইটি সাপ নির্ধারণ করা হবে। যা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে ছোবল মারতে থাকবে। কবরের সাপ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলেনঃযে যদি ঐ সাপ একবার পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলে,তাহলে পৃথিবীতে কখনো আর কোন ঘাস উৎপাদিত হবে না। (মোসনাদ আহমদ)

কবরের সাপ সম্পর্কে ইবনে হিব্বানের বর্ণনায়ও এসেছে যে,এক একটি অজগরের সত্তরটি করে মুখ হবে।যার মাধ্যমে তারা কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদেরকে ছোবল মারতে থাকবে।

জাহান্নামের সাপ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃসাপের কাঁধ উটের সমান হবে। আর তার একবার ছোবল মারার ফলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কাফের তার ব্যাথা অনুভব করবে। (মোসনাদ আহমদ)

নিঃসন্দেহে কবরে ও জাহান্নামে ধংশনকারী সাপ সমূহ পৃথিবীর সাপের তুলনায় বহুগুণ বেশি বিষাক্ত, ভয়ানক ও আতংক সৃষ্টিকারী হবে। পৃথিবীর কোন সাধারণ সাপের ধংশনে মানুষের যে অবস্থা হয় তা হল প্রথমত সে বে-হুশ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ ধংশনকৃত অংশটি পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ মুখ,কান,এমন কি চোখ দিয়ে ও রক্ত ঝরতে থাকে। শুধু একবার ধংশনের ফলেই এ অবস্থা হয় । তাহলে চিন্তা করা যেতে পারে যে, যে মানুষকে পৃথিবীর সাপের তুলনায় হাজারগুণ বেশি বিষাক্ত সাপ বার বার ধংশন করতে থাকবে সে তখন কি পরিমাণ বেদনাদায়ক শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে।

(আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন)

বিচ্ছুর ধংশনের প্রতিক্রিয়া সাপের ধংশনের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে অধিক বেশি হবে।বিচ্ছুর ধংশনের ফলে মানুষের সাথে সাথে নিন্মোক্ত অবস্থা হয়।

প্রতমত ঃ শরীর ফুলে উঠে।

দ্বিতীয়তঃশ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে।

জাহান্নামের বিচ্ছুর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃতা খচ্চরের সমান হবে,আর তার একবার ছোবলের ফলে কাফের চল্লিশ বছর পর্যন্ত ব্যাথা অনুভব করতে থাকবে। (মোসনাদ আহমদ)

এর অর্থ হল এই যে, বিচ্ছুর বারবার ধংশনের ফলে জাহান্নামী বার বার ফুলে উঠবে এবং দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থাও বার বার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ হবে ঐ কঠিন শাস্তির একটি ধরণ মাত্র যা কাফেরকে দেয়া হবে। কাফের কি জাহান্নামে ঐ সাপ ও বিচ্ছু সমূহকে মেরে ফেলবে? না কোথাও পালিয়ে যাবে,না কোন আশ্রয়স্থল পাবে ? আল্লাহ্ কতইনা সত্য বলেছেন ঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ (سورة الحجر-٢)

অর্থঃ" কখনো কখনো কাফেররা আকাঙ্খা করবে যে , তারা যদি মুসলিম হত"। (সূরা হিযর - ২)

কিন্তু হে ঈমানদ্বাররা!জাহান্নাম ও তার আযাবের প্রতি ঈমান আনয়নকারী!তোমরাতো আল্লাহ্র আযাব কে ভয় করবে এবং আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নাফরমানী করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে যেনে এবং মেনেও যদি তাঁর নাফরমানী করা হয়,তাহলে তো তা তাঁর আযাবকে আরো বেশি কঠিন করবে।

فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (سورة المائدة-٩١)

অর্থঃ" তোমরা কি তা থেকে বিরত থাকবে" ? (সূরা মায়েদা - ৯১)

৭ - শরীরকে বিকট আকৃতি দেয়ার মাধ্যমে শাস্তি ঃ

বর্তমান শরীর নিয়ে যেহেতু জাহান্নামের আযাব সহ্য করা অসম্ভব তাই জাহান্নামীদের শরীরকে অধিক পরিমাণে বড় করা হবে,যা নিজেই একটি শাস্তি হয়ে যাবে।রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ"জাহান্নামে কাফেরের একটি দাঁত উহুদ পাহাড় সম হবে"। (মুসলিম)

কোন কোন কাফেরের চামড়া তিন দিনের রাস্তার দূরত্বের ন্যায় মোটা হবে। (মুসলিম)

কোন কোনটি ৪২ হাত (৬৩ ফিট) মোটা হবে।(তিরমিযী)

এ পার্থক্য কাফেরের আমলের পার্থক্যের কারণে হবে।

কোন কোন কাফেরের দু'কাধেঁর মাঝের দূরত্ব হবে দ্রুত গতি সম্পন্ন কোন অশ্বের তিন দিন পথ চলার দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

কোন কোন কাফেরের শুধু কান ও কাধেঁর মাঝের দূরত্ব হবে ৭০ বছর চলার দূরত্ব। কোন কোন কাফেরের বসার স্থান মক্কা ও মদীনার দূরত্বের সমান হবে। (৪১০ কিঃ মিঃ) । (তিরমিযী)

কোন কোন কাফেরের শরীর এত বড় হবে যে তা জাহান্নামের একটি কোণে পরিণত হবে।

(ইবনে মাযা)

কোন কোন কাফেরের বাহু ও রান পাহাড় সম হবে। (আহমদ)

এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ কোন পার্থক্যহীন ভাবে সমস্ত মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি,ও মানানসয়ী শরীর দান করেছেন। যদি ঐ মানানসয়ী শরীরের কোন একটি অঙ্গ বে- মানান হয়,তা হলে মানুষের আকৃতি অত্যন্ত কুৎসিত ও হাস্যকর হয়ে যায়। চিন্তা করুন ৫বা ৬ ফিট শরীরের সাথে ১০ফিট লম্বা বাহু যদি সংযুক্ত হয় বা কপালের ওপর ১ ফিট লম্বা নাক সংযোগ করা হলে,মানুষের আকৃতি কি পরিমাণ কুৎসিত হতে পারে। বরং তা হবে অত্যন্ত ভয়ানক। সম্ভবত জাহান্নামে কাফেরের শরীরকে,এ বে- মানান আকৃতিতে বৃদ্ধি করে,অত্যাধিক ভীতিকর ও আতংক ময় করা হবে। (আল্লাহ ই এ ব্যাপারে ভাল জানেন)

মানব শরীরে কষ্টের দিক থেকে তার চামড়া সার্বাধিক অনুভূতি পরায়ণ। আর একারণেই কাফেরকে জাহান্নামে অধিক শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে, জলন্ত চামড়াকে পরির্বতনের কথা কোরআ'নে বার বার বিশেষ ভাবে এসেছে। (সূরা নিসা ৪ নং আয়াত দ্রঃ।)

চামড়াকে যখন টানা হয়,তখন কেমন ব্যাথা হয়। তার অনুমান এভাবে করা যায় যে,বাহু বা পায়ের ভাঙ্গা হাড্ডি কে জোড়া দেয়ার জন্য,চামড়াকে যদি সামান্য পরিমাণে টানা হয়,তাহলে এর ব্যাথায় মানুষ ছট ফট করতে শুরু করে দেয়। ঐ চামড়াকে টেনে যখন এত লম্বা করা হবে,যার বর্ণনা হাদীসে এসেছে,তাতে কাফেরের কত মারাত্বক কষ্ট হবে। সম্ভবত দুনিয়াতে তার কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

এত বিশাল দেহের অধিকারী কাফেরকে যখন বড় বড় সাপ ও বিচ্ছু বার বার ধংশন করতে থাকবে, এবং তার গোসত খেতে থাকবে,তখন তার বিষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় বে- হুশ,ফুলা,রক্ত রঞ্জিত এবং হাঁপানো ও কম্পমান কাফেরের ভয়ানক দৃশ্যের কল্পনা করুন !

মানুষকে তার শরীর নিয়ে নড়াচড়া করার ক্ষমতাও একটি নিদৃষ্ট পরিমাপের মধ্যে। এ শরীর যদি অস্বাভাবিক ভাবে মোটা হয়ে যায়,তাহলে মানুষের জন্য উঠা বসা ও চলা ফিরা করা এত কঠিন হয়ে যায়,যেন জীবনটা একটা আযাব। আর মোটা হওয়ার কারণে শরীরে আরো বহু প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। যেমন মন রোগ,শ্বাস কষ্ট,চোখের সমস্যা,জাহান্নামে কাফেরের শরীর বড় হওয়ার কারণে অন্যান্য সমস্যাও আযাব আকারে দেখা দিবে,কি দিবে না এটা তো আল্লাহ্ ই ভাল জানেন। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, ফেরেশ্‌তা গুর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে তাকে মারবে বা সাপ ও বিচ্ছু ছোবল মারতে থাকবে। ফলে কাফের হরকতও করতে পারবে না। আর যদি কখনো তাকে জোর করে এক স্থান থেকে, অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে চায়,তাহলে কাফেরের জন্য এক এক কদম উঠানো এত কঠিন হবে যে, এটাই একটি বেদনা দায়ক শাস্তিতে পরিণত হবে। কাফের জাহান্নামে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলবেঃ হে আল্লাহ্ !এক বার এখান থেকে বের কর,পরে আমরা নেককার হয়ে এখানে আসব। উত্তরে বলা হবে

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (سورة فاطر٣٧)

অর্থঃ "সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্য কারী নেই"। (সূরা ফাতির - ৩৭)

আল্লাহ্ স্বীয় রহমত,দয়া,অনুগ্রহে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত উদার ভাবে নে'মত দানকারী বাদশা, অনুগ্রহ পরায়ণ,অত্যন্ত করুণাময় ও দয়ালু ।

৮ - মারাত্মক ঠান্ডার আযাবঃ

আগুন যেভাবে মানুষের শরীরকে জ্বালিয়ে দেয়, তেমনি ভাবে মারাত্তক ঠান্ডাও মানুষের শরীরকে ঢিলা করে দেয়। তাই জাহান্নামে অত্যাধিক ঠান্ডার আযাবও থাকবে। জাহান্নামের ঐ স্তরটির নাম হবে 'যামহারীর' যামহারীরে কত কঠিন ঠান্ডা হবে তার জ্ঞান তো একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত মহান আল্লাহ্ ই ভাল জানেন। কিন্তু এ ঠান্ডা যেহেতু শাস্তি দেয়ার জন্য হবে,অতএব তা তো অবশ্যই এ ঠান্ডা থেকে কয়েক গুণ বেশি হবে। এ এদুনিয়ায় যে কোন ঠান্ডার মৌসুমে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে হয়ে থাকে। যা থেকে আত্ম রক্ষা করার জন্য গরম পোশাক কম্বল,লেপ,হিটার,আঙ্গার ধানিকা,গরম গরম খানা পিনা,আরো কত কি,এর পরও মানুষের অস্বাভাবিক অসাবধানতার ফলে,সাথে সাথেই মানুষ কোন না কোন সমস্যায় পড়ে যায়। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যতীত মানুষকে যদি পোশাকহীন পৃথিবীর ঠান্ডায় থাকতে হয়,তাহলে তাও এক প্রকার কঠিন আযাব হবে।অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ"পৃথিবীর ঠান্ডা জাহান্নামের শ্বাস ত্যাগের কারণে হয়ে থাকে"। (বোখারী)

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে,শুধু জাহান্নামের অভ্যান্তরিন শ্বাস থেকে সৃষ্ট ঠান্ডা যদি মানুষের জন্য অসয্য হয়,তাহলে জাহান্নামের অভ্যান্তরিন ঠান্ডার স্তর 'যামহারীরে' মানুষের কি অবস্থা হবে?

আল্লাহ্ মানুষকে অত্যন্ত নরম ও মোলয়েম করে তৈরী করেছেন। এত নরম ও মোলায়েম যে শুধু ৩৭ ডিগ্রী সেন্ট্রি গ্রেডের মাঝে সে শুস্থ্ থাকতে পারে। এর চেয়ে কম বা বেশি উভয় তাম মাত্রাই অসুস্থতার লক্ষণ। যদি শরীরের তাপ মাত্রা ৩৫ এর কম হয়ে ২৬ ডিগ্রী সেন্ট্রি গ্রেডে পর্যন্ত পৌঁছে যায়,তাহলে তার মৃত্যু হয়ে যাবে। আর যদি এ তাপ মাত্রা প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে শরীরের কোন অংশে ৬.৭৫ ডিগ্রী সেন্টি গ্রেড (বা ২০ডিগ্রী ফারন হাইট)পর্যন্ত পৌঁছে যায়,তা হলে শরীরের ঐ অংশটি ঠান্ডার কারণে ঢিলা হয়ে বা পচে সাথে সাথে পৃথক হয়ে যায়, যাকে চিকিৎসা শাস্রে "FROST BITE"

বলে। অনুমান করা যাক যে,যামহারীরে যদি এতটুকু ঠান্ডা থাকে যে,শরীরের অভ্যান্তরিন তাপমাত্রা ৬.৭ ডিগ্রী সেন্টি গ্রেড (বা ২০ ডিগ্রি ফারান হাইট) পর্যন্ত পৌঁছে যায়,তা হলে ঐ আযাবের অবস্থা এ হবে যে,জীবিত মানুষের শরীর ঠান্ডার প্রচন্ডতায় বালুর মত দানা দানা হয়ে,অণুতে পরিণত হবে। অতপর তাকে নুতন করে শরীর দেয়া হবে। যতক্ষণ সে যামহারীরে থাকবে ততক্ষণ সে ঐ আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। এ ভাগ শুধু সাইন্স ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখানো হল। যখন একথা স্পষ্ট যে,জাহান্নামের আগুনের ন্যায় যামহারীরের ঠান্ডাও পৃথিবীর ঠান্ডার চেয়ে কয়েক গুন বেশি কঠিন হবে।যামহারীরের বাস্তব ঠান্ডার শাস্তি যথাযথ অবস্থা কি হবে,তা হয়ত আমরা এ দুনিয়াতে কল্পনাও করতে পারব না। কিন্তু এবিষয়ে মোটেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে,জাহান্নামের আগুন হোক আর যামহারীরের ঠান্ডা,উভয় অবস্থায়ই কাফের জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিবে। আর বার বার মৃত্যু কামনা করবে।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ

অর্থ ঃ"তারা চিৎকার করে বলবেঃহে মালিক (জাহান্নামের রক্ষক)তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে **নিঃশেষ** করে দিন"।

উত্তরে বলা হবেঃ

إِنَّكُم مَّاكِثُونَ (سورة الزخرف-٧٧)

"তোমরা তো এভাবেই থাকবে"। (সুরা যুমার -৭৭)

আল্লাহ সমস্ত মুসলমানদের কে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে যামহারীরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। **নিঃসন্দেহে** তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং স্বীয় বান্দাদের প্রতি রহম ও অনুগ্রহ পরায়ন।

৯ - কিছু অজানা আযাবঃ

কোরআ'ন ও হাদীসে আগুন ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রকার আযাবের যেখানে সাধারণ বর্ণনা হয়েছে, সেখানে কোন কোন গোনার বিশেষ বিশেষ আযাবের উল্লেখও করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লা একথাও উল্লেখ করেছেন

وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (سورة ص-٥٨)

অর্থ ঃ" আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি"। (সূরা সোয়াদ - ৫৮)

আবার কোথাও শুধু

(عذاب اليم)

অর্থঃ" বেদনা দায়ক আযাব"। আবার কোথাও

(عذاب عظيم)

"প্রকন্ড আযাব"

আবার কোথাও

(عذاب شديد)

" কঠিন আযাব" বলেই শেষ করা হয়েছে।

"এরূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি"। "বেদনা দায়ক আযাব" "প্রকন্ড আযাব" " কঠিন আযাব" ইত্যাদি কি ধরণের হবে তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল রাখেন। মনে হচ্ছে যে,জেলখানায় যেমন সন্ত্রাসীদের শাস্তি সুনিদৃষ্ট থাকে,কিন্তু এর পরও কিছু কিছু বড় বড় সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে,অফিসাররা কোন কোন সময় শুধু বলে দেয় যে,অমুক সন্ত্রাসীকে ইচ্ছামত শিক্ষা দাও। আর জল্লাদ ভাল করেই জানে যে,এ নির্দেশের মাধ্যমে অফিসারদের উদ্দেশ্য কি এবং এধরণের সন্ত্রাসীদেরকে শিক্ষা দেয়ার কি ব্যবস্থা আছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ কাফেরদের বড় বড় নেতাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য,শুধু এতটুকু বলেছেন যে,অমুক অমুক মোজরেমকে বেদনা দায়ক শাস্তি দেয়া হবে। জাহান্নামের প্রহরী ভাল করে জানে যে,বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়ার কি কি পদ্ধতি আছে। আর যে মোজরেম প্রকন্ড আযাবের হকদার, তাকে প্রকন্ড আযাব কিভাবে দিতে হবে,তাও তার জানা আছে। (এব্যাপারে আল্লাহ্ ই ভাল জানেন)

এ হল ঐ জাহান্নাম এবং তার শাস্তি যা থেকে সর্তক করার জন্য আল্লাহ্ ও রাসূল ভয় প্রদর্শন কারী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর তিনি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে কোন প্রকার ক্রুটি করেন নাই। লোকদেরকে বারবার সর্তক করেছেন যে,

(اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة)

অর্থঃ"একটি খেজুরের (সামান্য)অংশ দান করার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ। আর যার পক্ষে এতটুকুও সম্ভব নয়,সে যেন ভাল কথা বলার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচে।" (মুসলিম)

অর্থাৎ ঃ জাহান্নাম থেকে বাঁচা এতই গুরুত্ব পূর্ণ যে, যার নিকট দান করার মত কোন কিছুই নেই,সে যেন একটি খেজুরের একটু অংশ দান করে, জাহান্নাম থেকে নিজেক বাঁচায়। আর যার পক্ষে তাও সম্ভব নয়,সে যেন ভাল কথা বলার মাধ্যমে নিজেকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীর শেষ অংশটি "যার নিকট খেজুরের একটি টুকরাও নেই " একথা প্রমাণ করছে যে,তিনি তার উম্মতকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কত আগ্রহী ও সু কামনা করতেন।আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে,জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার দূয়া এমনভাবে শিখাতেন,যেমন কোরআ'ন মাজীদের সূরা শিখাতেন। (নাসায়ী)

মালেক বিন দিনার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃযদি আমার নিকট কোন সাহায্যকারী থাকত তাহলে আমি তাকে সমগ্র পৃথিবীতে আহ্বানকারী রূপে পাঠাতাম যে,সে ঘোষণা করবে যে,হে লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। হে লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। সমগ্র পৃথিবীতে না হোক,অন্তত এটুকুতো আমরা প্রত্যেকে করতে পারি যে,নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে জাহান্নাম থেকে সর্তক করি। নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে জাহান্নাম থেকে সর্তক করি। নিজের বন্ধু-বান্ধব,পাড়া প্রতিবেশী দেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সর্তক করি। যে হে লোকেরা খেজুরের একটি টুকরা দান করার মাধ্যমে হলেও, জাহান্নাম থেকে বাঁচ, আর তা সম্ভব না হলে ভাল কথার মাধ্যমে তা থেকে বাঁচ । (মুসলিম)।

শাস্তির পরিমাপ থাকা চাই!

জাহান্নামের আগুন ও তার বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা অধ্যায়নের সময় মানুষের পশম দাঁড়িয়ে যায় এবং মনের অজান্তেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করতে থাকে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও মনে পড়ে যে,জীবনের সমস্ত গোনা যতই হোকনা কেন এ গোনাসমূহের শাস্তির জন্য,একটি পরিসীমা থাকা দরকার ছিল। আর ঐ সত্বা যিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান,তিনি সর্বসময়ের জন্য কি করে মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে

প্রথমে আল্লাহ্‌র শাস্তি ও সাজা সম্পর্কে,একটি নিয়ম আমরা পাঠকদের দৃষ্টি গোচর করতে চাই যে,রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃযে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করে,তার আমল নামায় ঐ সমস্ত লোকদের আমলের সমান সোয়াব লেখা হবে,যারা তার আহ্বানে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। অথচ তাদের (পরস্পরের)সোয়াবের মধ্যে মোটেও কমতি হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে গোমরাহির পথে আহ্বান করে,তার আমল নামায় ঐ সমস্ত লোকদের গোনার সমান গোনা লিখা হবে,যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাপে লিপ্ত হয়েছে। অথচ গোনাকারীদের পরস্পরের গোনার মধ্যে কোন কমতি হবে না। (মুসলিম)

এ নিয়মের বিস্তারিত বর্ণনা হাবীল কাবীলের ঘটনার মাধ্যমেও স্পষ্ট হয়। যে ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃপৃথিবীতে কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে নিহত হলে আদম(আঃ) এর প্রথম সন্তান কাবীল (হত্যাকারী)ও ঐ গোনার ভাগী হবে। কেননা সে সর্ব প্রথম হত্যার প্রথা চালু করেছে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ নিয়মের আলোকে একজন কাফের শুধু তার নিজের পাপের সাজাই ভোগ করবে না,বরং তার সন্তান,সন্তানদের সন্তান ... এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশে যত কাফের জন্মগ্রহণ করবে এ সমস্ত কাফেরদের কুফরীর সাজা,প্রথম কাফের পাবে, যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মানতে অস্বীকার করেছে। সাথে সাথে এ সমস্ত কাফেররা তাদের স্ব স্ব কুফরীর সাজা ও পাবে । এ আচরণ ঐ সমস্ত কাফেরের সাথে করা হবে,যারা তাদের সন্তানদেরকে কুফরীর সবক দিয়েছে এবং কুফরীর ওপর অটল রেখেছে। এ নিয়মের আলোকে প্রত্যেক কাফেরের পাপের সূচী এত বৃহৎ মনে হয় যে,জাহান্নামে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা ন্যায়পরায়ণতার আলাকে সঠিক বলেই স্পষ্ট হয়। এতো গেল ব্যক্তিগত একক কুফরীর কথা, আর যদি কোন কাফের কুফরীকে সামাজিক আন্দোলন রূপে প্রতিষ্ঠিত করে,কোন সমাজ বা কোন রাষ্ট্র,বা সমগ্র পৃথিবীতে তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে,তাহলে এ সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টা তার মূল গোনার সাথে আরো গোনা বৃদ্ধির কারণ হবে। আর এ বৃদ্ধির পরিমাপ ঐ বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে যে,এ সম্মিলিত চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে কত লোক পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর এ আন্দোলনকে প্রচার করার জন্য কত কত এবং কি কি পাপ করা হয়েছে।

যেমন ঃ লেলিন কমিউনিজম নামক ভ্রান্তি আবিষ্কার করেছিল,এর পর ঐ ভ্রান্তিকে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লাখ মানুষ নিদ্বিধায় কতল করেছে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী লাখ মানুষের ওপর নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়েছে। শহর কি শহর,গ্রাম কি গ্রাম পদদলিত করা হয়েছে। মুসলিম অধ্যসিত এলাকা সমূহে,ইসলামের রাস্তা বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নাম নেয়াতে নিয়মানুবর্তীতা ,আযানে নিয়মানুবর্তীতা,নামাযে নিয়মানুবর্তীতা ,কোরআ'নে নিয়মানুবর্তীতা,মসজিদ ও মাদরাসায় নিয়মানুবর্তীতা,আলেম উলামাদের প্রতি দূরাচরণ। এ সমস্ত অপরাধ লেলীনের গোনা বৃদ্ধির

কারণ হবে। সে শুধু তার বংশগত কাফেরদের কুফরিরই জিম্মাদার নয়,বরং অসংখ্য মানুষকে পথভ্রষ্ঠ করার পাপের বোঝা বহন করে,কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। হত্যা মরামারি,পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাপের সূচী ও তার বদ আমলের সাথে সম্পৃক্ত হবে। সর্বশেষ এধরণের ইসলামের শত্রু কট্টর কাফেরের জন্য জাহান্নামের চেয়ে অধিক উপযুক্ত স্থান আর কি হতে পারে ?

১৮৪৬ইং মার্চ মাসে মহারাজা গোলব শিং কাশ্মীর খরিদ করে,তার জোরপূর্বক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করল। তখন দু'জন নেতৃস্থানীয় মুসলমান মল্লি খাঁন এবং সবজ আলী খাঁন,তার প্রতিবাদ জানাল। তখন গোলব শিং এ উভয় নেতাকে উল্টা করে ঝুলিয়ে,জীবন্ত অবস্থায় তাদের চামড়া ছিলার নির্দেশ দিল। এ দৃশ্য এত ভয়ানক ছিল যে,গোলাব শিংয়ের ছেলে রামবীর শিং সহ্য না করতে পেরে,দরবার থেকে উঠে গেল,তখন গোলাব শিং তাকে ডাকিয়ে বললঃ যদি তোমার মধ্যে এ দৃশ্য দেখার মত সাহস না থাকে,তাহলে তোমাকে যুবরাজের পদ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনীর এধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত শাস্তি ,জাহান্নামের আগুন ব্যতীত আর কি হতে পারে ?

ভারত বিভক্তির সময় র্লড,মাউন্টবেটিন,স্যার ,পেটিল, হেজাক্সী লেন্সী,নেহেরু,আন্‌জহানী, গান্ধীরা জেনে বুঝে যেভাবে ইসলামের শত্রুতার ঝর তুলে, নির্দ্বিধায় মুসলমানদেরকে হত্যা করিয়েছে,মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত হরণ করেছে,মাসুম বাচ্চাদেরকে কতল করেছে,এর প্রতিশোধ যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন,তার সাপ,বিচ্ছুরা না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরঅপরাধে নিহত মুসলমান, পবিত্র মুসলিম মহিলা,মাসুম মুসলিম বাচ্চাদের কলিজা কি করে ঠান্ডা হবে ? এমনি ভাবে বসনিয়া,কসোভা ,সিসান ইত্যাদি।

অতএব ঐ মহাজ্ঞানী অভিজ্ঞ সত্বা যিনি মানুষের অন্তরের গোপন আকাঙ্খার খবর রাখেন,কাফেরের জন্য যত শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন,তা কাফেরের উপযুক্ত শাস্তি,তার প্রাপ্যের চেয়ে বিন্দু পরিমাণ কমও হবেনা আবার বেশিও না। বরং ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তিতে তার উপযুক্ত শাস্তিই হবে। আর আল্লাহ্‌ যিনি তার সমস্ত সৃষ্টি জীবের জন্য কোন পার্থক্যহীনভাবে,অত্যন্ত দয়ালু তিনি কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না।

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (سورة الكهف-٤٩)

অর্থঃ"তোমার রব কারো ওপর বিন্দু পরিমান জুলুম করেন না। " (সূরা কাহাফ- ৪৯)

স্বীয় পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাওঃ

কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্ এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم -٦)

অর্থঃ"হে মু'মিনগণ!তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে রক্ষা কর,অগ্নি থেকে,যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়,কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ,যারা অমান্য করেনা আল্লাহ্ তাদেরকে যা আদেশ করেন তার। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তারা তাই করে। " (সূরা তাহ্ রীম- ৬)

এ আয়াতে আল্লাহ্ দুটি কথা স্পষ্ট শব্দে নির্দেশ দিয়ে ছেন।

১ -নিজে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

২-নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

পরিবার-পরিজন বলতে বুঝায় স্ত্রী,সন্তান,যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথে সাথে নিজের স্ত্রী সন্তানদেরকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে বাধ্যগত। স্বীয় পরিবার-পরিজনের প্রতি প্রকৃত কল্যাণ কামীতার দাবী ও তাই। এমনিভাবে যখন আল্লাহ্ তার রাসূলকে এ নির্দেশ দেন যে,

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (سورة الشعراء -٢١٤)

অর্থঃ"তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে(জাহান্নামের আগুন) থেকে সর্তক কর"(সূরা শুআ'রা - ২১৪)

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় পরিবার ও বংশের লোকদেরকে ডেকে,তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সর্তক করলেন। সব শেষে স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ডেকে বললেনঃ

(يا فاطمة انقذي نفسك من النار فانى لاملك لكم من الله شيئا)

অর্থঃ"হে ফাতেমা নিজে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও,(কিয়ামতের দিন)আল্লাহ্র সামনে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না"। (মুসলিম)

নিজের পাড়া প্রতিবেশী ও বংশের লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে সর্তক করার পর,নিজের কন্যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে ভয় দেখিয়ে,সমস্ত মুসলমানদেরকে সর্তক করলেন যে,স্বীয় সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোও পিতা-মাতার দায়িত্ব সমুহের মধ্যে একটি দায়িত্ব।

এক হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন"প্রত্যেকটি সন্তান ফিতরাত (ইসলামের)ওপর জন্ম গ্রহণ করে,কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী,নাসারা বা অগ্নি পুজক বানায়। (বোখারী)

যেন সাধারণ নিয়ম এই যে,পিতা-মাতাই সন্তানদেরকে জান্নাত বা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।

আল্লাহ্ তা'লা কোরআ'ন মাজীদে মানুষের বহু দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ মানুষ অত্যন্ত জালেম ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম - ৩৪)

মানুষ অত্যন্ত তাড়া হুড়া কারী (সূরা বানী ইসরাঈল - ১১)

অন্যান্য দুর্বলতার ন্যায় একটি দুর্বলতা এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে,মানুষ দ্রুত অর্জিত লাভ সমুহকে অগ্রাধিকার দেয়,যদিও তা ক্ষণস্থায়ী বা অল্পই হোকনা কেন? আর বিলম্বে অর্জিত লাভকে তারা উপেক্ষা করে চলে,যদিও তা স্থায়ী ও অধিকই হোকনা কেন।

আল্লাহ্র বাণীঃ

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (سورة الإنسان-٢٧)

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে তারা দ্রুত অর্জিত লাভ(অর্থাৎঃ দুনিয়)কে ভাল বাসে আর পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে"। (সূরা দাহার- ২৭)

এ হল মানুষের ঐ স্বভাব জাত দুর্বলতার ফল,যে পিতা-মাতা,স্বীয় সন্তানদেরকে,দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে উচ্চ মর্যাদা লাভ,সম্মান এবং র্নিজন্জাট পজিশন দেয়া,উচ্চ শিক্ষা দেয়ার জন্য বেশির ভাগ গুরত্ব দেয়। চাই এ জন্য যত সময়ই লাগকনা কেন, আর যত সম্পদই ব্যায় হোকনা কেন,আর যত দুঃখ কষ্ট পোহানো হোকনা কেন। অথচ অনেক কম পিতা-মাতাই আছে যারা,তাদের সন্তানদেরকে পরকালের স্থায়ী জীবন,উচ্চ পোজিশন, সম্মান, র্নিজন্জাট স্থান লাভের জন্য,দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য গুরত্ব দেয় । যার অর্জন দুনিয়ার শিক্ষার চেয়ে সহজও বটে আবার দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকে,পিত-মাতার জন্য কল্যাণকরও। দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনকারী বেশিরভাগ সন্তান,কর্মজীবনে স্বীয় পিতা-মাতার অবাধ্য থাকে এবং নিজে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে,পক্ষান্তরে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন কারী বেশিরভাগ সন্তান,স্বীয় পিতামাতর অনুগত থাকে এবং তাদের সেবা করে। আর পরকালের দৃষ্টিতে তো অবশ্যই এ সন্তানরা পিতা-মাতার জন্য কল্যাণ কামী হবে। যারা সৎ মোত্তাকী,দ্বীনদার হবে।

এ সমস্ত বাস্তবতাকে জানা সত্বেও কোন অতিরঞ্জন ব্যতীতই ৯৯% মানুষই দুনিয়াবী শিক্ষাকে,দ্বীনি শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেয়। আসুন মানবতার এ দুর্বলতাকে অন্য এক দিক দিয়ে বিবেচনা করা যাক।

ধরুন কোন জায়গায় যদি আগুন লেগে যায়,তাহলে ঐ স্থানের সমস্ত বসবাসকারীরা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে,ভুল ক্রমে যদি কোন বাচ্চা ঐ স্থানে থেকে যায়,তাহলে চিন্তা করুন,ঐ অবস্থায় ঐ বাচ্চার পিতা-মাতার অবস্থা কি হবে? পৃথিবীর যে কোন ব্যস্ততা বা বাধ্যকতা যেমন ব্যবসা,ডিউটি, দূর্ঘটনা,অসুস্থতা,ইত্যাদি পিতা-মাতাকে,বাচ্চার কথা ভুলিয়ে রাখতে পারবে? কখনো নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা আগুন থেকে বেরিয়ে না আসতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা-মাতা ক্ষণিকের জন্য ও আরাম বোধ করবে না। নিজের বাচ্চাকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যদি,পিতা-মাতার জীবন বাজি দিতে হয়,তা হলে তাও দিবে। কত আশ্চার্য কথা যে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে তো প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুভূতি একাজ করে যে, তার সন্তানকে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে হলেও আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে,নিজের বাচ্চাকে বাঁচানার অনুভূতি খুব কম লোকেরই আছে। আল্লাহ্ তা'লা কতইনা সত্য বলেছেন ।

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سورة سبأ -١٣)

অর্থঃ"আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ"। (সূরা সাবা -১৩)

নিঃসন্দেহে মানুষের এ দুর্বলতা ঐ পরীক্ষার অংশ যার জন্য মানুষকে,এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানী সেই যে,এ পরীক্ষার অনুভূতি লাভ করেছে। আর এ পরীক্ষার অনুভূতি এই যে, মানুষ তার স্রষ্টা ও মনিবের হুকুম বিনা বাক্য ব্যায়ে মেনে নিবে।আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এবং নিজের স্ত্রী,সন্তাদেরকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলে ঈমানের দাবী এই যে,প্রত্যেক মুসলমান নিজে নিজেকে এবং তার বিবি-বাচ্চাকে,জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য ৬৯ গুন বেশি চিন্তিত থাকবে। যেমন সে তার বিবি বাচ্চাকে দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন অনুভব করে। এ দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমান দু'টি বিষয় গুরুত্বের চোখে দেখবে ঃ

প্রথমতঃকোরআ'ন ও হাদীসের শিক্ষার গুরত্বঃ মুর্খতা এবং অজ্ঞতা চাই তা দুনিয়ার ব্যাপারেই হোক আর দ্বীনের ব্যাপার হোক,তা মানুষের জন্য লাভ ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা কোরআ'ন মাজীদে এরশাদ করেছেন তিনি বলেনঃ

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورة الزمر-٩)

অর্থঃ "যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় তারা কি সমান?" (সূরা যুমার - ৯)

এ সর্বসাধারণের কথা যে,ব্যক্তি পরকালের প্রতি ঈমান রাখে,হাশর-নাশর সম্পর্কে অবগত আছে, জান্নাতের চিরস্থায়ী নে'মতসমুহ এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অবগত আছে,তার জীবন ঐ ব্যক্তির জীবনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হবে যে,ব্যক্তি অফিসিয়াল ভাবে আখেরাতকে মানে,কিন্তু হাশর নাশরের অবস্থা জান্নাতের চিরস্থায়ী নে'মত এবং জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে অবগত নয়। কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান যারা রাখে,তারা অন্য লোকদের মোকাবেলায় অধিক সঠিক পথে ঈমানদার এবং কদমে কদমে তারা আল্লাহ্কে ভয় করে ।

আল্লাহ্র বাণীঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (سورة فاطر -٢٨)

অর্থঃ"মূলত আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে শুধু (কোরআ'ন ও হাদীসের) জ্ঞান যারা রাখে তারাই আল্লাহ্কে অধিক ভয় করে।" (সূরা ফাতের -২৮)

অতএব যারা স্বীয় সন্তানদেরকে দুনিয়ার শিক্ষা দেয়ার জন্য কোরআ'ন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে,তারা মূলত নিজের সন্তানদের পরকালকে বরবাদ করে,তাদের ওপর অধিক জুলুম করছে। আর যারা তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষার সাথে সাথে,কোরআ'ন ও হাদীসের শিক্ষাও দিয়ে যাচ্ছে,তারা শুধু তাদের সন্তানদেরকে তাদের পরকালই আলোকময় করছে না,বরং নিজেরা আল্লাহ্র আদালতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ ঘরে ইসলামী পরিবেশ তৈরীঃবাচ্চার ব্যক্তিত্বকে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলতে হলে, ঘরে ইসলামী পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা, ঘরে আসা ও যাওয়ার সময় সালাম দেয়া,সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলা,পানা-হারের সময় ইসলামী আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। দান-খয়রাত করার অভ্যাস গড়ে তোলা। শয়ন ও ঘুম থেকে উঠার সময়,দোয়া পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা, গান-বাজনা,ছবি না রাখা, এমনকি ফিল্মী ম্যাগাজিন, উলঙ্গ ছবি যুক্ত পেপার,ইত্যাদি থেকে ঘরকে পবিত্র রাখা।মিথ্যা,গিবত,গালি-গালাজ,ঝগড়া থেকে বিরত থাকা। নবীদের ঘটনাবলী,ভাল লোকদের জীবনী, কোরআ'নের ঘটনাবলী,যুদ্ধ,সাহাবাদের জীবনী সম্বলিত বই পুস্তক,বাচ্চাদেরকে পড়ানো। পরস্পরের মাঝে উত্তম আচরণ করা,এ সমস্ত কথা ব্যক্তি সন্তানদের ব্যক্তিত্ব গঠনে মৌলিক বিষয় বস্তু। অতএব যে পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য,পুরপুরী দায়িত্ব পালন করতে চায়,তার জন্য অবশ্যক যে, সে তার সন্তানদেরকে কোর'আন ও হাদীসের শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে,ঘরের মধ্যে পুর্ণ ইসলামী পরিবেশ তৈরী করা।

একটি ভ্রান্তির আপনোদনঃ

আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার পর,শয়তান যখন বিতাড়িত হল তখন সে অঙ্গিকার করল যে,"হে আমার রব! আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব। আর আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করেই ছাড়ব। (সূরা হিজর - ৩৯)

অন্যত্র আল্লাহ্ শয়তানের এ উক্তিটি হুবহু নকল করেছেন যে,"অতপর আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিয়ে,পিছন দিয়ে,ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের নিকট আসব, (সূরা আ'রাফ - ১৭)

মূলত শয়তান দিন রাত ভর প্রত্যেক মানুষের পিছনে লেগে আছে,যাতে মৃত্যুর পূর্বে তাকে কোন না কোন ফেতনায় ফেলে,জান্নাতের রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে,জাহান্নামের রাস্তায় নিক্ষেপ করতে পারে। মানুষকে পাপের মধ্যে লিপ্ত রাখা ও তাকে আমলহীন করার জন্য,শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল এইযে,"আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু, তিনি সব কিছু ক্ষমা করে দিবেন।"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ্‌র রহমত অত্যন্ত প্রশস্ত,আর তাঁর রহমত তাঁর রাগের ওপর বিজয়ী। কিন্তু এ রহমত প্রাপ্তির জন্যও,আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ম কানুন কোরআ'ন মাজীদে স্পষ্ট করে দিয়েছেন ।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (سورة طه -٨٢)

অর্থঃ"এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে,ঈমান আনে,সৎকর্ম করে এবং সৎ পথে অবিচল থাকে।" (সূরা ত্বা- হা - ৮২)

এ আয়াতে আল্লাহ্ ক্ষমাকরার জন্য চারটি শর্ত করেছেন ঃ

১-তাওবাঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে কুফর ও শিরকের মাঝে লিপ্তছিল,তাহলে কুফর ও শিরক থেকে বিরত থাকা,তবে যদি কোন ব্যক্তি কাফের বা মোশরেক না হয়,কিন্তু কবীরা গোনা করেছে, তাহলে তার কবীরা গোনা থেকে বিরত থাকা বা তা পরিত্যাগ করা তার জন্য প্রথম শর্ত।

২ - ঈমানঃবিশ্বস্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে,সাথে সাথে আসমানী কিতাব সমূহ এবং ফেরেশ্তাগণ,ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা দ্বিতীয় শর্ত।

৩ - নেক কাজঃআল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর,আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক,জীবন যাপন করা,জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সুন্নাতের অনুসরণ করা তৃতীয় শর্ত।

৪ -অবিচল থাকাঃ আল্লাহ্ ও তারঁ রাসূলে আনুগত্যে যদি কোন বিপদাপদ আসে,তখন ঐ পথে অবিচল থাকা চতুর্থ শর্ত।

যে,ব্যক্তি উল্লেখিত চারটি শর্ত পূর্ণ করবে,তার সাথে আল্লাহ্ ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা করেছেন। এ হল দয়া করা ও মানুষের গোনা মাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ্র বেঁধে দেয়া নিয়ম-নীতি । অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা তাওবার নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে,ঐ লোকদের তাওবা কবুল যোগ্য যারা না জেনে ভুলবশত গোনা করেছে,কিন্তু যারা জেনে শুনে গোনা করে চলছে,তাদের জন্য ক্ষমা নয় বরং বেদনাদায়ক শাস্তি।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (سورة النساء ١٧-١٨)

অর্থঃ"তাওবা কবুল করার দায়িত্ব যে আল্লাহ্র ওপর রয়েছে,তাতো শুধু তাদেরই জন্য,যারা শুধু অজ্ঞতা বশত ঃ পাপ করে থাকে,তৎপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে,সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী,বিজ্ঞানময়। আর তাদের জন্য ক্ষমা নেই যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে, যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়,তখন বলে নিশ্চয়ই আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যও নয়,যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তাদেরই জন্য আমি বেদনা দায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি"। (সূরা নিসা - ১৭,১৮)

এ আয়াতে তিনটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছেঃ

১ - গোনা থেকে ক্ষমা শুধু ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা অজ্ঞতা বা ভুল করে গোনা করতেছে।

২ - জীবনভর ইচ্ছাকৃত গোনাকারীদের জন্য রয়েছে বেদনা দায়ক আযাব।

৩ -কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্যও রয়েছে বেদনা দায়ক আযাব।

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর যুগে সংঘটিত তাবুকের যুদ্ধে কা'ব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)হেলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এবং মুররা বিন রাবি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ভুল ক্রমে অলসতা করেছিল, আর তখন তারা তিন জনেই তাওবা করল,আর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন! অথচ ঐ যুদ্ধেই মুনাফেকরা ইচ্ছা করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাফরমানী করল,তারাও তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইল এবং

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সন্তুষ্ট করতে চাইল। তখন আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা দিলেন যে,

إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (سورة التوبة-٩٥)

অর্থঃ"তারা হচ্ছে অপবিত্র আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত"। (সূরা তাওবা - ৯৫)

সাহাবাগণের মধ্যে বেশির ভাগ এমনছিল যে যাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত স্পষ্ট করে দুনিয়াতেই জান্নাতের সু সংবাদ দিয়েছিলেন।যেমনঃআশারা মোবাশ্শারা (জান্নাতের সু সংবাদ প্রাপ্ত দশজন),বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীগণ,সাজারা (বৃক্ষের নীচে বাই'য়াত কারীরা) কিন্তু এতদ সত্বেও তারা আল্লাহ্র ভয়ে এত ভীত সন্ত্রস্ত থাকত যে,আখেরাতের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই তারা কাঁদতে শুরু করত।

ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মত ব্যক্তি যাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার নয়,বরং কয়েকবার জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, এর পরও কবরের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই এত কাঁদতেন যে,তাঁর দাড়ী ভিজে যেত।ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)জুমআ'র খোতবায় সূরা তাকভীর তেলওয়াত করতে ছিলেন, যখন এ আয়াত তেলওয়াত করলেনঃ

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (سورة التكوير-١٤)

অর্থঃ" তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে যে সে কি নিয়ে এসেছে"(সূরা তাকভীর - ১৪)

তখন এত ভীত সন্ত্রস্ত হলেন যে, তাঁর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল।

সাদ্দাদ বিন আওস যখন বিছানায় শুইতেন,তখন একাত ওকাত হতেন ঘুম আসত না,আর বলতেন "হে আল্লাহ্ জাহান্নামের ভয় আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে"এর পর উঠে গিয়ে সকাল পর্যন্ত নামাযে কান্নাকাটি করতেন।

আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ সূরা নজম নাযিল হওয়ার সময় সাহাবাগণ

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (سورة النجم ٥٩-٦٠)

অর্থঃ"তোমরা কি একথায় বিস্ময় বোধ করছ ? এবং হাসি ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না"? (৫৯,৬০)

এ আয়াত শুনে এত কাঁতেন যে,নয়নের অশ্রু গাল ভেসে পড়তে ছিল,রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কান্নার আওয়াজ শুনে সেখানে উপস্থিত হলেন,তাঁরও নয়ন ঝড়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল।

আবদুল্লাহ বিন ওমর(রাযিয়াল্লাহু আনহু)সূরা মোতাফ্ ফিফীন পাঠ করতে ছিলেন যখন

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة المطففين-٦)

অর্থঃ "যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতি পালকের সামনে দাঁড়াবে।"(সূরা মোতাফ্‌ফিফীন -৬)

এ আয়াতে পৌঁছল তখন এত কাঁদলেন যে নিজে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলেন না এবং তিনি পড়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সূরা ক্বাফ তেলওয়াত করতে করতে যখন এ আয়াতে পৌঁছল ঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (سورة ق-١٩)

অর্থঃ"মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে,এ থেকেই তোমরা অব্যহতি চেয়ে ছিলা।" (সূরা ক্বাফ -১৯)

তখন কাঁদতে কাঁদতে তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যু শয্যায় সায়িত অবস্থায় কাঁদতে লাগল,লোকেরা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে,তিনি বললেনঃআমি পৃথিবীর (টানে) কাঁদছিনা,বরং এ জন্য কাঁদছি যে,আমার দীর্ঘ সফরের পথে সম্বল খুবই কম। আমি এমন এক টিলার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি যে,যার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম,অথচ আমার জানা নেই যে, আমার ঠিকানা কোথায় ?

আবুদারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আখেরাতের ভয়ে বলছিল"হায় আমি যদি কোন বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হত,আর প্রাণীরা তাকে ভক্ষিত তৃণ সাদৃশ করে দিত।

ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন হায়!আমি যদি কোন টিলার বালি কনা হতাম যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত।

আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়া এবং হিসাব নিকাস, আমল নামা,অতপর জাহান্নামের আযাবের কারণে এ অবস্থা শুধু দু'একজন নয় বরং সমস্ত সাহাবাগণই এরূপই ছিল। বিস্তরিত ঘটনাবলী এ গ্রন্থের 'সাহাবা কেরাম এবং জাহান্নাম" নামক অধ্যায় দ্রঃ।

প্রশ্ন হল সাহাবাগণের কি এ কথা জানা ছিলনা যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু ?

তাদের কি জানা ছিল না যে আল্লাহ্ সমস্ত গোনা ক্ষমা করতে পারেন ?

তাদের কি একথা জানা ছিল না যে, আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর গজবের ওপর বিজয়ী। সবই তাদের জানা ছিল বরং আমাদের চেয়ে তারা এ বিষয়ে আরো অধিক জ্ঞান রাখতেন।কিন্তু আল্লাহ্‌র বড়ত্ব,গৌরব ও মর্যাদার ভয় সর্বদা অন্তরে রাখা একটি ইবাদত।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (سورة آل عمران-١٧٥)

অর্থঃ"অতএব যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে ওদেরকে ভয় কর না বরং আমাকেই ভয় কর।" (সূরা আল ইমরান- ১৭৫)

এ কারণে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তারাও তাঁর আযাব ও পাকড়াও কে ভয় করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও আল্লাহ্‌র আযাব ও গ্রেপ্তারের ভয়ে ভীত থাকত। তিনি বলেনঃ

(والله انی لاخشاكم الله)

অর্থঃ"আল্লাহ্‌র কসম ! আমি আল্লাহ্ কে তোমাদের সবার চেয়ে অধিক ভয় করি।" (বোখারী)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় দুয়া সমুহে স্বয়ং আল্লাহ্‌র ভয় কামনা করতেন। তাঁর দুয়া সমুহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুয়া এছিল যে,

(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك)

অর্থঃ"হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে তোমার এতটা ভয় দান কর যা,আমার ও তোমার নাফরমানির মাঝে বাধা হবে"। (তিরমিযী)

অন্য এক দুয়ায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র ভয় শুন্য অন্তর থেকে আশ্রয় কামনা করেছেন।

(اللهم انی اعوذبك من قلب لا يخشع)

অর্থঃ"হে আল্লাহ্ ! আমি এমন অন্তর থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই,যা তোমাকে ভয় করে না।

তাবেয়ী,তাবে তাবেয়ী অর্থাৎ ঃ সোনালী যুগের সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র আযাব ও গ্রেপ্তারকে অধিক পরিমাণে ভয় করত। আল্লাহ্‌র ভয় থেকে র্নিভয় হয়ে যাওয়া কবীরা গোনা। যার ফল হবে নিজে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (سورة الأعراف-٩٩)

অর্থঃ" সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্‌র গ্রেপ্তার থেকে নিঃশনক হতে পারে না"। (সূরা আ'রাফ- ৯৯)

অতএব আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়ার আকাঙ্খা ঐ ব্যক্তির রাখা দরকার যে,আল্লাহ্‌কে ভয় করে,জীবন যাপন করে,আর তার অজান্তে হয়ে যাওয়া গোনাসমুহের জন্য সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদা গোনা করে চলছে আর একথা মনে করতেছে যে,আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল তার দৃঢ় বিশ্বাস করা দরকার যে,সে সরাসরি শয়তানের চক্রান্তে লিপ্ত আছে। যার শেষ ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে অবস্থানকারীরা ঃ

উল্লেখিত নামে এ গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে, যেখানে ঐ মুসলমানদের-জাহান্নামে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে যে,যারা কিছু কিছু কবীরা গোনার কারণে প্রথমে জাহান্নামে যাবে এবং স্বীয় গোনার শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

উল্লেখিত অধ্যায়ে আমরা ঐ সমস্ত হাদীস বাছাই করেছি যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)স্পষ্ট করে বলেছেনঃ"ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে" এরকম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বা তার সাথে সম্পৃক্ত এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে করে কোন প্রকার ভুল না বুঝা হয়। কিন্তু এ থেকে এ কথা বুঝা ঠিক হবে না যে,এ কবীরা গোনা সমুহ ব্যতীত আর এমন কোন কবীরা গোনা নেই,যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। জাহান্নামের বর্ণনা নামক গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য শুধু এই যে,লোকের জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সর্তক হয়ে তা থেকে বাঁচার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করবে। এ জন্য জরুরী ছিল যে, লোকদেরকে এ সমস্ত কবীরা গোনা থেকে সতর্ক করা যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। এ জন্য আমরা কোন লম্বা আলোচনায় না গিয়ে ইমাম জাহাবীর'কিতাবুল কাবায়ের'থেকে কবীরা গোনাসমুহের সূচী পেশ করছি। এ আশায় যে আল্লাহ্‌র শাস্তি কে ভয় কারী,নেককার মুত্তাকী লোকরা এ থেকে অবশ্যই উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ্ ।

১ - শিরক করা

২ - অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

৩- যাদু করা বা করানো।

৪- নামায ত্যাগ করা।

৫ - যাকাত না দেয়া ।

৬ - বিনা ওজরে রমাযানের রোযা ত্যাগ করা ।

৭ - ক্ষমতা থাকা সত্বেও হজ্জ না করা ।

৮ - পিতা- মাতার অবাধ্য হওয়া ।

৯ - আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ।

১০ - ব্যভীচার করা ।

১১ - পু রুষে পুরুষে ব্যভীচার করা ।

১২ - সুদ আদান প্রদান করা, তা লিখা, এ বিষয়ে সাক্ষী থাকা, ইত্যাদী একই ধরণের কবীরা গোনা ।

১৩ - ইয়াতীমের সম্পদ খাওয়া ।

১৪- আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নামে মিথ্যা কথা চালিয়ে দেয়া।

১৫ - জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা ।

১৬ - শাসক তার অধিনস্তদের প্রতি যুলুম করা ।

১৭ - অহংকার করা ।

১৮ - মিথ্যা সাক্ষী দেয়া ।

১৯ - মিথ্যা কসম করা ।

২০- জুয়া খেলা ।

২১ - নির্দোষ মহিলাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

২২ - গনীমতের মাল আত্মসাত করা।

২৩ - চুরী করা ।

২৪ - ডাকাতী করা ।

২৫ - মদ পান করা ।

২৬ - যুলুম করা ।

২৭ - চাঁদাবাজী করা।

২৮ - হারাম খাওয়া।

২৯ - আত্ম হত্যা করা ।

৩০ - মিথ্যা বলা ।

৩১ - কিতাব ও সুন্নাত বিরুধী বিচার ফায়সালা করা ।

৩২- ঘুষ নেয়া ।

৩৩ - নারী পরুষ একে অপরের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা।

৩৪ - দাইউস হওয়া (নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সহবাসে দেয়া এবং তার উর্পাজন ভোগ করা)।

৩৫ - হিলা (তিন তালাক প্রাপ্ত মহিলার সাময়িক বিবাহ ,যা পূর্ব স্বামীর সাথে পুনঃ বিবাহে সহায়তা করে)। করা বা করানো।

৩৬ - পেসাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন না করা।

৩৭ - লোক দেখানো কাজ করা।

৩৮ - পার্থিব সুবিধা লাভের জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন করা এবং দ্বীনি ইলম গোপন করা।

৩৯ - খিয়ানত করা।

৪০ - উপকার করে তা বলে বেড়ানো।

৪১ - তাকদীর (ভাগ্যকে) অস্বীকার করা।

৪২- অপরের গোপনীয়তা প্রকাশ করা ।

৪৩- চোগলখোরী (একজায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগানো) ও গীবত (পরনিন্দা) করা।

৪৪- লা'নত(অভিসম্পাত)করা।

৪৫- ওয়াদা ভঙ্গ করা ।

৪৬ - গণকদের কথা বিশ্বাস করা ।

৪৭ - স্বামীর সাথে স্ত্রীর চরিত্রহীন আচরণ করা ।

৪৮ - ছবি তোলা ।

৪৯ - (আত্নীয়- স্বজনদের মৃত্যুতে) উচ্চ স্বরে কান্না-কাটি করা।

৫০ - আত্মহত্বা করা ।

৫১ - স্ত্রীর কাজের লোকদের সাথে খারাপ আচরণ করা ।

৫২ - প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।

৫৩ - মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া

৫৪ - কোন মুসলমানের ওপর হস্তক্ষেপ করা ।

৫৫ - টাখনার নীচে কাপর পরিধান করা।

৫৬ - পুরুষের রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা।

৫৭ - কাজের লোক ভেগে যাওয়া।

৫৮ - আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে প্রাণী যবাই করা ।

৫৯ - আপন পিতা ব্যতীত অপরের প্রতি নিজের সম্পর্ক স্থাপন করা ।

৬০ - অন্যায় ভাবে ঝগড়া করা।

৬১ - নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে না দেয়া ।

৬২ - ওজনে কম করা ।

৬৩ - আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নির্ভয় হওয়া ।

৬৪ - সগীরা (ছোট গোনার) ওপর অটল থাকা।

৬৫ - কোন ওজর ব্যতীত জামাত ছেড়ে একা নামায পড়া।

৬৬ - ইসলাম বিরুধী উপদেশ (ওসীয়ত) করা।

৬৭ - কাউকে ধোঁকা দেয়া।

৬৮ - ইসলামী রাষ্ট্রের গোপন তথ্য ফাঁস করা।

৬৯ - সাহাবাগণকে গালী দেয়া ।[৫]

---

[5] - উল্লেখিত সমস্ত গোনাসমূহ সম্পর্কে ইমাম জাহাবী কোরআ'ন ও হাদীসের আলোকে রেফারেন্স সহ একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এ সবগুলোই কবীরা গোনা । দলীল সম্পর্কে অবগত হতে আগ্রহী লোকেরা পূর্বে উল্লেখিত লেখকের "কিতাবুল কাবায়ের" নামক গ্রন্থটি দেখুন।

এ সমস্ত গোনা ঐ কবীরা গোনার অর্ন্তভুক্ত যার যে কোন একটিতে লিপ্ত হওয়াই মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট । অতএব জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য জরুরী হল এই যে,প্রথমত এ সমস্ত কবীরা গোনা থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয়ত ঃ আর কখনো যদি মানুষিক কোন কারণে কোন কবীরা গোনা হয়ে যায়,তা হলে সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করে ভবিষ্যতে কখনো ঐ গোনায় লিপ্ত না হওয়ার জন্য কঠোর মনভাব গ্রহণ করবে।

তৃতীয়ত ঃ ঐ গোনার মাধ্যমে যদি কোন মানুষের হক নষ্ট হয়,তাহলে তার ক্ষতি পূরণ দেয়া বা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আর কোন কারণে (যেমন ঐ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে) যদি তা সম্ভব না হয়,তাহলে তার জন্য বেশি বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

চর্তুথঃ সগীরা গোনা সমূহকে মাফকারী নেক আমল যেমন নফল নামায,নফল রোযা,নফল সাদকা,বেশি বেশি করে করবে। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে,ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন সগীরা গোনার ওপর অটল থাকা,সগীরা গোনাকে কবীরা গোনায় পরিণত করে। যার জন্য তাওবা করা জরুরী। নেক আমলের কারণে ঐ সমস্ত সগীরা গোনা মাফ হয় যা মানুষের অনিচ্ছা সত্বে হয়ে থাকে। উল্লেখিত বিষয় সমূহ পালন করার পর আল্লাহ্‌র নিকট দৃঢ় আশা রাখতে হবে,যেন তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর নে'মত ভরপূর জান্নাতে প্রবেশ করান। আর তা আল্লাহ্‌র জন্য মোটেও কষ্ট কর নয়।

আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতই যথেষ্ট ঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সর্বদিক থেকে দ্বীন ইসলামকে,পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا (سورة المائدة-٣)

অর্থঃ"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম"। (সূরা মায়েদা - ৩)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

(لقد جئتكم بها بيضاء نقية)

অর্থঃ"আমি তোমাদের নিকট একটি স্পষ্ট বিধান নিয়ে এসেছি। " (মোসনাদ আহমদ)

অন্য এক স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

(ليلها كنهارها)

অর্থঃ "(ইসলামের) রাত গুলো দিনের ন্যায় পরিষ্কার । (ইসলামের প্রতিটি নির্দেশই স্পষ্ট)" ।(ইবনে আবি আসেম)

অতএব এদ্বীনে আজ আর কোন সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন নেই। আর সেখানে কোন কিছু অস্পষ্টও নেই। আক্বীদার ব্যাপার হোক,বা ইবাদতের,বা জীবন যাপন,বা উৎসাহ উদ্দীপনা,বা ভয় ভীতির ব্যাপার হোক, সকল বিষয়ে যতটুকু বলা প্রয়োজন ছিল তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল বলে দিয়েছেন। জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত ও জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে,যা যা দরকার ছিল তার সব কিছু আল্লাহ্ কোরআ'ন মাজীদে স্পষ্ট করেছেন। কোরআ'ন মাজীদের কোন পৃষ্ঠা এমন নেই যেখানে কোন না কোন ভাবে জাহান্নাম বা জান্নাতের উল্লেখ নেই। কোরআ'ন মাজীদের ১১৪ টি সূরার মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ এমন আছে যা শুধু হাশর নাসর,হিসাব-কিতাব,জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত বিষয় সমূহ আলাচিত হয়েছে। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসের মধ্যে তা আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এতদসত্বেও আমাদের দেশে জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত পুস্তকসমূহে,এমন মন গড়া কিচ্ছা কাহিনী[6] বুর্যগদের স্বপ্ন,ওলীদের মোরাকাবা মোশাহাদা, এমনকি দুর্বল ও বানাওয়াট হাদীস যথেষ্ট গুরত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।আমাদের দৃষ্টিতে এসবই ইসলামের মধ্যে নুতন সংযোজন,যা পরিষ্কার বাতেল ও গোমরাহি। এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্পষ্ট নাফরমানী রয়েছে।

আল্লাহ্র বাণীঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ (سورة الحجرات-١)

---

6 - ১৪২০ হিঃ সফর মাসে মদীনার বাকীউলগারকাদ নামক কবরস্থানে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা সউদী আরবে বহু প্রচার লাভ করেছিল, যা পরবর্তীতে পাকিস্থানের সংবাদ পত্র সমূহেও প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনার সার সংক্ষেপ এই যে, নামায পরিত্যাগকারীর মৃতদেহ যখন দফনের জন্য আনা হল তখন এক বিরাট অজগর সাপ মৃত্যের পাশে এসে বসল। সেখানে নামাযের প্রতি উৎসাহ মূলক হাদীস সমূহও প্রকাশ করা হয়েছিল। কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি বর্গ যখন এ বিষয়টি অনুসন্ধান করল, তখন জানা গেল যে এধরণের কোন ঘটনা ঘটে নাই। শুধু বে - নামাযীদেরকে সর্তক কারার জন্য তা রটানো হয়েছিল। এ রটনার প্রতিবাদ জেদ্দা থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক "উর্দ্দু নিউজে" ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং (৩০ জুমাদাল উলা ১৪২০ হিঃ) প্রকাশিত হয়েছিল।

অর্থঃ"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর"। (সূরা হুজরাত -১)

দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি দুটি স্পষ্ট জিনিসের ওপর। আর তা হল আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত। আমাদের আক্বীদা ও ঈমান আমাদেরকে এতদউভয়কে অতিক্রম করার অনুমতি দেয়না। আর আমাদের এতটা হিম্মতও নেই যে আমারা বুযর্গদের স্বপ্ন,আকাবেরদের মোরাকাবা,ওলীদের মোকাশাফা বা পীর-ফকীরদের মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনী মানুষের সামনে আল্লাহ্র দ্বীন রূপে পেশ করব। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আদালতে মোজরেম হিসেবে দাড়াব।

(اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين)

অর্থঃ"আমি জাহেলদের অর্ন্তভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"

রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)স্বীয় উম্মতদেরকে এ বিষয়ে তাকিদ করেছেন যে, পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার একটিই মাত্র রাস্তা আর তা হল,আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে মজবুত ভাবে ধরে থাকা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

(انى قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنة نبيه)

অর্থ"আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি এমন জিনিস যা তোমরা মযবুত ভাবে ধরে থাকলে, কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত"। (মোস্ত াদরাক হাকেম)

আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম শুনে তার অনুসরণ করছি,হেদায়েত এবং মুক্তির জন্য আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট,এর বাহিরে তৃতীয় কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতই যথেষ্ট।

প্রিয় পাঠক ! জাহান্নামের বর্ণনা মূলত জান্নাতের বর্ণনারই দ্বিতীয় খন্ড,যা আলাদা পুস্তক হিসেবে পেশ করা হল। আশা করছি ফায়দার দিক থেকে উভয় গ্রন্থে কোন কম বেশি হবে না ইনশাআল্লাহ্ । আল্লাহ্র নিকট বিনয়ের সাথে এ কামনা করছি যে তিনি যেন জান্নাতের বর্ণনা ও জাহান্নামের বর্ণনাকে উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের উত্তম,মাধ্যম করে সর্ব সাধারণের উপকারের উপকরণ করে। এ গ্রন্থের ভাল দিক গুলো তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে কবুল করেন। আর তার ভুল ভ্রান্তি অসাবধানতা সমূহ ক্ষমা করেন। আমীন!

পূর্বের ন্যায় হাদীস সমূহের বিশুদ্ধতা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লার)তাহকীক থেকে ফায়দা গ্রহণ করে,রেফারেন্স হিসেবে তাঁর গ্রন্থসমূহের নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে।

সব শেষে শ্রদ্ধাভাজন আলেম গণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী মনে করছি। " তাফহিমুস্‌সুন্না" লিখার ক্ষেত্রে আমাকে দিক নির্দেশনা ও মূল্যবান পরার্মশ দিয়ে যাচ্ছে এবং ঐ সমস্ত সাথীদের জন্যও দূয়া করছি,যারা হাদীস প্রচারণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে,বিগত ১৫ বছর যাবত হাটি হাটি পা পা করে সাথে চলছেন,আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

প্রিয় পাঠক! এবার আসুন,আমরা সবাই মিলে আমাদের পাক পবিত্র রব এর নিকট,জাহান্নাম থেকে মুক্তির দূয়া করি। নিশ্চয়ই তিনি দূয়া শ্রবণকারী এবং তা কবুল কারী।

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء (سورة إبراهيم-٣٩)

অর্থ ঃ" নিশ্চয়ই আমার রব দূয়া শ্রবণকারী"। (সূরা ইবরাহিম - ৩৯)

হে আমাদের সৃষ্টি কর্তা! পাক পবিত্র অনুগ্রহ পরায়ণ প্রভূ! তুমি আমাদের মালিক,আমরা তোমার গোলাম ,তুমি আমাদেরকে নির্দেশ দাতা,আমারা তোমার নির্দেশ পালন কারী,তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আমরা অধিনস্থ,তুমি অমুখাপেক্ষী আর আমরা তোমার মুখাপেক্ষী,তুমি ধনী আমরা ফকীর, আমাদের জীবন তোমার হাতে,আমাদের ফায়সালা তোমার ইচ্ছাদিন ।

হে আমাদের ইজ্জতময় ও বড়ত্বের অধিকারী পবিত্র প্রভূ! তোমার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের কোন আশ্রয় নেই,তোমার সাহায্য ব্যতীত আমাদের আর কোন সাহায্য কারী নেই। তোমার দরজা ব্যতীত আমাদের আর কোন দরজা নেই। তোমার দরবার ব্যতীত আমাদের আর কোন দরবার নেই। তোমার রহমত আমাদের পাথেয়,আর তোমার ক্ষমা আমাদের পূঁজী,হে আমাদের কুদরত ময়,বরকত ময়,গুণময়,মর্যাদাবান,ওপরে অবস্থানকারী,বড়ত্বের অধিকারী পবিত্র রব,তুমি স্বয়ং বলেছ যে, জাহান্নাম খারপ ঠিকানা,তার আযাব মর্মন্তুদ,তাতে প্রবেশকারী না জীবিত থাকবে না মৃত্যুবরণ করবে,অতএব যাকে তুমি জাহান্নামে দিলা সে তো লাঞ্ছিত হয়েই গেল।

হে আমাদের ক্ষমা পরায়ন,দোষ গোপনকারী, অত্যন্ত দয়াময় রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি,আমরা আমাদের সমস্ত কবীরা সগীরা,প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য,বুঝা না বুঝা,জানা অজানা,গোনাসমূহের কথা স্বীকার করছি,তোমার আযাবের ভয় করছি,তোমার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি,আর প্রত্যেক ঐ কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে।

হে শান্তি দাতা,নিরাপত্বা দাতা,গোনা ক্ষমাকারী, দোষত্রুটি গোপন কারী পবিত্র প্রভূ! যেভাবে এ দুনিয়াতে তোমার দয়ায় আমাদের গোনাসমূহকে গোপন করে রেখেছ এভাবে কিয়ামতের দিনও স্বীয় রহমতদ্বারা আমাদের গোনা সমূহকে ঢেকে রাখিও, আর স্বীয় রহমত দ্বারা ঐ দিনের অপমান ও লঞ্ছনা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করিও।

হে আরশে আযীমের মালিক,আকাশ ও যমিনের মালিক,প্রতিদান দিবশের মালিক,সমস্ত বাদশাদের বাদশা,বিচারকদের বিচারক পবিত্র রব! যদি তুমি আমাদের প্রতি দয়া না কর,তাহলে তুমিই বল যে আমাদের প্রতি কে দয়া করবে? যদি তুমি আমাদেরকে আশ্রয় না দাও তা হলে কে আমাদেরকে আশ্রয় দিবে ? যদি তুমি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে না বাঁচাও তাহলে আমাদেরকে কে বাচাঁবে,তুমি যদি আমাদেরকে দূরে ঠেলে দাও তাহলে কে আমাদের প্রতি দয়া করবে।

হে জিবরীল,মীকাঈল,ইসরাফীল ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র রব! আমরা জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, তোমার রহমতের আশা রাখি যে,কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে নিরাশ করবে না। "আর আল্লাহ্‌র নিকট আশা রাখি যে,প্রতিদান দিবশে তিনি আমাদরকে ক্ষমা করে দিবেন। (সূরা শুআ'রা - ৮২)

(وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا)

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী (আফাল্লাহু আনহু)
৯ - রমযানুল মোবারক ১৪২০ হিঃ
১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং
শুক্রবার
রিয়াদ, সউদী আরব।

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ (٦٥ – ٦٦ سورة الفرقان)

অর্থঃ “হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাবকে আমাদের থেকে হটিয়ে দাও, নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ, বসবাস ও অবস্থান স্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট । (সূরা ফুরকান - ৬৫-৬৬)

اثبات وجود النار

জাহান্নামের অস্তিত্বের প্রমাণ

মাসআলা -১ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু সামামা আমর বিন মালেক কে জাহান্নামে তার নাড়ী ভূঁড়ি হেচঁড়িয়ে নিয়ে চলতে দেখেছিঃ

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ابا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار (رواه مسلم)

অর্থঃ"জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, আমি আবু সামামা আমর বিন মালেককে জাহান্নামে তার নাড়ী ভূঁড়ি হেচঁড়িয়ে নিয়ে চলতে দেখেছি" । (মুসলিম)[৭]

মাসআলা - ২ ঃ কবরে জাহান্নামীকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হয় ঃ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا مات احدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار (رواه البخاري)

অর্থঃ "ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে,তখন সকাল সন্ধ্যায় তাকে তার ঠিকানা দেখানো হয়। যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়, আর যদি জাহান্নামী হয়, তাহলে জাহান্নামে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়"। (বোখারী)[৮]

---

7 - কিতাবুল কুসুফ ।

8 - কিতাবু বাদয়িল খালক , বাব মাযায়া ফি সিফাতিলজান্না।

ابواب النار

জাহান্নামের দরজাসমূহ ঃ

মাসআলা - ৩ ঃ জাহান্নামের সাতটি দরজা ঃ

মাসআলা - ৪ ঃ প্রত্যেক জাহান্নামী নিজ নিজ গোনা অনুযায়ী নিদৃষ্ট দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে ঃ

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ سورة الحجر لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (سورة الحجر٤٣-٤٤)

অর্থঃ"তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, এর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল আছে "।(সূরা হিজর - ৪৩-৪৪)

মাসআলা-৫ঃ কিয়ামতের দিন ফেরেশ্তারা জাহান্নামের বন্ধ দরজা সমূহ খুলে দিবে যাতে করে জাহান্নামীরা পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারে ঃ

নোট ঃ এ সংক্রান্ত আয়াতটি ১৯২ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা -৬ ঃ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর জাহান্নামের দরজাসমূহ মজবুত করে বন্ধ করে দেয়া হবে ঃ

নোট ঃ এ সংক্রান্ত আয়াতটি ১৩৩ নং মাসআলায় দ্রঃ।

دركات النار

জাহান্নামের স্তরসমূহ

(আমরা আল্লাহ্র নিকট জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই,কেননা তিনি ব্যতীত আর কোন উপাশ্য নেই,তিনি এক অমুখাপেক্ষী যিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নাই,আর তিনি কাওকে জন্মও দেন নাই, আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।)

মাসআলা - ৭ ঃ জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে সর্ব নিম্ন স্তরে সর্বাধিক কঠিন আযাব হবে,আর ওপরের স্তর সমূহে হালকা আযাব হবে ঃ

(عن عباس بن عبد المطالب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار (رواه مسلم)

অর্থ ঃ"আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত,তিনি জিজ্ঞিস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবুতালেব আপনাকে রক্ষণাবেক্ষণ করত,অপনার জন্য অন্যদের ওপর অসন্তুষ্ট হত,তা কি তার কোন উপকারে আসবে?তিনি বললেনঃ হাঁ। সে জাহান্নামের ওপরের স্তরে আছে,যদি আমি তার জন্য সুপারিশ না করতাম,তাহলে সে জাহান্নামের সর্বনিন্মস্তরে থাকত"। (মুসলিম)[9]

মাসআলা-৮ঃমোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিন্মস্তরে থাকবে ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (سورة النساء: ١٤٥)

অর্থঃ"নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিন্ম স্তরে,আর তোমরা তাদের জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না"। (সূরা নিসা - ১৪৫)

মাসআলা-৯ ঃ জাহান্নামের স্তরসমূহ বিভিন্ন গোনার জন্য পৃথক পৃথক শাস্তির জন্য নিদৃষ্ট থাকবে ঃ

عن سمرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان منهم من تاخذه النار الى كعبيه ومنهم من تاخذه الى حجزته ومنهم من تاخذه الى عنقه (رواه مسلم)

---

[9] -কিতাবুল ঈমান বাব সাফায়াতুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) লি আবি তালেব ।

অর্থঃ"সমুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,তিনি বলেছেনঃ কোন কোন জাহান্নামীকে আগুন তার টাখনা পর্যন্ত জ্বালাবে,কোন কোন লোককে কোমর পর্যন্ত,আর কোন কোন লোককে গর্দান পর্যন্ত"। (মুসলিম)[১০]

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تاكل النار ابن ادم الا اثار السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ,তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুন আদম সন্তানের সিজদার স্থান ব্যতীত সমস্ত শরীর জ্বালিয়ে দিবে,সিজদার স্থানটুকু জ্বালানো আল্লাহ্ জাহান্নামের জন্য হারাম করেছেন"।(ইবনে মাজা)[১১]

মাসআলা-১০ঃজাহান্নামের একটি স্তরের নাম জাহীম ঃ

فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (سورة النازعات ٣٧-٣٩)

অর্থঃ"তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে,পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে,তার ঠিকানা হবে জাহিম (জাহান্নাম)"। (সূরা নাযিয়াত - ৩৭-৩৯)

মাসআলা-১১ ঃ জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম হোতামা ঃ

كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (سورة الهمزة٤-٩)

অর্থঃ"কখনোনা সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে (হোতামা)পিষ্টকারীর মধ্যে,আপনি কি জানেন পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জলিত অগ্নি,যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাবে, এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে,লম্বা লম্বা খুঁটিতে"। (সূরা হুমাযাহ - ৪-৯)

মাসআলা-১২ঃজাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম হাবিয়া ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ (سورة القارعة٨-١١)

অর্থঃ"অতএব যার পাল্লা হালকা হবে,তার ঠিকানা হবে হাবিয়া,আপনিকি জানেন তা কি? (তা হল) প্রজ্জলিত অগ্নি"। (সূরা কারেয়া ৮ -১১)

মাসআলা-১৩ ঃ জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম সাকার ঃ

---

10 - কিতাবুল জান্না, বাব জাহান্নাম।

11 - কিতাবুয্যুহদ ,বাব সিফাতিন্নার , (২/৩৪৯২)

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ (سورة المدثر٢٦-٢٩)

অর্থঃ"আমি তাকে দাখিল করব সাকার (অগ্নিতে),আপনি কি জানেন অগ্নি কি?এটা অক্ষত রাখবেনা এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে" ।(সূরা মুদ্দাস্ সির ২৬-২৯)

মাসআলা-১৪ ঃ জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম লাযা ঃ

كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى (سورة المعارج١٥-١٨)

অর্থঃ"কখনই নয় এটা (লাযা)লেলিহান অগ্নি,যা চামড়া তুলে দিবে,সে ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে যে, সত্যের প্রতি পৃষ্ট প্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল,সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল,অতপর তা আগলিয়ে রেখে ছিল । (সূরা মাআরিজ ১৫-১৮)

মাসআলা-১৫ ঃ জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম সাঈর ঃ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِفَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ (سورة الملك١٠-١١)

অর্থঃ"আর তারা আরও বলবেঃযদি আমরা শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম,তবে আমরা (সাঈর)জাহান্নামীদের অর্ন্তভুক্ত হতাম না।অতপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে,জাহান্নামীরা দূর হোক" । (সূরা মুলক ১০-১১)

মাসআলা-১৬ ঃ জাহান্নামের আরেকটি স্তরের নাম হবে যামহারীর ঃ

নোট ঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১২৫ নং মাসআলা দ্রঃ ।

মাসআলা-১৭ ঃ জাহান্নামের একটি নালার নাম ওয়াইল ঃ

انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (سورة المرسلات ٣٠-٣٤)

অর্থঃ"চল তোমরা তিন কুন্ডলী বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায় সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে,যেন তা পীতবর্ণ উষট্রশ্রেণী, সে দিন মিথ্যারোপ কারীদের দুর্ভোগ (ওয়াইল) হবে"। (সূরা মুরসালাত ৩০-৩৪)

سعة النار

জাহান্নামের গভীরতা

মাসআলা-১৮ ঃ জাহান্নামে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে তা তার তলদেশে গিয়ে পৌছতে ৭০ বছর সময় লাগেঃ

عن ابی هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا ؟ قال قلنا الله و رسوله اعلم قال هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى في النار الان حتى انتهى الى قعرها (رواه مسلم)

অর্থঃ“আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃআমরা একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম,এমন সময় একটি বিকট শব্দ শোনাগেল,রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেনঃ তোমরা কি জান এটা কিসের শব্দ?(বর্ণনা কারী বলেনঃ)আমরা বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এব্যাপারে ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃএটি একটি পাথর,যা আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল,আর তা তার তলদেশে যেতে ছিল এবং এত দিনে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে”। (মুসলিম)[১২]

মাসআলা-১৯ ঃ জাহান্নামের প্রশস্ততা আকাশ ও যমিনের দূরত্বের চেয়ে অধিক ঃ

عن ابی هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق وبين المغرب (رواه مسلم)

অর্থঃ“আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন,তিনি বলেন ঃ বান্দা মুখ দিয়ে এমন কথা বলে ফেলে,যার ফলে সে জাহান্নামে আকাশ ও যমিনের দূরত্বের চেয়েও গভীরে চলে যায়”। (মুসলিম)[১৩]

মাসআলা-২০ ঃ জাহান্নামের বাউন্ডারির দু'টি দেয়ালের মাঝে ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব ঃ

عن ابی سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لسرادق النار اربعة جدر بين كل جدار مثل اربعين سنة (رواه ابو يعلى)

---

12 - কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন ,বাব জাহান্নাম।

13 - কিতাবুয্যুহদ,বাব হিফযুল লিসান।

অর্থঃ"আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃজাহান্নামের বাউন্ডারীর দুই দেয়ালের মাঝে ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব"। (আবু ইয়ালা)[১৪]

মাসআলা-২১ ঃ জাহান্নামে এক এক কাফেরের কান ও কাঁধের মাঝে ৭০ বছরের রাস্তার দূরত্ব ঃ

عن مجاهد رضي الله عنه قال لى ابن عباس رضي الله عنهما اتدري ما سعة جهنم ؟ قلت لا قال اجل والله ما تدري ان بين شحمة اذن احدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا يجري فيها اودية القيح والدم قلت انهار؟ قال لا بل اودية (رواه ابو نعيم في الحلية)

অর্থঃ"মুজাহিদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃআমাকে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)বলেছেনঃতুমি কি জান যে জাহান্নামের গভীরতা কতটুকু? আমি বললামঃ না।

তিনি বললেনঃ তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! তুমি জান না যে জাহান্নামীর কানের লতি থেকে তার কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের রাস্তার দূরত্ব, যার মাঝে থাকবে রক্ত ও পুঁজের ঝর্ণাসমূহ।আমি জিজ্ঞেস করলামঃনদীও কি প্রবাহিত হবে ? তিনি বললেন ঃ না বরং ঝর্ণা সমূহ প্রবাহিত হবে"। (আবু নুয়াইম ফিল হুলিয়া)[১৫]

মাসআলা-২২ ঃ আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টি জীবের মধ্যে হাজারে ৯৯৯ জন লোক জাহান্নামে যাবে ঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ২৪২ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৩ ঃ হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাওয়া সত্বেও জাহান্নামে খালি থেকে যাবে এবং জাহান্নাম আরো লোক পেতে চাইবে ঃ

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (سورة ق-٣٠)

অর্থঃ"যে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব যে, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে আরো আছে কি"? (সূরা ক্বাফ - ৩০)।

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক(রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেনঃসর্বদাই জাহান্নাম বলতে থাকবে যে আরো কি আছে? আরো কি আছে?

---

14 - আবু ইয়ালা লিল আসারী , ২য় খন্ড হাদীস নং - ১৩৫৮।

15 - শরহুস্‌সুন্না , খঃ ১৫ পৃঃ ২৫১ ।

এমন কি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কদম জাহান্নামে রাখবেন, তখন সে বলবেঃ তোমার ইজ্জতের কসম!যথেষ্ট যতেষ্ট। আর তখন জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে মিলিত হয়ে যাবে" ।(মুসলিম) [১৬]

মাসআলা-২৪ ঃ জাহান্নামকে হাশরের মাঠে নিয়ে আসতে চারশ নব্বই কোটি ফেরেশ্তা নিয়োগ করা হবে ঃ

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃকিয়ামতের দিন জাহান্নামকে হাশরের মাঠে আনা হবে,তখন তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে,আর প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশ্তা ধরে টেনে টেনে তা নিয়ে আসবে" । (মুসলিম)[১৭]

هول عذاب النار

জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা

(আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তা থেকে বাঁচান,আর তিনিই একমাত্র এর ক্ষমতাবান)

মাসআলা-২৫ ঃ কাফেরকে দূর থেকে আসতে দেখে জাহান্নাম রাগে ও ক্রোধে এমন আওয়াজ করবে যে তা শুনে কাফের অজ্ঞান হয়ে যাবে ঃ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (سورة الفرقان-١٢)

অর্থঃ"জাহান্নাম যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে ,তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুন্কার । (সূরা ফুরকান - ১২)

নোটঃআবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,যখন জাহান্নামীকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,তখন জাহান্নাম আওয়াজ করতে থাকবে,আর এমন এক কম্পনের সৃষ্টি করবে যে, এর ফলে সমস্ত হাশরবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।

---

16 - কিতাবুল জান্না ওয়ান্নার,বাব জাহান্নাম।

17 - প্রাগুক্ত ।

ওবাইদ বিন ওমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃযে যখন জাহান্নাম রাগে কম্পন করতে থাকবে হট্টগোল ও চিল্লা চিল্লি শুরু করবে,তখন সমস্ত নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশ্তা এবং উঁচু পর্যায়ের নবীগণও কেঁপে উঠবে। এমন কি খালীলুল্লাহ্ ইবরাহিম (আঃ) ও নতজানু হয়ে পড়ে যাবে,আর বলতে থাকবে যে, হে আল্লাহ্ আজ আমি তোমার নিকট শুধু আমার নিরাপত্তা চাই,আর কিছু চাই না।

একদা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, (চলতে চলতে) রাস্তায় একটি চুলা দেখতে পেল, যেখনে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছিল,তা দেখে আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনিচ্ছা সত্বেই সূরা ফোরকানের ওপরে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করল,আর তা শুনা মাত্রই রাবি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বেহুশ হয়ে পড়ে গেল,খাটে উঠিয়ে তাকে ঘরে আনা হল,সকাল থেকে দুপর পর্যন্ত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু)তার পাশে বসে থাকলেন,কিন্তু তার হুশ ফিরাতে পারলেন না" (ইবনে কাসীর)

মাসআলা-২৬ঃযখন কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে,তখন জাহান্নাম কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য ভয়ানক আওয়াজ করতে থাকবে ঃ

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ (سورة الملك ٧-٨)

অর্থঃ"যখন তারা (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবে,তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে,ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে" (সূরা মুলক -৭ , ৮)

মাসআলা-২৭ ঃ জাহান্নাম কাফেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে থাকবে ঃ

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (سورة النبأ ٢١-٢٣)

অর্থঃ"নিশ্চয়ই জাহান্নাম প্রতিক্ষায় থাকবে, সীমালংঘন কারীদের আশ্রয়স্থল রূপে,তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে"। (সূরা নাবা - ২১,২৩)

মাসআলা-২৮ঃ জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্জলিত করার জন্য আল্লাহ্ এমন ফেরেশ্তা নির্ধারণ করে রেখেছেন যারা অত্যন্ত রূক্ষ, নির্দয় ও কঠোর স্বভাব সম্পন্ন যাদের সংখ্যা হবে ৯৯ জন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم-٦)

অর্থঃ"হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর,যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়,কঠোর

স্বভাব ফেরশ্‌তাগণ,তারা আল্লাহ্‌ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না,আর যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে"। (সূরা তাহরীম - ৬)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (سورة المدثر-٣٠)

অর্থঃ"এর ওপর(জাহান্নামে)নিয়োজিত আছে ১৯ জন ফেরেশ্‌তা"। (সূরা মুদ্দাস্‌ সির - ৩০)

মাসআলা-২৯ ঃ জাহান্নামের আযাব দেখা মাত্রই কাফেরের চেহারা কাল হয়ে যাবে ঃ

وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة يونس-٢٧)

অর্থঃ"আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ-অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবরিত করে ফেলবে,কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহ্‌র হাত থেকে ,তাদের মুখ মন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আধার রাতের টুকরো দিয়ে,এরা হল জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে থাকবে অনন্ত কাল"। (সূরা ইউনুস -২৭)

মাসআলা-৩০ ঃ জাহান্নামীদের চামড়া যখন জ্বলে যাবে,তখন সাথে সাথে অন্য চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে,যেন আযাবের ধারাবাহিকতায় কোন বিরতি না ঘটে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (سورة النساء-٥٦)

অর্থঃ"নিশ্চয়ই যারা আমার নিদের্শনাসমূহকে অস্বীকার করবে,আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দিব অন্য চামড়া দিয়ে। যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী হেকমতের অধিকারী"। (সূরা নিসা - ৫৬)

মাসআলা-৩১ ঃ জাহান্নামের আযাবে অসহ্য হয়ে জাহান্নামী মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তার মৃত্যু হবে না ঃ

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (سورة الفرقان١٣-١٤)

অর্থঃ" যখন এক শিকলে কয়েক জন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে,তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে,বলা হবে তখন সেখানে তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক"। (সূরা ফুরকান - ১৩,১৪)

মাসআলা-৩২ ঃ জাহান্নামের আগুন যখনই হালকা হতে শুরু করবে তখনই ফেরেশ্‌তাগণ তাকে প্রজ্জলিত করবে ঃ

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاء مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (سورة الإسراء-٩٧)

অর্থঃ"আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন সেই হেদায়েত প্রাপ্ত হয়,আর যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব,তাদের মুখে ভর করে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়,মুক ও বধির অবস্থায়,তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম।(তার আগুন)যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তাদের জন্য অগ্নি আরো প্রজ্জলিত করে দিব"। (সূরা বানী ইসরাঈল - ৯৭)

মাসআলা-৩৩ ঃ জাহান্নামীদের ওপর তাদের আযাব এক পলকের জন্যও হালকা হবে না ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (سورة فاطر-٣٦)

অর্থঃ"আর যারা কাফের,তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন,তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে,তারা মরে যাবে,আর তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি"। (সূরা ফাতির - ৩৬)

মাসআলা-৩৪ ঃ জাহান্নামের আযাব দেখে সমস্ত নবীগণ আল্লাহ্‌র নিকট শুধু আত্মরক্ষার জন্য আবেদন করবে ঃ

নোট ঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৩১৩ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা-৩৫ঃজাহান্নামের আযাব জীবনকে সংকীর্ণময় করে দিবে ঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (سورة الفرقان٦٥-٦٦)

অর্থঃ"আর যারা বলে হে আমার পালন কর্তা, আমাদের নিকট থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও,নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। বসবাস ও অবস্থান স্থল হিসেবে তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান"। (সূরা ফুরকান - ৬৫,৬৬)

মাসআলা-৩৬ ঃ জীবন ভর পৃথিবীর বড় বড় নে'মত সমূহ ভোগকারী ব্যক্তি,যখন জাহান্নামের আযাবসমূহ কে এক পলক দেখবে তখন সে পৃথিবীর সমস্ত নে'মতের কথা ভুলে যাবে ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن ادم هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول لا والله يا رب و يؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة فيضع صبغة في الجنة فيقال له يا ابن ادم هل رايت بوسا قط ؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بى من بوس قط ولا رايت شدة قط ، (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃকিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে,যার জাহান্নামী হওয়ার ফায়সালা হয়ে গেছে,যে পৃথিবীতে অত্যাধিক আরাম আয়েসে জীবন যাপন করেছে, তাকে এক পলকের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হবে,হে ইবনে আদম!পৃথিবীতে কি তুমি কোন নে'মত ভোগ করেছিলা?পৃথিবীতে কি কখনো তুমি নে'মত ভরপুর পরিবেশে ছিলা? সে বলবেঃ হে আমার প্রভূ! তোমার কসম! কখনো নয়। এর পর এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে যে জান্নাতী হবে,কিন্তু পৃথিবীতে খুব কষ্ট করে জীবন যাপন করেছিল,তাকে জান্নাতে এক পলকের জন্য পাঠানো হবে,এর পর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে হে ইবনে আদম! কখনো কি তুমি দুনিয়াতে কোন কষ্ট ভোগ করেছ? বা চিন্তিত ছিলা? সে বলবে হে আমার প্রভূ! তোমার কসম! কখনো নয়। আমি কখনো চিন্তা যুক্ত ছিলাম আর না কখনো কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি।"(মুসলিম)[১৮]

মাসআলা-৩৭ঃ জাহান্নামে কখনো মৃত্যু হবে না যদি মৃত্যু হত তাহলে জাহান্নামী জাহান্নামের আযাবের চিন্তায় মরে যেত ঃ

عن ابى سعيد رضي الله عنه يرفعه قال اذا كان يوم القيامة اتى بالموت كالكبش الاملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو ان احدا مات فرحا لمات اهل الجنة ولو ان احدا مات حزنا لمات اهل النار ، (رواه الترمذي)

অর্থঃ"আবুসাঈদ খুদরী(রাযিয়াল্লাহু আনহু)রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃকিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি কালোর মাঝে সাদা লোম বিশিষ্ট ভেড়ার আকৃতিতে এনে,জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রেখে যবাই করা হবে। জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য দেখতে থাকবে। যদি খুশিতে মরা সম্ভব হত, তাহলে জান্নাতীরা খুশিতে মরে যেত,আর যদি চিন্তায় মরা সম্ভব হত,তাহলে জাহান্নামীরা চিন্তায় মরে যেত"। (তিরমিযী)[১৯]

---

18 - কিতাবুল মুনা ফেকীন , বাব ফিল কুফ্ফার।

19 - আবওয়াব সিফাতিল জান্না, বাব মাযায়া ফি খুলুদি আহলিল জান্না। (২/ ২০৭৩)

شدة حر النار

জাহান্নামের আগুনের গরমের প্রচন্ডতা

(হে আল্লাহ্ আমরা তোমার দয়া ও অনুগ্রহে জাহান্নামের কঠিন গরম থেকে আশ্রয় চাই তুমি অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা)

মাসআলা-৩৮ঃজাহান্নামের আগুনের প্রথম স্ফুলিংগই জাহান্নামীদের শরীর মাংশকে হাড্ডি থেকে আলাদা করে দিবে ঃ

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (سورة المؤمنون-١٠٤)

অর্থঃ "আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে,আর তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে" (সূরা মুমিনূন - ১০৪)

كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (سورة المعارج-١٦)

অর্থঃ"কখনো নয় নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি যা চামড়া তুলে দিবে।" (সূরা মায়ারিজ - ১৫,১৬)

মাসআলা-৩৯ঃজাহান্নামের আগুন মানুষকে না জীবিত থাকতে দিবে আর না মরতে দিবে ঃ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ (سورة المدثر ٢٧-٢٩)

অর্থঃ"আপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষত ও রাখবে না এবং ছাড়বেও না,মানুষকে দগ্ধ করবে" । (সূরা মুদ্দাসসির- ২৭,২৯)

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (سورة الأعلى ١١-١٣)

অর্থঃ"আর যে হতভাগা সে তা উপেক্ষা করবে,সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে,অতপর সেখানে সে মরবেও না আর জীবন্তও থাকবে না"। (সূরা আ'লা- ১১,১৩)

মাসআলা-৪০ঃজাহান্নামের আগুনের একটি সাধারণ স্ফুলিংগ অট্টালিকা সম হবে ঃ

انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ المرسلات لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ

অর্থঃ"চল তোমরা তিন কুন্ডলী বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। এটা অট্টালিকা সদৃস বৃহৎ স্ফলিংগ নিক্ষেপ করবে যেন সে পীত বর্ণ উষট্র শ্রেণী।" (সূরা মুরসালাত ৩০ - ৩৩)

মাসআলা-৪১ঃজাহান্নামের আগুন ধারাবাহিক ভাবে উত্তপ্ত হবে যা কখনো ঠান্ডা হবে না ঃ

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (سورة الليل-١٤)

অর্থঃ"অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি" । (সূরা লাইল – ১৪)

نَارٌ حَامِيَةٌ (سورة القارعة-١١)

অর্থঃ"তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে" । (সূরা গাশিয়া - ৪)

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ (سورة القارعة٨- ١١)

অর্থঃ"আর যার পাল্লা হালকা হবে,তার ঠিকানা হবে হাবিয়া,আপনিকি জানেন তা কি? তা প্রজ্জলিত অগ্নি" । (সূরা কারেয়া - ৮,১১)

মাসআলা-৪২ ঃজাহান্নামের আগুন যখনই ঠান্ডা হতে যাবে,তখনই তার পাহারাদার তা উত্তপ্ত করে দিবেঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (سورة الإسراء-٩٧)

অর্থঃ"যখনই তা নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব" । (সূরা বানী ইসরাঈল – ৯৭)

মাসআলা-৪৩ঃজাহান্নামের আগুন তাতে প্রবেশকারী সমস্ত মানুষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবে ঃ

كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (سورة الهمزة ٤-٩)

অর্থঃ"কখনো না সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্ট কারীর মধ্যে,আপনি কি জানেন পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জলিত অগ্নি,যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে,এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে। লম্বা লম্বা খুঁটিতে" । (সূরা হুমাযা ৪-৯)

মাসআলা-৪৪ ঃ জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী হবে পাথর ও মানুষ ঃ

فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورة البقرة-٢٤)

অর্থঃ"সে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর,যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাক্বারা - ২৪)

মাসআলা-৪৫ঃ জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ বেশি গরম আর তার প্রতি অংশে গরমের এত প্রচন্ডতা রয়েছে যেমন দুনিয়ার আগুনে রয়েছে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن ادم جزء من سبعين جزء من حر جهنم قالوا والله ان كانت لكافية يا رسول الله قال فانها فضلت عليها بتسعة و ستين جزء كلها مثل حرها) رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেনঃতোমাদের এ আগুন যা ইবনে আদম জ্বালায়,তা জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ। তারা (সাহাবাগণ) বললঃআল্লাহ্‌র কসম! যদি (দুনিয়ার আগুনের মত হত)তাহলেই তো যথেষ্ট ছিল,হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেনঃ কিন্তু তা হবে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৬৯ গুণ বেশি গরম। আর তার প্রত্যেকটি অংশ দুনিয়ার আগুনের ন্যায় গরম হবে"। (মুসলিম)[২০]

মাসআলা-৪৬ ঃ জাহান্নামের পাহারাদার একাধারে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জলিত করে চলছে ঃ

عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليلة رجلين اتياني قالا الذي يوقد النار مالك خازن النار وانا جبريل وهذا ميكائيل (رواه البخاري)

অর্থঃ"সামুরা বিন জুন্দাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনে বলেনঃনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃআজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমার নিকট দু'জন লোক এসেছে এবং তারা বললঃযে ব্যক্তি আগুন প্রজ্জলিত করছে সে জাহান্নামের পাহারাদার'মালেক'আর আমি জিবরীল, আর সে হল মীকাঈল"। (বোখারী)[২১]

মাসআলা-৪৭ ঃ যদি লোকেরা জাহান্নামের আগুন দেখত তাহলে হাসা ভুলে যেত,স্ত্রী সহবাসের চাহিদা থাকত না। শহরের আরাম দায়ক জীবন পরিত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গিয়ে সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকত ঃ

عن ابى ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى ارى مالا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اطت وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو

20 - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা। বাবুঁ জাহান্নাম।

21 - কিতাব বাদউল খালক, বাব যিকরিল মালাইকা।

تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনে বলেনঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃআমি ঐ সমস্ত বিষয় সমূহ দেখছি যা তোমরা দেখতেছ না। আর ঐ সমস্ত বিষয় শুনছি যা তোমরা শুনতেছ না। নিশ্চয় আকাশ আবোল তাবল বকছে,আর তার উচিতও তা করা,কেননা তার মাঝে কোথাও এক বিঘা পরিমাণ স্থান নেই যেখানে কোননা কোন ফেরেশ্তা আল্লাহ্র জন্য সিজদা করে নাই। আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা তা জানতে যা আমরা জানি,তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি করে কাঁদতে। বিছানায় স্ত্রীর সাথে আরামদায়ক রাত্রিযাপন ত্যাগ করতে,আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জঙ্গল ও মরুভূমিতে চলে যেতে"। (ইবনে মাজাহ)[২২]

নোটঃ মোসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম)আপনি কি দেখেছেন? তিনি বললেনঃ আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি"। (এ বিষয়ে আল্লাহ্ ই ভাল জানেন)

মাসআলা-৪৮ ঃ জাহান্নামের আগুনের হাওয়া সহ্য করাও মানুষের সাধ্যাতীতঃ

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جيء بالنار وذالكم حين رايتموني تاخرت مخافة ان يصيبني من لفحها (رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (সূর্য গ্রহণের নামাযের সময়) আমার সামনে জাহান্নাম নিয়ে আসা হল,আর তা ঐ সময় আনা হয়েছিল, যখন তোমরা নামাযের সময় আমাকে স্বীয় স্থান পরিবর্তন করে পিছনে আসতে দেখে ছিলা। আর তখন আমি এ ভয়ে পিছনে এসে ছিলাম যেন আমার শরীরে জাহান্নামের আগুনের হাওয়া না লাগে"। (মুসলিম)[২৩]

মাসআলা-৪৯ঃগরমের সময় প্রচন্ড গরম জাহান্নামের আগুনের বাষ্পের কারণেই হয়ে থাকেঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان الشدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار الى ربها فقالت يا رب ! اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء و نفس فى الصيف لشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير (رواه البخاري)

---

22 - কিতাবুযুযহদ,বাবুল হযন ওয়াল বুকা।

23 - কিতাবুল কুসুফ।

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করছেন,তিনি বলেনঃযখন কঠিন গরম হয়,তখন নামাযের মাধ্যমে তা ঠান্ডা কর। কেননা গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের গরম বাষ্প থেকে হয়। জাহান্নাম আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করল যে,হে আমার রব!গরমের প্রচন্ডতায় আমার এক অংশ অপর অংশকে খাচ্ছে। এর পর আল্লাহ্ তাকে বছরে দুই বার শ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিলেন। একটি ঠান্ডার সময়,আর অপরটি গরমের সময়। তোমরা গরমের সময় যে কঠিন গরম অনুভব কর,তা এ শ্বাস ত্যাগের কারণে,আর শীতের সময় যে কঠিন শীত অনুভব কর তাও ঐ শ্বাস ত্যাগেরই কারণে"। (বোখারী)[২৪]

মাসআলা-৫০ ঃ জাহান্নামের বাষ্পের কারণে জ্বর হয়ে থাকে ঃ

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردواها بالماء (رواه البخاري)

অর্থঃ"আয়শা(রাযিয়াল্লাহু আনহা)নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করছেন,তিনি বলেনঃজ্বর জাহান্নামের বাষ্পের কারণে হয়ে থাকে,অতএব তাকে পানি দিয়ে ঠান্ডা কর"। (বোখারী)[২৫]

মাসআলা-৫১ঃজাহান্নামের আগুনের কল্পনা,যে ব্যক্তি মাথায় রাখে এমন ব্যক্তি আরামের ঘুম ঘুমাতে পারে না ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها (رواه الترمذي)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী কোন ব্যক্তিকে আমি আরামে ঘুমাতে দেখি নাই। আর জান্নাত লাভে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকেও আমি আরামে ঘুমাতে দেখি নাই"। (তিরমিযী)[২৬]

মাসআলা-৫২ঃ জাহান্নামের আগুন ধারাবাহিক ভাবে প্রজ্জলিত করার কারণে লাল না হয়ে তা অত্যন্ত কাল হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه انه قال اترونها حمراء كناركم هذا ؟ اسود من القار (رواه مالك)

---

24 - কিতাব মাওয়াকিতিস্‌সালা,বাব ইবরাদ বিজ্জহর ফি সিদ্দাতিল হার।

25 - কিতাব বাদউল খালক বাব পি সিফাতিন্নার ।

26 - আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম। বাবা ইন্না লিন্নারি নাফাসাইন। (২/২০৯৭)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের ন্যায় লাল হবে বলে মনে কর? তা হবে আলকাতরার চেয়েও কাল"। (মালেক)[২৭]

اهون عذاب النار

জাহান্নামের হালকা শাস্তি

(আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। তার হতেই সর্বময় কল্যাণ।)

মাসআলা-৫৩ ঃ জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব হবে এই যে,জাহান্নামীর পায়ে আগুনের জুতা পারানো হবে,যার ফলে তার মস্তিষ্ক বিগলিত হতে থাকবে ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه (رواه مسلم)

অর্থঃ"ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব দেয়া হবে আবুতালেব কে,সে এক জোড়া জুতা পরে থাকবে,আর এর ফলে তার মস্তিষ্ক বিগলিত হয়ে পড়তে থাকবে"। (মুসলিম)[২৮]

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ادنى اهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه (مسلم)

অর্থঃ "আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামে সবচেয়ে হালকা আযাব ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে,যাকে এক জোড়া জুতা পরিয়ে দেয়া হবে,আর এর ফলে তার মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাকবে"। (মুসলিম)[২৯]

মাসআলা-৫৪ ঃ হালকা আযাব দেয়ার জন্য কোন কোন মোজরেমদের পায়ের নিচে আগুনের আঙ্গরা রাখা হবে ঃ

---

27 - শরহুস্সুন্না ,কিতাবুল জামে, বাব মাযায়া ফি সিফাতি জাহান্নাম। ৯৫/ ২৪০)

28 - কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) লি আবি তালেব।

29 - কিতাবুল ঈমান বাব শাফায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) লি'আবি তালেব।

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه (رواه مسلم)

অর্থঃ"নো'মান বিন বাশির(রাযিয়াল্লাহু আনহু) খোতবা রত অবস্থায় বললেনঃআমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে,ঐ ব্যক্তির যার পায়ের নিচে দুটি আগুনের আঙ্গরা রাখা হবে,যার ফলে তার মস্তিষ্ক গলে গলে পড়তে থাকবে"। (মুসলিম)[৩০]

حال اهل النار

জাহান্নামীদের অবস্থা

মাসআলা-৫৫ঃজাহান্নামের আযাবের কারণে জাহান্নামী চীৎকার করে ভয়ানক আওয়াজ করতে থাকবে আর সেখানে এত হট্টগোল হবে যে এর ফলে কোন আওয়াজই স্পষ্ট করে কানে শোনা যাবে না ঃ

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (سورة الأنبياء-١٠٠)

অর্থঃ"তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শোনতে পাবে না"। (সূরা আম্বীয়া - ১০০)

মাসআলা-৫৬ ঃ জাহান্নামে জাহান্নামীদের না মৃত্যু হবে আর না তাদের আযাব হালকা হবে ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (سورة فاطر٣٦)

অর্থঃ"আর যারা কাফের তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন,তাদেরকে মৃত্যুর আদেশ ও দেয়া হবে না যে,তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি ।" (সূরা ফাতির - ৩৬)

মাসআলা-৫৭ ঃ জাহান্নামীদের শরীরের চামড়া যখনই জ্বলে যাবে,তখনই তার স্থলে আবার নুতন চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে,যাতে তারা একাধারে আযাবে লিপ্ত থাকে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (سورة النساء-٥٦)

[30] - কিতাবুল ঈমান বাবা শাফায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম) লি আবি তালেব।

অর্থঃ "নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে,তখন আবার আমি তা পালটে দিব। যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রম শালী, হেকমতের অধিকারী।"(সূরা নিসা - ৫৬)

মাসআলা-৫৮ঃ জাহান্নামীদের চেহারা কাল কুৎসিত হবেঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত আয়াতটি ২৯ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা-৫৯ ঃ জাহান্নামীদের চেহারার চামড়া দগ্ধ হয়ে থাকবে আর তাদের দাঁতসমূহ বাহিরে বের হয়ে থাকবেঃ

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (سورة المؤمنون-١٠٤)

অর্থঃ"আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে,আর তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে"। (সূরা মুমিনুন- ১০৪)

মাসআলা-৬০ঃজাহান্নামে কাফেরের একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবেঃ

মাসআলা-৬১ঃজাহান্নামে কাফেরের চামড়া তিন দিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر او ناب الكافر مثل احد و غلظ جلده مسيرة ثلاث (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামে কাফেরের দাঁত বা বিষাক্ত দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। আর তার চামড়া তিন দিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবে"। (মুসলিম)[৩১]

মাসআলা-৬২ঃ কোন কোন কাফেরের চোয়ালের দাঁত উহুদ পাহাড় সম হবে এবং তার শরীরের অন্যান্য অংশও ঐ আকারেই হবেঃ

নোটঃ ১৬৫ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-৬৩ঃ জাহান্নামে কাফেরের উভয় কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহির তিন দিনের চলার পথ সম ঃ

নোটঃ ১৫৭ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

---

31 - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা । বাব জাহান্নাম।

মাসআলা-৬৪ঃ কোন কোন কাফেরের কান ও কাঁধের মাঝে ৭০ বছরের রাস্তার দূরত্ব হবে আর তাদের শরীরে রক্ত ও কফের ঝর্ণা প্রবাহিত হবেঃ

নোটঃ ২১ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-৬৫ ঃ জাহান্নামে কাফেরের চামড়া ৪২ হাত (৬৩ফিট) মোটা হবে। আর দাঁত হবে উহুদ পাহাড় সম,তার বসার জন্য মক্কা ও মদীনার মাঝের দূরত্বের সমান স্থান লাগবে (৪১০ কিঃ মিঃ)

নোটঃ ১৫৯ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-৬৬ ঃ জাহান্নামীর একটি বাহু 'বাইজা' পাহাড় সম হবে আর রান হবে ওরকান পাহাড়ের সমানঃ

নোটঃ ১৬০ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-৬৭ ঃ কোন কোন কাফেরের শরীরকে এত বড় করে দেয়া হবে যে,বিশাল প্রশস্ত জাহান্নামের এক কোণ সে দখল করে থাকবেঃ

নোটঃ ১৬১ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-৬৮ ঃ অহংকারী ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামে পিপিলিকার শরীরের ন্যায় তুচ্ছ শরীর দেয়া হবেঃ

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم يسمى بولس تعلو هم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال (رواه الترمذي)

অর্থঃ"আমর বিন শুআইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে,তিনি তার দাদা থেকে,তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃকিয়ামতের দিন অহংকার কারীদেরকে পিপিলিকার ন্যায় মানব আকৃতি দিয়ে উঠানো হবে। সর্ব দিক দিয়ে তার ওপর লাঞ্ছনার ছাপ থাকবে, জাহান্নামে এক বন্দীখানার দিকে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,যার নাম হবে 'বুলিস' উত্তপ্ত আগুন তাকে ঘিরে থাকবে,আর তাকে জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত কাশি ও রক্ত পান করতে দেয়া হবে। যাকে 'তিনাতুল খাবাল' বলা হবে"। (তিরমিযী)[৩২]

মাসআলা-৬৯ ঃ জাহান্নামের আগুনে জাহান্নামী জ্বলে জ্বলে কয়লার ন্যায় হয়ে যাবে ঃ

---

[32] - আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা (২/২০২৫)

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قدامتحشوا و عادوا جمما فيلقون في نهر الحيا او الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ، الم ترا انها تخرج صفرأ ملتوية؟ (رواه البخارى)

অর্থঃ“আবুসাঈদ খুদরী(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃজান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর,আল্লাহ্ বলবেনঃযার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন জাহান্নাম থেকে তাদেরকে বের করা হবে,আর তারা জ্বলে জ্বলে কয়লার মত হয়ে যাবে,তখন তাদেরকে আবার হায়া বা হায়াত(বর্ণনা কারী মালেক এ দুটি শব্দের কোন একটির ব্যাপারে সন্দেহ করেছে) নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে,এর ফলে তারা যেন নুতন ভাবে জন্ম নিল,যেমন কোন নদীর তীরে নুতন চারা জন্মায়। এর পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃতোমরা কি দেখ নাই যে,নদীর তীরে চারা গাছ কিভাবে হলুদ বর্ণের পেচানো অবস্থায় জন্ম নেয়”। (বোখারী)[৩৩]

মাসআলা-৭০ ঃ জাহান্নামী জাহান্নামে এত অশ্রু ঝড়াবে যে,তাতে নৌকা চালানো যাবে ঃ

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان اهل النار ليبكون حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرت وانهم ليبكون الدم يعنى مكان الدمع (رواه الحاكم)

অর্থঃ“আবদুল্লাহ্ বিন কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামী এত কান্না কাটি করবে যে,যদি তাদের চোখের পানিতে নৌকা চালানো হয়,তা হলে সেখানে তা চলবে। (যখন চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে) তখন তাদের চোখ দিয়ে রক্ত আসতে থাকবে,অর্থাৎ ঃ পানির পরিবর্তে রক্ত আসতে থাকবে”। (হাকেম) [৩৪]

---

33 - কিতাবুর রিকাক , বাব সিফাতুল জান্না ওয়ান নার। হাদীস নং – ২৮৪।

34 -সিল সিলা আহাদিস সহীহা ,৪র্থ খঃ হাদীস নং- ১৬৭৯।

طعام اهل النار و شرابهم

জাহান্নামীদের খানা-পিনা

মাসআলা-৭১ঃ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিম্নোক্ত চার প্রকার খাবার পরিবেশন করা হবে ঃ

১- যাক্কুম ২- জারি'

৩- গিসলিন ৪- জা গুস্‌সা।

১ - যাক্কুমঃ

মাসআলা-৭২ঃদুর্গন্ধময় তিক্ত,কাটা যুক্ত এক ধরণের খাবার,তা জাহান্নামীদের খাবার হবে।যাঁ জাহান্নামের তলদেশ থেকে উৎপন্নহয়,যার মুকুল সমূহ বিষাক্ত সাপের মাথার ন্যায় হবেঃ

মাসআলা-৭৩ঃযাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামী দেরকে উত্তপ্ত পানি পান করতে দেয়া হবে ঃ

মাসআলা-৭৩ঃজাহান্নামের মেহমান খানায় জাহান্নামীদের মেহমানদারীর পর তাদেরকে তাদের স্ব স্ব স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হবেঃ

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (سورة الصافات ٦٢-٦٩)

অর্থঃআপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ট? না যাক্কুম বৃক্ষ?যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ,এ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তল দেশ থেকে। তার মোচা যেন শয়তানের মাথা,এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।অতপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জলিত অগ্নির দিকে। তারা তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী"। (সূরা সাফ্‌ফাত - ৬২-৬৯)

মাসআলা-৭৫ ঃ যাক্কুমের বিষাক্ততা পেটে এমন ভাবে ব্যাথা দিবে যেন গরম পানি পেটে ফুটেঃ

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (سورة الدخان٤٣-٤٦)

অর্থঃ"নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে,পাপীদের খাদ্য,গলিত তাম্রের মত,ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে,ফুটন্ত পানির মত" । (সূরা দুখান - ৪৩-৪৬)

মাসআলা-৭৬ ঃ জাহান্নামীদের খাবার এত বিষাক্ত হবে যে,যদি তার এক ফোটা পৃথিবীতে ছড়ানো হয় তা হলে এ কারণে সমগ্রপৃথিবী বসবাস অনুপযোগী হয়ে যাবেঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه (رواه احمد والترمذي زالنسائى وابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি যাক্কুমের এক ফোটা দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয়,তাহলে সমগ্র দুনিয়ার প্রাণীদের জীবন-যাপনের মাধ্যম বিনষ্ট হয়ে যাবে,তাহলে ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যার প্রধান খাবার হবে যাক্কুম? (আহমদ,তিরমিযী,নাসায়ী, ইবনে মাযা)।

২ - জারি' ঃ

মাসআলা-৭৭ ঃ যাক্কুম ব্যতীত কাটা বিশিষ্ট বৃক্ষ ও জাহান্নামীদের খাবার হবে,যা বর্ণনাতীত বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় হবে ঃ

মাসআলা-৭৮ ঃ জারি' জাহান্নামীদের ক্ষুধাকে বিন্দু পরিমাণেও কমাবে না বরং তাদের ক্ষুধা আরো বৃদ্ধি করবে।

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ (سورة الغاشية ٥-٧)

অর্থঃ"তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ থেকে (পানি) পান করানো হবে,তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই।যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না"। (সূরা গাসিয়া-৫-৭)

৩- গিসলিন ঃ

মাসআলা-৭৯ঃযাক্কুম ও জারি' ব্যতীত জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় পদার্থও জাহান্নামীদেরকে খাবার হিসেবে দেয়া হবেঃ

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ (سورة الحاقة ٣٥-٣٧)

অর্থঃ "অতএব এদিন সেখানে তাদের কোন সুহৃদ থাকবে না এবং কোন খাদ্য থাকবে না, ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত,যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ খাবে না"। (সূরা হাক্কা - ৩৫, ৩৭)

৪- জা গুস্সা ঃ

মাসআলা-৮০ ঃ যাক্কুম,জারি' ও গিসলিন ব্যতীত জাহান্নামীদেরকে এমন বিষাক্ত কাটা বিশিষ্ট ও দুর্গন্ধময় খাবার দেয়া হবে যা তাদের কণ্ঠনালীতে আটকাতে আটকাতে নিচে পড়বেঃ

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (سورة المزمل ١٢،١٣)

অর্থঃ"আমার নিকট আছে শৃংখল প্রজ্জলিত অগ্নি, আর আছে এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি" ।(সুরা মুয্যাম্মিল- ১২,১৩)

شراب اهل النار

জাহান্নামীদের পানীয়

মাসআলা-৮১ঃ জাহান্নামীদেরকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার পানীয় দান করা হবে ঃ

১ - গরম পানি।	١- ماء حميم
২ - ক্ষত স্থান থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।	٢- ماء صديد
৩-তৈলাক্ত গরম পানীয়।	٣- ماء كالمهل
৪-কাল দুর্গন্ধময় পানীয়।	٤ - غساق
৫ - জাহান্নামীদের ঘাম।	٥ - طينة الخبال

ماء حميم

১ - গরম পানিঃ

মাসআলা-৮২ঃ যাক্কুম খাওয়ার পর জাহান্নামীদেরকে উত্তপ্ত পানি পান করার জন্য দেয়া হবে ঃ

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (سورة الصافات-٦٦،٦٧)

অর্থঃ "এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা, তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ"। (সূরা সাফ্ফাত - ৬৬,৬৭)

নোটঃ মনে হচ্ছে যাক্কুম বৃক্ষ এবং উত্তপ্ত পানির ঝর্ণা জাহান্নামের কোন বিশেষ এলাকায় থাকবে,যখন জাহান্নামীদের ক্ষুধা ও পিপাসা লাগবে তখন তাদেরকে ঐ স্থানে নিয়ে যাওয়া

হবে। এর পর আবার জাহান্নামে তাদের অবস্থান স্থলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। (আশরাফুল হাওয়াসী)

মাসআলা - ৮৩ ঃ যাক্কুম খাওয়ার পর জাহান্নামীরা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় উত্তপ্ত পানি পান করতে থাকবেঃ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (سورة الواقعة ٥١-٥٦)

অর্থঃ"অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা, তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে,এর পর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি। পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন" । (সূরা ওয়াকিয় ৫১-৫৬)

মাসআলা- ৮৪ঃ ফুটন্ত পানি পান করা মাত্রই জাহান্নামীদের নাড়ী-ভূঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে ঃ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ (سورة محمد -١٥)

অর্থঃ"মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে,তার দৃষ্টান্ত হল তাতে আছে নির্মল পানির নহর সমূহ,আছে দুধের নহর সমূহ,যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়,আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর সমূহ,আছে পরিশোধিত মধুর নহর সমুহ,আর সেখানে থাকবে তাদের জন্য বিবিধ ফলমূল,ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা,মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি,যা তাদের নাড়ী ভূঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে"? (সূরা মুহাম্মদ - ১৫)

ماء صديد

ক্ষত স্থান থেকে নির্গত পূজঁ ও রক্তঃ

মাসআলা - ৮৫ঃ জাহান্নামীদের ক্ষত স্থান থেকে নির্গত রক্ত ও পুজঁ বা ফুটন্ত পানি ও জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে যা তারা অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবেঃ

مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (سورة إبراهيم-١٦،١٧)

অর্থঃ"তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পূজঁ। যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে,আর তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে,সর্ব দিক থেকে। তার নিকট আসবে মৃত্য যন্ত্রণা,কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে"। (সূরা ইবরাহীম - ১৬,১৭)

٣- ماء كالمهل

মাসআলা-৮৬ঃ তৈলাক্ত ফুটন্ত গাঢ় দুর্গন্ধময় পানীয়ও জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবেঃ

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا (سورة الكهف- ٢٩)

অর্থঃ"তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়,যা তাদের মুখ মন্ডল বিদগ্ধ করবে,এটা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়"। (সূরা কাহ্ফ – ২৯)

নোটঃ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে একদা স্বর্ণ দেখানো হল,যা গলে পানির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল এবং ফুটতে ছিল তখন তিনি বললেন এটা গলিত ধাতুর ন্যায়"। (ইবনে কাসীর)

মাসআলা - ৮৭ঃ গরম তৈলাক্ত পানীয় জাহান্নামীর মুখে দেয়া মাত্রই তাদের চেহারা বিদগ্ধ হয়ে যাবেঃ

عن ابى سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء كالمهل كعكر الزيت فاذا اقرب الى فيه سقطت فروة وجهه (رواه الحاكم)

অর্থঃ "আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামীদের 'পানীয় বিগলিত উত্তপ্ত পানী ফুটন্ত তৈলের ন্যায় হবে।

জাহান্নামী তা পান করার জন্য স্বীয় মুখের নিকট নেয়া মাত্রই তা তার চেহারাকে বিদগ্ধ করে দিবে"। (হাকেম)[৩৫]

٤- غساق

কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধময় পানীয়ঃ

মাসআলা-৮৮ঃউল্লেখিত ৩টি পানীয় ব্যতীত অত্যাধিক কাল বিষাক্ত দুর্গন্ধ ময় পদার্থও জাহান্নামীদেরকে পানীয় হিসেবে দেয়া হবেঃ

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ

(سورة ص ٥٦-٥٨)

অর্থঃ"এটাই(মোত্তাকীদের পরিণাম)আর সীমালংঘন কারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম। জাহান্নাম সেথায় তারা প্রবেশ করবে,কত নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল। এটা(সীমালংঘন কারীদের জন্য)সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পূজঁ। আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি"। (সূরা সোয়াদ- ৫৬-৫৮)

মাসআলা - ৮৯ ঃ গাস্‌সাক পানীয় এত বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় যে এর এক বালতি সমগ্র পৃথিবীকে দুর্গন্ধময় করার জন্য যথেষ্ট হবেঃ

عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان دلوا من غساق يهراق في الدنيا لانتن اهل الدنيا (رواه ابو يعلى)

অর্থঃ"আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃগাস্‌সাক(জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পদার্থের)এক বালতি যদি পৃথিবীতে প্রবাহিত করা হয় তাহলে তা,সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টি জীবকে দুর্গন্ধ ময় করে দিবে"। (আবু ইয়ালা)[৩৬]

---

[35] - 1-4/ 646-647|

[36] - মোসনাদ আবু ইয়ালা লিল আসারী ,খঃ ২ হাদীস নং - ১৩৭৬।

٥- طينة الخبال

জাহান্নামীদের ঘাম

মাসআলা-৯০ঃ পৃথিবীতে নেশা ও মদপান কারীদের কে আল্লাহ্ জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত গাঢ় দুর্গন্ধময় বিষাক্ত ঘাম পান করাবেঃ

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال،قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال عرق اهل النار (رواه مسلم)

অর্থঃ"জাবের(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃপ্রত্যেক নেশাযুক্ত জিনিস হারাম,আর আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন যে ব্যক্তি,নেশা যুক্ত পানীয় পান করবে,তাকে জাহান্নামে তিনাতুল খাবাল পান করানো হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্!তিনাতুল খাবাল কি?তিনি বললেনঃ জাহান্নামীদের ঘাম"। (মুসলিম)[৩৭]

মাসআলা - ৯১ঃ জাহান্নামীদেরকে আরামদায়ক ও পান উপযোগী কোন পানীয় দেয়া হবে নাঃ

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاء وِفَاقًا (سورة النبأ ٢٤-٢٦)

অর্থঃ"সেখানে তারা কোন স্নিগ্ধ(বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। আর কোন পানীয়ও পাবে না। ফুটন্ত পানি ও প্রবাহিত পূজঁ ব্যতীত,এটাই (তাদের) সমুচিত প্রতিফল"। (সূরা নাবা ২৪,২৬)

মাসআলা -৯২ঃজাহান্নামে জাহান্নামীদের জন্য মিঠা পানির এক ফোটা এবং সু স্বাদু খাবারের এক লোকমা ও জাহান্নামীদের জন্য হারাম হবে ঃ

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (سورة الأعراف-٥٠)

অর্থঃ "জাহান্নামীরা জান্নাত বাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবেঃআমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও,অথবা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা থেকে কিছু প্রদান কর। তারা বলবেঃআল্লাহ্ এসব জিনিস কাফেরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন"। (সূরা আ'রাফ- ৫০)

---

[37] - কিতাবুল আশরিবা বাব বায়ান ইন্না কুল্লা মুসকিরিন খামর ওয়া ইন্না কুল্লা খামরিন হারাম।

عذاب العطش

পিপাসার মাধ্যমে শাস্তি

মাসআলা-৯৩ঃপাপিষ্ঠদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার পূর্বেই কঠিন পিপাসায় পিপাসার্ত করা হবেঃ

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (سورة مريم- ٨٦)

অর্থঃ"এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব"

(সূরা মারইয়াম- ৮৬)

মাসআলা - ৯৪ ঃ কঠিন পিপাসার কারণে জাহান্নামী জাহান্নাম ও উত্তপ্ত পানির ঝর্ণার মাঝে চক্কর লাগাতে থাকবেঃ

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (سورة الرحمن ٤٣-٤٥)

অর্থঃ"এটাই সে জাহান্নাম যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত,তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটা ছুটি করবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে"? (সূরা রহমান ৪৩-৪৫)

মাসআলা - ৯৫ ঃ যাক্কুম খাওয়ার পর জাহান্নামীরা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় তীব্র পিপাসা অনুভব করবে ঃ

নোটঃ ৮৩ নং আয়াতের মাসআলা দ্রঃ।

عذاب اسكاب الماء الحميم

উত্তপ্ত পানি মাথায় ঢালার মাধ্যমে শাস্তি ঃ

(আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিন,তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সম্মানিত আরশের মালিক।)

মাসআলা - ৯৬ঃ জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে কাফেরের মাথায় গরম পানি ঢালা হবেঃ

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (سورة الدخان ٤٧-٥٠)

অর্থঃ"(বলা হবে)তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,অতপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও (এবং বলা হবে) আস্বাদ গ্রহণ কর তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত।এটাতো ওটাই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ্ করতে"। (সূরা দুখান ৪৭-৫০)

মাসআলা - ৯৭ ঃ কাফের মোশরেকদের মাথায় এত গরম পানি ঢালা হবে যে এর ফলে তাদের চামড়া,চর্বি,পেটের ভিতরের নাড়ী ভূঁড়ি, কলিজা,গুর্দা সব কিছু জ্বলে যাবেঃ

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (سورة الحج ١٩-٢٠)

অর্থঃ"এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ,তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে,যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,আগুনের পোশাক,তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে, ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে"। (সূরা হজ্জ১৯-২০)

মাসআলা - ৯৮ ঃ উত্তপ্ত পানি কাফেরের মাথায় ঢালা হবে যার ফলে তাদের পেটের সব কিছু বের হয়ে পায়ে গিয়ে পড়বে,আল্লাহ্র নির্দেশে কাফের আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে,এভাবে বার বার তাকে এ আজাব দেয়া হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص الى جوفه فيسلت ما فى جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان (رواه احمد)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃউত্তপ্ত পানি কাফেরের মাথায় ঢালা হবে,যা তাদের মাথা ছিদ্র করে পেটে

গিয়ে পৌঁছবে এবং পেটে যা কিছু আছে তা বের করে ফেলবে, (আর এ সব কিছু) তার পেট থেকে বের হয়ে পায়ে গিয়ে পড়বে, আর এটিই "الصهر" শব্দের ব্যাখ্যা। এ শাস্তির পর কাফের আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে"। (আহমদ)[৩৮]

নোটঃ الصهر শব্দটি সূরা হজ্জের ২০ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। ৯৭ নং মাসআলা দ্রঃ।

لباس اهل النار

জাহান্নামীদের পোশাক

(আল্লাহ্ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তা থেকে আমদেরকে রক্ষা করুন, তিনি যা করেন তা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করার মত কেউ নেই।)

মাসআলা-৯৯ ঃ জাহান্নামীদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবেঃ

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (سورة الحج١٩-٢٠)

অর্থঃ"এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ,তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে,যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,আগুনের পোশাক,তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা তাদের উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে"। (সূরা হজ্জ১৯-২০)

মাসআলা -১০০ঃ কোন কোন অপরাধীদেরকে শৃংখলিত করে আলকাতরার পোশাক পরানো হবেঃ

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ (سورة إبراهيم٤٩-٥٠)

অর্থঃ "সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়,তাদের জামা হবে আলকাতরার,আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখ মন্ডলকে"। (সূরা ইবরাহিম- ৪৯-৫০)

মাসআলা - ১০১ ঃ কোন কোন অপরাধীদেরকে আলকাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়া সৃষ্টিকারী জামা পরানো হবেঃ

---

38 - শরহু সসুন্না, কিতাবুল ফিতান,বাব সিফাতুন্নার ওয়া আহলিহা।

নোটঃ ১৭৫ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা - ১০২ ঃ কোরআ'ন ও হাদীসের ইলম গোপনকারীকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবেঃ

নোটঃ ১৭০ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-১০৩ঃকোন কোন অপরাধীদেরকে আগুনের জুতা পরানো হবেঃ

নোটঃ ৫৩ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

فراش اهل النار

জাহান্নামীদের বিছানা

(আমরা আল্লাহ্‌র উত্তম নাম ও উঁচ্চ গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, দয়ালু ও ক্ষমাশীল)

মাসআলা - ১০৪ ঃ জাহান্নামীদের ঘুমানোর জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবেঃ

لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (سورة الأعراف ٤١)

অর্থঃ"জাহান্নামে তাদের জন্য থাকবে আগুনের শয্যা,আর তাদের ওপরের আচ্ছাদন ও হবে আগুনের,এমনি ভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি"। (সূরা আ'রাফ- ৪১)

মাসআলা-১০৫ঃজাহান্নামীদের গালিচাও হবে আগুনের ঃ

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (سورة الزمر-١٦)

অর্থঃ"তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্ব দিকে আগুনের আচ্ছাদন,আর তাদের নিম্ন দিকের আচ্ছাদন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা তোমরা আমাকে ভয় কর"। (সূরা যুমার- ১৬)

মাসআলা - ১০৬ ঃ জাহান্নামীদের চাদর ও বিছানা সবই আগুনের হবেঃ

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة العنكبوت-٥٥)

অর্থঃ"সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে,উর্ধ ও অধঃদেশ থেকে এবং তিনি বলবেনঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা আনকাবুত- ৫৫)

وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (سورة الكهف-٢٩)

অর্থঃ"তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়,যা তাদেরকে মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে,এটা নিকৃষ্ট পানীয়,আর অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়"। (সূরা কাহাফ– ২৯)

مظلات اهل النار و سرادقهم

জাহান্নামীদের ছাতি ও বেষ্টনী

(আল্লাহ্ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন,নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।)

মাসআলা -১০৭ঃ জাহান্নামীদের উপর আগুনের ছাতি থাকবেঃ

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (سورة الزمر–١٦)

অর্থঃ "তাদের জন্য থাকবে তাদের উর্ধ্ব দিকে আগুনের আচ্ছাদন, আর তাদের নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা তোমরা আমাকে ভয় কর"। (সূরা যুমার- ১৬)

মাসআলা-১০৮ঃ আগুনের তাবু সমূহে জাহান্নামীদের বাসস্থান হবে ঃ

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ (سورة الكهف–٢٩)

অর্থঃ"আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি অগ্নি,যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে"। (সূরা কাহ্ফ – ২৯)

মাসআলা - ১০৯ ঃ জাহান্নামের বেষ্টনী সমূহের দু' দেয়ালের মাঝে চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব হবেঃ

নোটঃ ২০ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

عذاب الاغلال والسلاسل

বেড়ি ও শৃঙ্খলের মাধ্যমে আযাবঃ

মাসআলা - ১১০ঃ জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাহান্নামীদের গলায় ভারী বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে ঃ

মাসআলা - ১১১ ঃ জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার পর জাহান্নামীদেরকে ৭০ হাত প্রায় ১০৫ ফিট লম্বা শিকল দিয়ে তাদেরকে শৃঙ্খলিত করা হবেঃ

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (سورة الحاقة ٣٠-٣٤)

অর্থঃ"(ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে)তাকে ধর অতপর তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে,পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিলনা এবং অভাব গ্রস্তকে অন্য দানে উৎসাহিত করত না"। (সূরা হাক্কাহ৩৩-৩৪)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (سورة دهر-٤)

অর্থঃ"আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শৃঙ্খল,বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি"। (সূরা দাহার -৪)

মাসআলা - ১১২ ঃ কোন কোন অপরাধীদের পায়ে আগুনের বেড়ি পরানো হবেঃ

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا (سورة المزمل١٢)

অর্থঃ"আমার নিকট আছে শৃঙ্খল প্রজ্জলিত অগ্নি ".(সূরা মুয্‌যাম্মিল- ১২)

মাসআলা - ১১৩ ঃ ফেরেশ্‌তাগণ কাফেরদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে ঃ

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (سورة مومن٧١-٧٢)

অর্থঃ"যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে,তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে,অতপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে"। (সূরা মুমিন- ৭১-৭২)

মাসআলা-১১৪ঃকোন কোন অপরাধীদেরকে হাতে ও পায়ে বেড়ি লাগিয়ে আলকাতরার পোশাক পরিয়ে দেয়া হবেঃ

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (سورة إبراهيم٤٩-٥٠)

অর্থঃ"সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃখলিত অবস্থায়,তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখ মন্ডল"। (সূরা ইবরাহিম ৪৯-৫০)

মাসআলা-১১৫ঃ কোন কোন লোকদের গলায় বিষাক্ত সাপ বেড়ি করে দেয়া হবে ঃ

নোটঃ ১৬৬ মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

অন্ধকার ও সংকীর্ণময় স্থানে নিক্ষেপের মাধ্যমে আযাব

মাসআলা-১১৬ঃ ভীষণ অন্ধকার ও সংর্কীণ স্থানে এক সাথে কয়েকজনকে বেঁধে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে,তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে ঃ

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (سورة الفرقان ١٣-١٤)

অর্থঃ"যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যু কামনা করবে,বলা হবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকোনা,অনেক মৃত্যুকে ডাক" ।(ফুরকান ১৩-১৪)

নোটঃ এ আয়াত সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হলে,তিনি বললেনঃ যেভাবে তারকাটাকে কঠিনভাবে দেয়ালে গাড়া হয়,এভাবে জাহান্নামীদেরকে জোর করে সংর্কীণময় স্থানে নিক্ষেপ করা হবে।

মাসআলা-১১৭ঃ জাহান্নামীকে জাহান্নামে এমনভাবে ঠেসে দেয়া হবে যেমন বর্শার নিম্নভাগে তার ফলা মজবুত করে ঠেসে দেয়া হয়ঃ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ان جهنم لتضيق على الكافر كتضيق الزج في الرمح (ذكره في شرح السنة)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আমর(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃনিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরের ওপর এত সংকীর্ণময় করা হবে,যেমন বর্শার নিম্নভাগে তার ফলা মজবুত করে ঠেসে দেয়া হয়। (শরহুস্‌সুন্না)

عذاب تقليب الوجوه فى النار

জাহান্নামে জাহান্নামীদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করার মাধ্যমে শাস্তিঃ

মাসআলা-১১৮ঃ জাহান্নামে জাহান্নামীদের চেহারাকে উলট পালট করে বিদগ্ধ করা হবে ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (سورة الأحزاب٦٦-٦٨)

অর্থঃ"যে দিন তাদের মুখমন্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে,সেদিন তারা বলবে হায় ! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মানতাম ! তারা আরো বলবে ঃ হে আমাদের প্রতি পালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের অনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল,হে আমাদের প্রতিপালক!তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন, আর তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত"। (সূরা সাবা ৬৬-৬৮)

মাসআলা-১১৯ঃফেরেশ্‌তা কাফেরদেরকে আগুনে দগ্ধ করবে,আর বলবে যে তোমরা ঐ আযাব আস্বাদন কর যা তোমরা দুনিয়াতে কামনা করতেঃ

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (سورة الذاريات ١٠-١٤)

অর্থঃ"অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন,তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে? বল সে দিন যে দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে,(এবং বলা হবে) তোমারা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর,তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে"। (সূরা যারিয়াত ১০-১৪)

মাসআলা-১২০ ঃ কোন কোন কাফেরের চেহারায় অগ্নি শিখা আচ্ছন্ন করে থাকবেঃ

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ (سورة إبراهيم٤٩-٥٠)

অর্থঃ"সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃখলিত অবস্থায়,তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখ মন্ডল"। (সূরা ইবরাহিম ৪৯-৫০)

মাসআলা-১২১ ঃ কাফেররা তাদের কোমল ও সুন্দর চেহারা আগুন থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাতে তারা সফল হবে নাঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (سورة الأنبياء-٣٩)

অর্থঃ" হায়! যদি কাফেররা সে সময়ের কথা জানত,যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না"। (সূরা আম্বীয়া- ৩৯)

মাসআলা-১২২ ঃ জাহান্নামের নিকৃষ্টতম আযাব কাফেরের চেহারায় পতিত হবেঃ

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (سورة الزمر-٢٤)

অর্থঃ"যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে,(সে কি তার মত যে নিরাপদ)যালিমদেরকে বলা হবে,তোমরা যা আর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর"। (সূরা যুমার - ২৪)

নোটঃ অপরাধীরা শাস্তির সময় স্বীয় হাত দ্বারা চেহারাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে,কিন্তু জাহান্নামীরা জাহান্নামে যেহেতু তাদের হাত গলার সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে অতএব তারা হাত নড়াতে পারবে না,বরং ফেরেশ্তাদের কঠিন শাস্তি তাদের চেহারাকে দগ্ধ করবে।

عذاب السموم و عذاب اليحموم

বিষাক্ত গরম হাওয়া এবং বিষাক্ত কাল ধোঁয়ার মাধ্যমে শাস্তিঃ

মাসআলা-১২৩ ঃ কোন কোন অপরাধীকে বিষাক্ত গরম হাওয়া ও কাল ধোঁয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবেঃ

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (سورة الواقعة ٤١-٤٤)

অর্থঃ "আর বাম দিকের দল কত হতভাগ্য বাম দিকের দল। তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে। কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যা শীতল ও নয় আবার আরামদায়ক ও নয়"। (সূরা ওয়াকিয়া- ৪১-৪৪)

নোটঃ জাহান্নামী জাহান্নামের শাস্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে এক ছায়াবান বৃক্ষের দিকে ছুটে আসবে,কিন্তু যখন ওখানে পৌঁছবে,তখন বুঝতে পারবে যে এটা কোন ছায়াবান বৃক্ষ নয় বরং জাহান্নামের ঘনকাল ধোঁয়া।

মাসআলা-১২৪ ঃ কাফেরদেরকে জাহান্নামে বিদগ্ধ কারী কঠিন গরম হাওয়া দিয়ে শাস্তি দেয়া হবেঃ

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (سورة الطور٢٦-٢٧)

অর্থঃ"এবং বলবে পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনদের মাঝে শংকিত অবস্থায় ছিলাম,এরপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন"। (সূরা তূর- ২৬-২৭)

عذاب شدة البرد

প্রচন্ড ঠান্ডার মাধ্যমে শাস্তি

মাস আলা-১২৫ঃ "যামহারীর" জাহান্নামের একটি স্তর যেখানে জাহান্নামীদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবেঃ

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (سورة الإنسان ١١-١٣)

অর্থঃ "পরিণামে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিবসের অনিষ্ট থেকে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফল্লতা ও আনন্দতা। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, সেখানে তারা অতিসয় গরম বা অতিসয় শীত বোধ করবে না"। (সূরা দাহার- ১১-১৩)

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم حار القى الله سمعه و بصره الى اهل السماء و اهل الارض ، فاذا قال العبد لا اله الا الله ما اشد حرا هذا اليوم؟ اللهم اجرني من حر نارجهنم قال الله لجهنم ان عبدا من عبادى قد استجار بى منك وانى اشهدك انى قد اجرته واذا كان يوم شديد البرد ، القى الله سمعه وبصره الى اهل السماء واهل الارض فاذا قال العبد لا اله الا الله ما اشد بردا هذا اليوم ؟ اللهم اجرني من برد زمهرير جهنم قال الله لجهنم ان عبدا من عبادي قد استجار بى من زمهريرك فانى اشهدك انى قد اجرته قالوا وما زمهرير جهنم ؟ قال حيث يلقى الله الكافر فيتميز من شدة بردها بعضها من بعض (رواه البيهقي)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃ গরমের সময় যখন কঠিন গরম পড়ে,তখন আল্লাহ্ স্বীয় কান ও চোখ আকাশ ও যমীন বাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করেন,যখন কোন বান্দা বলে যে,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আজ কত গরম পড়েছে? হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। তখন আল্লাহ্ জাহান্নাম কে সম্বোধন করে বলেনঃ আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দা,আমার নিকট তোমার আযাব থেকে আশ্রয় চেয়েছে।আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে,আমি তাকে মুক্তি দিলাম। আবার যখন কঠিন ঠান্ডা পড়ে তখন আল্লাহ্ স্বীয় কান ও চোখ আকাশ ও যমীন বাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করেন,যখন কোন বান্দা বলে যে,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আজ কত ঠান্ডা পড়েছে? হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে জাহান্নামের স্তর যামহারির থেকে মুক্তি দাও। তখন আল্লাহ্ জাহান্নাম কে সম্বোধন করে বলেনঃ আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দা, আমার

নিকট তোমার স্তর যামহারীর থেকে আশ্রয় চেয়েছে। আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল যে,হে আল্লাহ্‌র রাসূল জাহান্নামের স্তর যামহারীর কি?তিনি বললেনঃ যখন আল্লাহ্ কাফেরকে এতে নিক্ষেপ করবে,তখন তার ঠান্ডার প্রচন্ডতায়ই কাফের তাকে চিনে ফেলবে। যে এটা যামহারীরের আযাব। ঠান্ডা ও গরম উভয়ই জাহান্নামের আযাব"। (বায় হাকী)[1]

عذاب الهون فى النار

জাহান্নামে লাঞ্ছনাময় আযাব

মাসআলা- ১২৬ঃ কাফেরদেরকে জাহান্নামে লাঞ্ছিত করা হবেঃ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ (سورة الأحقاف-٢٠)

অর্থঃ"যে দিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে(সে দিন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তো পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ,সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননা কর শাস্তি,কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে। তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী"। (সূরা আহক্বাফ- ২০)

মাসআলা- ১২৭ ঃ জাহান্নামী জাহান্নামে গাধার ন্যায় উঁচু উঁচু আওয়াজ দিবেঃ

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (سورة الأنبياء-١٠٠)

অর্থঃ" সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই জানতে পারবে না"। (সূরা আম্বীয়া - ১০০)

মাসআলা- ১২৮ ঃ কোন কোন কাফেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য তাদের নাকে দাগ দেয়া হবেঃ

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (سورة القلم -١٦)

অর্থঃ" আমি তাদের নাসিকা দাগিয়ে দিব।" (সূরা ক্বালাম- ১৬)

মাসআলা- ১২৯ ঃ জাহান্নামীদের চেহারা হবে কালঃ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (سورة الزمر- ٦٠)

---

1 - আন নেহায়া ফিল ফিতানে ওয়াল মালাহেম ২য় খন্ড হাদীস নং ৩০৭।

অর্থঃ" যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে,তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কাল দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়"? (সূরা যুমার -৬০)

মাসআলা- ১৩০ ঃ কোন কোন কাফেরের চেহারা ধুলিময় হয়ে থাকবেঃ

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (سورة عبس ٤٠-٤٢)

অর্থঃ"এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সে দিন ধূলি- ধূসর। সে গুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা,তারাই কাফের ও পাপাচারী" ।(সূরা আবাসা - ৪০-৪২)

মাসআলা- ১৩১ ঃ কোন কোন কাফেরের মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশ গুচ্ছ ধরে হেচঁড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবেঃ

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (سورة العلق ١٥-١٦)

অর্থঃ" সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তবে আমি তাকে অবশ্যই হেচঁড়িয়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশ গুচ্ছ ধরে। মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের কেশ গুচ্ছ" । (সূরা আলাক- ১৫-১৬)

মাসআলা- ১৩২ঃ কোন কোন কাফেরকে জাহান্নামে উপুর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত আয়াতটি ১৩৫ নং মাসআলায় দ্রঃ।

عذاب الظلمات فى النار

জাহান্নামে গভীর অন্ধকারের মাধ্যমে আযাবঃ

মাসআলা-১৩৩ ঃ কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তার দরজা এত মজবুত ভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে যে,জাহান্নামী শতাব্দী ধরে গভীর অন্ধকারে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে,কোথাও থেকে কোন আলোর সামান্য কিরণ ও তার চোখে পড়বে নাঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ (سورة البلد١٩-٢٠)

অর্থঃ"এবং যারা আমার নির্দেশ অমান্য করেছে, তারা হতভাগ্য। তাদের ওপরই রয়েছে অবরুদ্ধ অগ্নি" । (সূরা বালাদ ১৯-২০)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (سورة الهمزة ٥-٩)

অর্থঃ "হুতামা কি তাকি তুমি জান? এটা আল্লাহ্র প্রজ্জলি অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে,নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে,দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে" । (সূরা হুমাযাহ- ৫-৯)

মাসআলা-১৩৪ঃজাহান্নামের আগুন স্বয়ং আলকাতরার চেয়ে কাল অন্ধকার হবে ফলে সেখানে নিজের হাতকেই চিনা যাবে নাঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه انه قال اترونها حمراء كناركم هذه ؟ لهي اسود من القار رواه مالك)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের এ আগুনের ন্যায় মনে কর? বরং তা হবে আল কাতরার চেয়েও কাল"। (মালেক)[2]

عذاب السحب فى النار على الوجوه

উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শাস্তিঃ

মাসআলা- ১৩৫ ঃ ফেরেশ্তাগণ কাফেরকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিয়ে যাবেঃ

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (سورة القمر-٤٨)

অর্থঃ" যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে (সে দিন বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর"। (সূরা কামার- ৪৮)

মাসআলা- ১৩৬ ঃ কোন কোন মোজরেমকে কবর থেকে উঠিয়েই উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবেঃ

মাসআলা- ১৩৭ ঃ যে কাফেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে সে অন্ধ,মূক,বধির ও হবেঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (سورة الإسراء-٩٧)

অর্থঃ"কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয় চলা অবস্থায়,অন্ধ,মূক, ও বধির করে। তাদের অবাস স্থল জাহান্নাম,যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব"। (সূরা কামার- ৯৭)

মাসআলা-১৩৮ঃকোন কোন কাফেরকে ফেরেশ্তাগণ জিঞ্জিরাবদ্ধ করে টেনে নিয়ে যাবেঃ

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (سورة غافر٧١-٧٢)

---

[2] -কিতাবুল জা'মে বাব মাযায়া ফি সিফাতি জাহান্নাম।

অর্থঃ "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে ,তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে"। (সূরা মুমিন- ৭১-৭২)

মাসআলা- ১৩৯ ঃ কাফেরের মাথায় উত্তপ্ত পানি প্রবাহিত করার জন্য ফেরেশ্তা তাকে জাহান্নামের মাঝখানে টেনে নিয়ে যাবে।

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (سورة الدخان٤٧-٤٨)

অর্থঃ" (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,অতপর তার মস্তকের ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও" ।(সূরা দুখান- ৪৭-৪৮)

মাসআলা- ১৪০ ঃ কোন কোন মোজরেমকে তাদের পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে পাকড়াও করা হবেঃ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (سورة الرحمن٤١-٤٢)

অর্থঃ"অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে,তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতি পালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে"? (সূরা রহমান ৪১-৪২)

মাসআলা- ১৪১ ঃ আবু জাহালকে ফেরেশ্তারা মাথার ঝুঁটি ধরে হেচঁড়িয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবেঃ

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (سورة العلق١٥-١٦)

অর্থঃ"সাবধান!সে যদি নিবৃত্ত না হয়,তবে আমি তাকে অবশ্যই হেচঁড়িয়ে নিয়ে যাব মস্তকের স্মুখ ভাগের কেশ গুচ্ছ ধরে। মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠদের কেশ গুচ্ছ"। (সূরা আলাক ১৫-১৬)

মাসআলা-১৪২ঃ লোক দেখানো ইবাদত কারীদেরকে ফেরেশ্তাগণ উপুড় করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবেঃ

নোটঃ ২৬৬ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-১৪৩ঃআল্লাহ্ মোজরেমদেরকে উপুড় করে চালাতে এমন ভাবে সক্ষম যেমন তাদেরকে দুনিয়াতে দু'পায়ে চালাতে সক্ষমঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال اليس الذي امشاه على رجليه في الدنيا قادر على ان يمشيه على وجهه يوم القيامة ، قال قتادة بلى وعزه ربنا! (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের দিন কাফেরকে কি ভাবে উপুড় করে চালানো হবে? তিনি বললেনঃ যিনি তাকে দুনিয়াতে দু'পায়ের ওপর চালিয়েছেন,তিনি কি তাকে কিয়ামতের দিন উপুড় করে চালাতে সক্ষম নন? কাতাদা বলেনঃ আমাদের রবের কসম! আবশ্যই (তিনি তাতে সক্ষম)"। (মুসলিম)[৩]

عذاب الارهاق فى النار

আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে আযাবঃ

মাসআলা-১৪৪ঃজাহান্নামে কাফেরকে আগুনের পাহাড়ে চড়ানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবেঃ

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (سورة المدثر -١٧)

অর্থঃ"আমি আতি সত্তর তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব"।(সূরা মুদ্দাস্‌ সির-১৭)

মাসআলা-১৪৫ঃ"সউদ"জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম যেখানে আরোহণ করতে কাফেরের সত্তর বছর সময় লাগবে,এর পর ওখান থেকে নিচে পড়ে যাবে,পরে আবার সত্তর বছর সময় নিয়ে সেখানে আরোহণ করবে,এভাবে এ ধারাবাহিক শাস্তিতে সে নিমজ্জিত থাকবেঃ

عن ابى سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واد في جهنم يهوى فيه الكافر اربعين خريفا قبل ان يبلغ قعرة و قال الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوى به كذالك فيه ابدا (رواه ابو يعلى)

অর্থঃ"আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেনঃ জাহান্নামের একটি উপত্যকা যার চুড়ায় আরোহণ করার পূর্বে,কাফের চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাতে পাক খেতে থাকবে।আর"সউদ" জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম,তাতে আরোহণ করতে সত্তর বছর সময় লাগবে,অতপর সেখান থেকে নিচে পতিত হবে,কাফের সর্বদা এ আযাবে নিমজ্জিত থাকবে"। (আবু ইয়ালা')[৪]

---

[3] -কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন,বাব ফিল কুফ্‌ফার।

[4] - মোসনাদ আবু ইয়ালা লিল আসারি, ২য় খঃ হাদীস নংঃ ১৩৭৮।

عذاب الوثاق بعمود النار

আগুনের খুঁটিতে বেঁধে রাখার মাধ্যমে শাস্তিঃ

মাসআলা- ১৪৬ঃ কোন কোন মোজরেমদেরকে জাহান্নামে লম্বা লম্বা খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে শাস্তি দেয়া হবেঃ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (سورة الهمزة ٥-٩)

অর্থঃ"হুতামা কি তাকি তুমি জান?এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জলি অগ্নি,যা হৃদয়কে গ্রাস করবে,নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে,দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে"। (সূরা হুমাযাহ- ৫-৯)

মাসআলা- ১৪৭ ঃ কোন কোন মোজরেমদেরকে খুব মজবুতভাবে বেঁধে রাখা হবেঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (سورة الفجر٢٥-٢٦)

অর্থঃ"সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন ও কেউ দিতে পারবে না"। (সূরা ফাজর ২৫-২৬)

عذاب المقامع والمطارق فى النار

জাহান্নামে লোহার হাতুড়ি ও গুর্জের আঘাতের মাধ্যমে শাস্তিঃ

মাসআলা-১৪৮ঃলোহার ভারি ভারি হাতুড়ি ও গুর্জের আঘাতের মাধ্যমে মোজরেমদের মাথা দলিত করা হবেঃ

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (سورة الحج٢١-٢٢)

অর্থঃ"আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ গুর্জসমূহ। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে,তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা"। (সূরা হাজ্জ ২১-২২)

মাসআলা-১৪৯ঃজাহান্নামে কাফেরকে আঘাত করার জন্য যে গুর্জ ব্যবহার করা হবে তার ওজন এত ভারী হবে যে,পৃথিবীর সমস্ত জ্বিন ও ইনসান মিলে তা উঠাতে চাইলে উঠানো সম্ভব হবে নাঃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان مقمعا من حديد وضع على الارض واجتمع عليه الثقلان ما اقلوه من الارض(ابو يعلى)

অর্থঃ "আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেনঃ জাহান্নামে কাফেরকে মারার জন্য ব্যবহৃত গুর্জের একটি পৃথিবীতে রাখা হলে, সমস্ত জ্বিন ও ইনসান মিলে তাকে উঠানোর চেষ্টা করলে তা উঠাতে পারবে না"। (আবু ইয়ালা)[৫]

الحيات والعقارب فى النار

জাহান্নামে সাপ ও বিচ্ছুর ছোবলের মাধ্যমে আযাবঃ

মাসআলা- ১৫০ ঃ জাহান্নামের সাপ উটের সমান হবে যার একবারের ছোবলের প্রতিক্রিয়া ৪০ বছর পর্যন্ত থাকবেঃ

মাসআলা- ১৫১ ঃ জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান হবে যার একবারের ছোবলের প্রতিক্রিয়া ৪০ বছর পর্যন্ত থাকবেঃ

عن عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في النار حيات كامثال البخت تلسع احداهن لسعة فيجد حموتها اربعين خريفا وان في النار عقارب كامثال البغال الموكفة تلسع احداهن لسعة فيجد حموتها اربعين خريفا (رواه احمد)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন হারেস বিন জায(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামে সাপ বোখতী উটের (এক প্রকার উটের নাম)ন্যায় হবে,এর মধ্যে একটি সাপের ছোবলের প্রতিক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করতে থাকবে। জাহান্নামের বিচ্ছু খচ্চরের সমান হবে,এর মধ্যে একটি বিচ্ছুর ছোবলের প্রতিক্রিয়া জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে"। (আহমদ)[৬]

---

5 - মোসনাদ আবু ইয়ালা লিল আসারি, ২য় খঃ হাদীস নংঃ ১৩৪৮।

6 - মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ফিতান। বাব সিফাতুন্নার ওয়া আহলুহা। আল ফাসলুস্সালেস।

মাসআলা- ১৫২ ঃ জাহান্নামে অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ থাকবে যা যাকাত আদায় না কারীদের গলায় মালা আকারে পরিয়ে দেয়া হবেঃ

নোটঃ ১৬৬ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা- ১৫৩ ঃ জাহান্নামীদের আযাব বৃদ্ধি করার জন্য জাহান্নামের বিচ্ছুর দাঁত লম্বা খেজুরের ন্যায় করে দেয়া হবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عزوجل زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (سورة النحل-٨٨)

قال زيدوا عقارب آنيابها كالنخل الطوال (رواه الطبراني)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্র বাণীঃ "আমি তাদেরকে শাস্তির ওপর শাস্তি বৃদ্ধি করব"। (সূরা নাহাল- ৮৮)

এর তাফসীরে বলেনঃ(জাহান্নামীদের আযাব বৃদ্ধি করার জন্য) বিচ্ছুর দাঁত লম্বা খেজুরের ন্যায় করা হবে"। (তাবরানী)[৭]

عذاب تكبير الابدان

স্বাস্থ্য বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে আযাবঃ

মাসআলা- ১৫৪ ঃ জাহান্নামে কাফেরের এক একটি দাঁত উহুদ পাহাড় সম হবেঃ

মাসআলা- ১৫৫ঃ জাহান্নামে কাফেরের শরীরের চামড়া তিন দিন চলার রাস্তার সমান মোটা হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر او ناب الكافر مثل احد و غلظ جلده مسيرة ثلاث (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃকাফেরের দাঁত বা তার নখ জাহান্নামে উহুদ পাহাড়ের ন্যায় হবে। আর তার চামড়া তিন মাইল রাস্তা পরিমাণ মোটা হবে"। (মুসলিম)[৮]

মাসআলা- ১৫৬ ঃ কোন কোন কাফেরের দাঁত উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড় হবেঃ

---

[7] - মাযমাউয্যাওয়ায়েদ খঃ১০, কিতাব'সিফাতুন্নার, বাব যিয়াদাতু আহলিন্নারি মিনাল আযাব।

[8] - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা , বাব জাহান্নাম।

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر ليعظم حتى ان ضرسه لاعظم من احد (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবুসাঈদ খুদরী(রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃনিশ্চয়ই জাহান্নামে কাফেরের শরীরকে বড় করা হবে,এমনকি তার দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়"। (ইবনে মাযা)[৯]

মাসআলা- ১৫৭ ঃ জাহান্নামে কাফেরের দু কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী ঘোড়ার তিন দিন চলার রাস্তার সমানঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاث ايام للركب المسرع (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃজাহান্নামে কাফেরের দু'কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী ঘোড়ার তিন দিন পথ চলার সমান"। (মুসলিম)[১০]

মাসআলা- ১৫৮ ঃ কোন কোন কাফেরের কান ও কাঁধের মাঝে ৭০ বছরের দূরত্ব হবে,তাদের শরীরে রক্ত ও বমির ঝর্ণা প্রবাহিত হবেঃ

নোটঃ ২১ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা- ১৫৯ ঃ জাহান্নামে কাফেরের চামড়া ৪২ হাত (৬৩ফিট) মোটা হবে, একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে, তার বসার স্থান মক্কা ও মদীনার দূরত্বের সমান হবে (৪১০ কিঃ মিঃ) ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان غلظ جلد الكافر اثنان واربعين ذراعا وان ضرسه مثل احد وان مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة (رواه الترمذي)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃকাফেরের চামড়া ৪২ হাত মোটা হবে,একটি দাঁত উহুদ পাহাড়ের সামান হবে,আর তার বসার স্থান হবে মক্কা এবং মদীনার দূরত্বের সমান"। (তিরমিযী)[১১]

---

9 - কিতাবুয্যুহদ, বাব সিফাতুন্নার(২/৩৪৮৯)

10 - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতিহা, বাব জাহান্নাম।

11 আবওয়াব সিফাত জাহান্নম, বাব ইযাম আহলিন্নার।

মাসআলা- ১৬০ ঃ জাহান্নামীর একটি পার্শ্ব বাইজা পাহাড়ের সামান এবং একটি রান ওযকান পাহাড়ের সমান হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل احد وعرض جلده سبعون ذرعا و عضده مثل البيضاء وفخذه مثل وزقان و مقعده في النار مابيني و بين الربذة (رواه احمد و الحاكم)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কাফেরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান,তার চামড়া ৭০ হাত মোটা হবে,তার পার্শ্ব হবে বাইজা পাহাড়ের সামান,আর রান হবে ওযকান পাহাড়ের সমান,তার বসার স্থান হবে আমার ও রাবযের দূরত্বের সমান"। (আহমদ,হাকেম)[১২]

নোটঃ বিভিন্ন হাদীসে জাহান্নামীর বিভিন্ন রকমের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে,কোথাও চামড়া ৪২ হাত কোথাও ৭০ হাত বর্ণনা করা হয়েছে,এ পার্থক্য জাহান্নামীদের পাপ ও অন্যায় হিসেবে নির্ধারণ হবে। (এ বিষয়ে আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত)

মাসআলা- ১৬১ ঃ কোন কোন কাফেরের শরীর এত বড় করে দেয়া হবে যে সে প্রশস্ত জাহান্নামের এক কোণে পড়ে থাকবেঃ

عن الحارث بن اقيش رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امتى من يعظم النار حتى يكون احد زواياها (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"হারেস বিন আকিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃআমার উম্মতের কোন ব্যক্তির শরীর এত বড় করে দেয়া হবে যে,সে জাহান্নামের এক কোণ দখল করে থাকবে"। (ইবনে মাযা)[১৩]

عذاب غير معروف

কিছু অনউল্লেখিত শাস্তিঃ

মাসআলা- ১৬২ঃ কাফেরদের পাপের পরিমাণের ওপর তাদেরকে এমন কিছু অনিদৃষ্ট আযাব দেয়া হবে,যার উল্লেখ না কোরআ'নে হয়েছে না হাদীসেঃ

وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (سورة ص -٥٨)

---

12 - সিলসিলা আহাদীস সহীহা লি আলবানী, হাদীস নং- ১১০৫।

13 - কিতাবুয্যুহদ সিফাতুন্নার, (২/৩৪৯০)

অর্থঃ"আরো আছে এরূপ ভিন্ন ধরণের শাস্তি"। সূরা সোয়াদ- ৫৮)

মাসআলা- ১৬৩ ঃ কোন কোন কাফেরকে কঠিন বেদনা দায়ক শাস্তি দেয়া হবেঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ (سورة الجاثية-١١)

অর্থঃ"যারা তাদের প্রতিপালকের নিদের্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে,তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি"। (সূরা জাসিয়া- ১১)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة المائدة-٣٦)

অর্থঃ"নিশ্চয়ই যারা কাফের,যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যও থাকে এবং ওর সাথে তৎ পরিমাণ আরো যোগ হয়,যেন তারা তা প্রদান করে কিয়ামতের শাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে যায়,তবুও এ দ্রব্য সমূহ তাদের থেকে কবুল করা হবে না।আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি"। (সূরা মায়েদা - ৩৬)।

মাসআলা- ১৬৪ ঃ কোন কোন কাফেরদেরকে বহুত কঠিন শাস্তি দেয়া হবেঃ

وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورة آل عمران-١٧٦)

অর্থঃ"আর যারা দ্রুত কুফরী করে তৎপর তুমি তাদের জন্য বিষণ্ন হয়ো না,বস্তুত তারা আল্লাহ্র কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাদের জন্য পরকালের কোন অংশ ইচ্ছা করেন না এবং তাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে"।(সূরা আল ইমরান-১৭৬)

মাসআলা- ১৬৫ ঃ কোন কোন কাফেরদেরকে কঠিন আযাব দেয়া হবেঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (سورة آل عمران-٤)

অর্থঃ"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে"।(সূরা আল ইমরান- 8)

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (سورة فاطر-١٠)

অর্থঃ "আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি"। (সুরা ফাতির -১০)

بعض المآثم وعقوبتها الخاصة فى النار

জাহান্নামে কোন কোন পাপের নিদৃষ্ট শাস্তিঃ

মাসআলা- ১৬৬ঃ যাকাত না আদায় কারীদের জন্য টাক মাথাওয়ালা বিষাক্ত সাপের ধ্বংশনের মাধ্যমে আযাবঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يود زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجعا اقراع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته يعنى بشدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورة آل عمران-١٨٠)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃযাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তার যাকাত আদায় করে না,কিয়ামতের দিন তার সম্পদ টাক মাথা ওয়ালা বিষধর সাপের আকৃতি ধারণ করবে,যার চোখের ওপর দু'টি ফোটা থাকবে,তা তার গলার মালা বানানো হবে। অতপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত ধরে বলবেঃ আমি তোমার ধন-সম্পদ। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপনতা করে,এ কার্পন্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পড়ানো হবে" ।(সূরা আল ইমরান ১৮০) [১৪]

মাসআলা- ১৬৭ ঃ যাকাত না আদায় কারীদের জন্য তাদের সম্পদকে পাত বানিয়ে জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের কপাল,পিঠ, ও রানে ছেঁক দেয়ার মাধ্যমে আযাব দেয়া হবেঃ

মাসআলা- ১৬৮ঃ জীব জন্তুর যাকাত না আদায় কারীর জন্য ঐ সমস্ত জীব জন্তু দিয়ে তাকে পদদলিত করা হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لايودى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها في نار جهنم فيكواى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله

---

14 বোখারী , কিতাবুয্যাকাত, বাব ইসমু মানেইয্যাকাত।

اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالابل قال ولا صاحب ابل لا يودى منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطاءه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يودي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطاءه باظلافها كلما مر عليها اولى ها رد عليها اخراى ها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ....الخ (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃসোনা রূপার যে মালিক তার যাকাত আদায় করে না,কিয়ামতের দিন ঐ সোনা রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরী করা হবে,অতপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে,যখনই ঠান্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে,আর তার সাথে এরূপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান,আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতপর তাদের কেউ পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে,আর কেউ জাহান্নামের দিকে। জিজ্ঞস করা হল হে আল্লাহ্র রাসূল! উটের মালিকদের কি হবে? তিনি বললেনঃ যে উটের মালিক তার উটের হক আদয় করবে না,আর উটের হক গুলোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে, তা অন্যদেরকে দান করাও একটি হক। যখন কিয়ামতের দিন আসবে,তখন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে,অতপর তার উটগুলো মোটা তাজা হয়ে আসবে,বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে,এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে মাড়াই করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে,এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে তখন অপর টি তার দিকে অগ্রসর হবে,সমস্ত দিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে।তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামের পথ ধরবে। এর পর জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহ্র রাসূল! গরু ছাগলের (মালিকদের) কি হবে? তিনি বললেনঃ যে সব গুরু ছাগলের মালিক তাদের হক আদায় করে না,কিয়ামতের দিন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে,আর তার সেসব গুরু ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে,সে দিন তার একটি গরু ছাগলেরও শিং বাঁকা বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং তাকে মাড়ানোর ব্যাপারে একটিও বাদ থাকবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে তখন দ্বিতীয়টি এর পিছে পিছে এসে যাবে। সমস্ত দিন তাকে এভাবে পিষা হবে। এই দিনের

পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ জান্নাতে আর কেউ জাহান্নামের পথ ধরবে"। ... (মুসলিম)[১৫]

মাসআলা- ১৬৯ঃ রোযা ভঙ্গ কারীদেরকে উপুড় করে লটকিয়ে মুখ বিদীর্ণ করা হবেঃ

عن ابی امامة الباهلی رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اتانی رجلان فاخذ بضبعي فاتيا بی جبلا وعرا فقالا اصعد فقلت انی لاطيقه فقال انا سنسهله لك فصعدت حتى اذا كنت فی سواء الجبل اذا باصوات شديدة ، قلت ما هذه الاصوات قالوا هذا عواء اهل النار ثم انطلق بی فاذا انا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة اشداقهم دما قال قلت من هاؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ... الخ (رواه ابن خزيمة وابن حبان)

অর্থঃ "আবু উমামা বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি শুয়ে ছিলাম এমতাবস্থায় আমার নিকট দু'জন লোক আসল, তারা আমাকে পার্শ্ব ধরে একটি দূরহ পাহাড়ের নিকট নিয়ে আসল,তারা উভয়ে আমাকে বললঃ যে, পাহাড়ে আরোহণ করুন,আমি বললামঃ আমি তাতে আরোহণ করতে পারব না। তারা বললঃআমরা আপনার জন্য তা সহজ করে দিব। তখন আমি সেখানে আরোহণ করলাম,এমন কি আমি পাহাড়ের চুড়ায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমি কঠিন চিল্লা চিল্লির আওয়াজ পেলাম,আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এ আওয়াজ কিসের?তারা বলল এ হল জাহান্নামীদের কান্না-কাটির আওয়াজ। অতপর তারা আমাকে নিয়ে আগে চলল,সেখানে আমি কিছু লোক কে উল্ট ঝুলন্ত অবস্থায় দেখলাম যাদের মুখ ফাটা এবং রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে,আমি জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা?তারা বললঃতারা ঐ সমস্ত লোক যারা রোযার দিন সময় হওয়ার আগেই ইফতার করে নিত"। (ইবনে খুযাইমা ,ইবনে হিব্বান)[১৬]

মাসআলা-১৭০ঃকোরআ'ন ও হাদীসের এলম গোপনকারীকে জাহান্নামে আগুনের লাগাম পরানো হবেঃ

عن ابی هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار (رواه الترمذی)

---

15 -কিতাবুয্যাকাত ,বাব ইসমু মানে'ই য্যাকাত।

16 - আলবানী লিখিত সহীহ আত তারগিব ওয়াত তারহিব, খঃ ১ম হাদসি নং- ৯৯৫।

অর্থঃ "আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হল আর সে তা গোপন করল,কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামে আগুনের লাগাম পরানো হবে"। (তিরমিযী)[১৭]

মাসআলা-১৭১ঃ দ্বি মুখী লোকদের কিয়ামতের দিন জাহান্নামে আগুনের দু'টি মুখ থাকবেঃ

عن عمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار (رواه ابوداود)

অর্থঃ "আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃদুনিয়াতে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্ভন করেছে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামে তার আগুনের দু'টি মুখ থাকবে"। (আবুদাউদ)[১৮]

মাসআলা-১৭২ ঃ মিথ্যা প্রচার কারী ব্যক্তিকে তার জিহ্বা,নাক,ও চোখ গর্দান পর্যন্ত বিদীর্ণ করার মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবেঃ

মাসআলা-১৭৩ঃজিনা কার নারী ও পুরুষকে উলঙ্গ শরীরে এক চুলায় জ্বালানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবেঃ

মাসআলা- ১৭৪ ঃ সুদ খোরদেরকে নদীতে ডুবানো এবং পাথর গিলানোর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবেঃ

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الرؤيا قال قال لى واما الرجل الذي اتيت عليه يشر شر شدقه الى قفاه و مسحره الى قفاه و عينه الى قفاه فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة الافاق واما الرجال والنساء العراة الذي هم في مثل بناء التنور فانهم الزناة والزوانى واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجز فانه آكل الربا (رواه البخاري)

অর্থঃ "সামুরা বিন জুন্দাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়াসাল্লাম) থেকে (স্বপ্নের ঘটনায়) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ তারা উভয়ে (ফেরেশ্তাগণ) আমাকে জিজ্ঞেস করল,(যে দৃশ্য সমূহ আপনাকে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে)সর্ব প্রথম আপনি যেখান দিয়ে অতিক্রম করেছেন,যার জিহ্বা,নাক ও চোখ,গর্দান পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হচ্ছিল সে ছিল ঐ ব্যক্তি,যে সকালে ঘর থেকে বের হত এবং মিথ্যা সংবাদ প্রচার করতে থাকত,যা সমগ্র দুনিয়াতে ছড়িয়ে যেত।আর ঐ উলঙ্গ নারী ও পুরুষ যাদেরকে আপনি চুলায় জ্বলতে দেখেছেন,তারা হল জিনাকার

---

17 - আবওয়াবুল ইলম, বাব মাযায়া ফি কিতমানিল ইলম (২/২১৩৫)

18 - কিতাবুল আদব, বাব ফি যিল ওজহাইন। (৩/৪০৭৮)

নারীও পুরুষ। আর ঐ ব্যক্তি যাকে আপনি রক্তের নদীতে ডুবন্ত অবস্থায় দেখেছেন,যার মুখে বার বার পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল,সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে,দুনিয়াতে সুদ খেত"। (বোখারী)[১৯]

মাসআলা- ১৭৫ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত নারী বা পুরুষ উচ্চ স্বরে কান্না কাটি করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন গন্দকের পায়জামা এবং এমন জামা পরানো হবে যা তাদের শরীরে এলার্জি সৃষ্টি করবে ঃ

عن ابى مالك الاشعرى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتى من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الاحساب والطعن فى الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النا ئحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران و درع من جرب، (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু মালেক আশআরী(রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেনঃ নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃআমার উম্মতের মাঝে চারটি জাহিলিয়্যাতের অভ্যাস রয়েছে,যা তারা ত্যাগ করবে না।স্বীয় বংশ গৌরব করা,অপরের বংশকে দোষারোপ করা,তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা, মৃত্যু ব্যক্তির জন্য উচ্চ স্বরে কান্না কাটি করা। মৃত্যু ব্যক্তির জন্য উচ্চ স্বরে কান্না কাটিকারী,মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে কিয়ামতের দিন তাকে গন্দকের পায়জামা এবং শরীরে এলার্জি সৃষ্টি কারী পোশাক পরানো হবে"। (মুসলিম)[২০]

মাসআলা- ১৭৬ ঃ কোরআ'ন মুখস্ত করে ভুলে গেলে এবং এশার নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে গেলে জাহান্নামে সার্বক্ষণিকভাবে মাথা দলিত করা হবেঃ

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا قال قالا لى اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يثلخ راسه بالحجر فانه الرجال ياخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة (رواه البخاري)

অর্থঃ"সামুরা বিন জুন্দাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেনঃপ্রথম ব্যক্তি যার নিকট আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,যার মাথা পাথর দিয়ে দলিত করা হচ্ছিল,সে ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াতে কোরআ'ন মুখস্ত করে ভুলে গেছে এবং ফরয নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকত"। (বোখারী)[২১]

---

[19] - কিতাব তা'বীর রুয়া বা'দা সালাতিস্‌সুবহ।

[20] - কিতাবুল জানায়েয।

[21] - কিতাব তা'বীর রু'ইয়া বা'দা সালাতিস্‌সুবহ।

নোটঃ হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে,ফেরেশ্‌তা লোকের মাথায় পাথর নিক্ষেপ করে তা দলিত হওয়ার পর,সে যখন আবার পাথর কুড়াতে যেত তখন তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসত। তখন ফেরেশ্‌তা আবার পাথর নিক্ষেপ করে তার মাথা কে দলিত করত। আর এ অবস্থা সার্বক্ষণিক ভাবে চলত।

মাসআলা- ১৭৭ ঃ অপরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ কারী কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এমন ব্যক্তির জাহান্নামের শাস্তি ঃ

عن اسامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع اهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك ! اليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه (رواه البخاري)

অর্থঃ"উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃআমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি,তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে,তার নাড়ী সমূহ পেটের বাহিরে থাকবে,আর সে তা নিয়ে এমন ভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা চরকি নিয়ে ঘুরে। আর তার এ দৃশ্য দেখার জন্য জাহান্নামের অধিবাসীরা একত্রিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে,হে অমুক তোমার এ আবস্থা কি করে হল? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজে নির্দেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে! সে তখন উত্তরে বলবেঃআমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম,কিন্তু আমি সৎ কাজ করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম,আর আমি তা থেকে বিরত থাকতাম না"। (বোখারী) [২২]

মাসআলা- ১৭৮ ঃ আত্ম হত্যাকারী যেভাবে আত্ম হত্যা করে সে জাহান্নামে ঐ ভাবে সার্বক্ষণিক ভাবে তা করতে থাকবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (الذى يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃনবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃযে ব্যক্তি আত্ম হত্যা করে মৃত্যু বরণ করেছে,সে জাহান্নামেও বার বার আত্ম

---

22 - কিতাব বাদউল খালক, বাব সিফাতিন্নার।

হত্যা করতে থাকবে,আর যে ব্যক্তি কোন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে আত্ম হত্যা করেছে,সে জাহান্নামে নিজেকে ঐ ভাবে হত্যা করতে থাকবে"। (বোখারী)[২৩]

মাসআলা- ১৭৯ঃ মদ পানকারীকে জাহান্নামে জাহান্নামীদের দুর্গন্ধময় ঘাম পান করানো হবেঃ

নোটঃ ৯০ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা- ১৮০ঃ লোক দেখানো ইবাদত কারীকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবেঃ

নোটঃ ২৬৬ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা- ১৮১ঃ গীবত কারী জাহান্নামে নিজের নখ দিয়ে স্বীয় চেহারা ও বুকের গোসত টেনে টেনে খাবেঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم و صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى اعراضهم (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃআমাকে যখন মে'রাজ করানো হল,তখন আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম,যাদের নখ ছিল লাল তামার, আর তারা তা দিয়ে তাদের চেহারা ও বুকের গোশত টেনে টেনে ক্ষত বিক্ষত করছিল,আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিবরীল এরা কারা,সে বললঃ তারা ঐ ব্যক্তি যারা মানুষের গীবত করত এবং তাদেরকে অপমান করত"। (আবুদাউদ)[২৪]

تعليقات القرآن على اهل النار

কোরআনের আলোকে জাহান্নামীরা

মাসআলা- ১৮২ ঃ কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসী ভদ্র লোকদের ব্যাপারে কোর'আনের ভাষ্যঃ

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ (سورة الدخان٤٧-٥٠)

---

23 - কিতাবুল জানায়েজ, বাবা মাযায়া ফি কাতলিন্ নাফস।

24 - কিতাবুল আদব, বাব ফিল গীবা। (৩/৪০৮২)

অর্থঃ"(বলা হবে)তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতপর তার মস্তকের ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। আস্বাদ গ্রহণ কর,তুমিতো ছিলে সম্মানিত অভিযাত,এটাতো ওটাই,যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে" ।(সূরা দুখান- ৪৭-৫০)

মাসআলা- ১৮৩ ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যাদুকর বলে ইসলামের দাওয়াত কে অবমাননা কারীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে একটি খোঁচা মূলক প্রশ্ন করে বলা হবে "এ আগুন কি যাদু না তারা দেখতে পাচ্ছে না"ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة الطور ١٣-١٦)

অর্থঃ"সে দিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে,জাহান্নামের অগ্নির দিকে। এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? নাকি তোমরা দেখছ না। তোমরা এতে প্রবেশ কর,অতপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর,অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে"। (সূরা তূর ১৩-১৬)

মাসআলা- ১৮৪ঃ কাফেরদেরকে জাহান্নামে উত্তপ্ত করতে করতে জাহান্নামের পাহাড়াদার বলবেঃ দুনিয়াতে এ আযাব দ্রুত আসুক তা কামনা করতে এখন খুব মজা করে তা গ্রহণ কর ঃ

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (سورة الذاريات١٠ - ١٤)

অর্থঃ"অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা,যারা অজ্ঞ ও উদাসীন! তারা জিজ্ঞেস করে কর্মফল দিবস কবে হবে? (বল) সে দিন যে দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে। (এবং বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর তোমারা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে"।

(সূরা যারিয়াত- ১০-১৪)

মাসআলা-১৮৫ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারী কাফেরদেরকে জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশ্‌তা এক বিদ্রুপাত্তক প্রশ্ন করে বলবেঃ আপনারা তো খুব অনুগত লোক ছিলেনঃ

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (سورة الصافات ٢٢-٢٦)

অর্থঃ "একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের তারা ইবাদত করত, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে। অতঃপর তাদেরকে থামাও,

কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবেঃতোমাদের কি হল যে তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? বস্তুত সে দিন তারা আত্ম সমর্পণ করবে"। (সূরা সাফ্‌ফাত ২২-২৬)

مجادلة الكبرآء واتباعهم الضالين فى النار

জাহান্নামে পথ ভ্রষ্ট পীর মুরীদদের ঝগড়াঃ

মাসআলা- ১৮৬ ঃ জাহান্নামে পথভ্রষ্টকারী আলেম ও পীর ফকীরদেরকে লক্ষ্য করে তাদের ভক্তরা বলবেঃ"এখন আমাদের শাস্তি হালকা কর" তারা উত্তরে বলবেঃএখানে আমরা সবাই সমান আমরা তোমাদের কোন উপকার করতে পারব নাঃ

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (سورة غافر٤٧-٤٨)

অর্থঃ "যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বির্তকে লিপ্ত হবে,তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদের বলবে আমরাতো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম,এখন কি তোমরা আমাদের হতে জাহান্নামের কিয়দাংশ নিবারণ করবে?দাম্ভিকেরা বলবেঃ আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি,নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন"।(সূরা মুমিন ৪৭-৪৮)

মাসআলা- ১৮৭ ঃ পীর জাহান্নামে যাওয়ার সময় মুরীদদেরকে লক্ষ্য করে বলবেঃ বদবখত মুরীদদের এদলও জাহান্নামে যাবে,আর মুরীদরা স্বীয় পীরের এ বক্তব্য শুনে বলবেঃ বদবখত তোমরাও জাহান্নামেই যাচ্ছ?হে আল্লাহ্ আমাদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ কারীদেরকে ভাল করে শাস্তি দিনঃ

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (سورة ص-٥٩-٦١)

অর্থঃ"এতো এক বাহিনী,তোমাদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশকারী,তাদের জন্য নেই অভিনন্দন।তারাতো জাহান্নামে জ্বলবে। অনুসারীরা বলবেঃবরং তোমরাও,তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাইতো পূর্বে ওটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ। কত নিকৃষ্ট এ আবাস স্থল। তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন"! (সূরা সোয়াদ- ৫৯-৬১)

মাসআলা-১৮৮ঃ পথভ্রষ্টকারী নেতাদের জন্য জাহান্নামে তাদের ভক্তদের লা'নত ও তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেয়ার জন্য দরখাস্তঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (سورة الأحزاب ٦٦-٦٨)

অর্থঃ"যে দিন তাদের মুখ মন্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হবে,সে দিন তারা বলবে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম ও রাসূল কে মানতাম!তারা আরো বলবেঃহে আমাদের প্রতিপালক!আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতি পালক!তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহা অভিসম্পাত"। (সূরা আহযাব ৬৬-৬৮)

মাসআলা- ১৮৯ ঃ জাহান্নামে যাওয়ার পর পথভ্রষ্ট আলেম ও তাদের ভক্তদের পরস্পরের ঝগড়াঃ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ سورة الصافات(٢٧-٣٣)

অর্থঃ"এবং তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তারা বলবেঃ তোমরাতো ডান দিক থেকে আমাদের নিকট আসতে,তারা বলবেঃতোমরাতো বিশ্বাসীই ছিলে না এবং তোমাদের ওপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘন কারী সম্প্রদায়।আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। তারা সবাই সে দিন শাস্তিতে শরীক হবে"। (সূরা সাফ্‌ফাত- ২৭-৩৩)

মাসআলা- ১৯০ ঃ জাহান্নামে মোশরেকরা স্বীয় উস্তাদদের চক্রান্তের ভর্ৎসনা করবে তখন উস্তাদরা নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চাইবেঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورة سبأ٣١-٣٣)

অর্থঃ"কাফিররা বলে আমরা এ কোরআ'ন কখনো বিশ্বাস করবো না,এর পূর্ববর্তী কিতাব সমূহেও না।হায়! তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দন্ডয়মান করা হবে,তখন তারা পরস্পর বাদ- প্রতিবাদ করতে থাকবে,যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা

ক্ষমতা দর্পীদেরকে বলবেঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরাকি তোমাদেরকে ওটা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম?বস্তুত তোমরাইতো ছিলে অপরাধী।

যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতা দর্পীদেরকে বলবেঃপকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিবা রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে,আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরিয়ে দিব,তাদেরকে তারা যা করত তারই প্রতিফল দেয়া হবে"। (সূরা সাবা -৩১-৩৪)

মাসআলা- ১৯১ ঃ জাহান্নামে মুরীদরা পীরদেরকে বলবে আমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা কর,তারা উত্তরে বলবেঃ এখানে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাচাঁনোর মত কেউ নেইঃ

وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ (سورة إبراهيم - ٢١)

অর্থঃ "সবাই আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হবেই, যারা অহংকার করত তখন দুর্বলেরা তাদেরকে বলবেঃআমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?তারা বলবেঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করতাম।এখন আমাদের ধৈর্য চ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা,আমাদের কোন নিস্কৃতি নেই"। (সূরা ইবরাহিম- ২১)

مكالمات العبرة

দৃষ্টান্তমূলক কথাবার্তা

মাসআলা-১৯২ঃজাহান্নামের পাহারাদারঃ তোমাদের নিকট কি আল্লাহ্র রাসূল আসে নাই?

কাফেরঃএসে ছিল কিন্তু আমরা নিজেরাই জাহান্নামের আযাব মেনে নিয়েছি।

জাহান্নামের পাহারাদার ঃ তাহলে এ দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করঃ

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (سورة الزمر ٧١-٧٢)

অর্থঃ"কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার প্রবেশ দ্বার গুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি,যারা তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত তেলওয়াত করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সতর্ক করত এবং তারা বলবে অবশ্যই এসে ছিল। বস্তুত কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্ত বায়িত হয়েছে। তাদেরকে বলা হবে ঃজাহান্নামের দ্বার সমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল"! (সূরা যুমার ৭১-৭২)

মাসআলা-১৯৩ঃ জাহান্নামের পাহারাদারঃ তোমাদের নিকট কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসে নাই?

কাফেরঃ এসেছিল কিন্তু আমরা তাদেরকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছি হায়! আমরা যদি তাদের কথা মনযোগদিয়ে শুনতাম এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যেতামঃ

জাহান্নামের পাহারাদার ঃ এখন অন্যায় স্বীকার করার ফয়দা এইযে, তোমাদের প্রতি লা'নতঃ

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ (سورة الملك ٨-١١)

অর্থঃ"রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে,যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে,তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে তোমাদের নিকট কোন সতর্ক কারী আসেনি?

তারা বলবে অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল,আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

এবং তারা আরো বলবেঃযদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে,অভীসাপ জাহান্নামীদের জন্য"। (সূরা মূলক - ৮-১১)

মাসআলা-১৯৪ঃজাহান্নামের পাহারাদারঃ তোমাদের বিপদাপদ দূর কারীরা কোথায়?

কাফেরঃআফসোস! তাদের বিপদাপদ দূর করার কথা তো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছেঃ

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا (سورة غافر ٧١-٧٤)

অর্থঃ“যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে ,তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে অতপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।পরে তাদেরকে বলা হবে,কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে,আল্লাহ্ ব্যতীত?তারা বলবেঃতারাতো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছে। বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই অহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন”। (সূরা মুমেন ৭১-৭৪)

মাসআলা- ১৯৫ ঃ কাফের স্বীয় চোখ,কান,চামড়াকে লক্ষ্য করে বলবেঃতোমরা আল্লাহ্র সামনে আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষী দিয়েছ?চোখ,কান,চামড়া বলবেঃ আমাদেরকে ঐ আল্লাহ্ সাক্ষী দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে,যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাই আমরা সাক্ষী দিয়েছিঃ

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَوَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورة فصلت١٩-٢١)

অর্থঃ“যে দিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভি মুখে সমবেত করা হবে,সেদিন তাদেরকে ভিন্নস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে । জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবেঃআল্লাহ্ যিনি সব কিছুকে বাক শক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাক শক্তি দিয়েছেন,তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে”। (সূরা হা- মীম সাজদা ১৯-২১)

মাসআলা- ১৯৬ ঃ জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেঃআল্লাহ্ আমাদের সাথে কৃত সমস্ত ওয়াদা পুরণ করেছেন তোমাদের সাথে কৃত সমস্ত ওয়াদাও কি পুরণ করেছেন?

জাহান্নামীরা বলবেঃ হাঁ আমাদের সাথে কৃত সমস্ত ওয়াদাও পুরণ করেছেন জাহান্নামের পাহারা দার বলবে লা'নত পরকালকে অস্বীকার কারীদের প্রতি এবং ইসলামের রাস্তা থেকে বাধা দানকারীদের প্রতিঃ

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ (سورة الأعراف٤٤-٤٥)

অর্থঃ“আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নাম বাসীদেরকে(উপহাস করে) বলবেঃ আমাদের প্রতি পালক যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন,আমরা তা বাস্তব ভাবে

পেয়েছি,কিন্তু আমাদের প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য ও বাস্তব রূপে পেয়েছ? তখন তারা বলবেঃ হ্যাঁ। পেয়েছি (এসময়) তাদের মধ্যে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করে দিবেন যে,যালিমদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। যারা আল্লাহ্‌র পথে চলতে মানুষকে বাঁধা দিত এবং ওতে বক্রতা অনুসন্ধান করত আর তারা পরকালকে অস্বীকার করত"। (সূরা আ'রাফ ৪৪-৪৫)

মাসআলা- ১৯৭ ঃ পৃথিবীতে এক সাথে জীবন যাপনকারী মুনাফেক ও মুমেনদের মাঝে নিম্নুক্ত কথাবার্তা হবেঃ

মুনাফেকঃ এ অন্ধকারে আমাদেরকে তোমাদের আলো থেকে কিছু আলো দাও।

মুমেনঃ এ আলো পাওয়ার জন্য আবার পৃথিবীতে যাও যদি সম্ভব হয়,এ অস্বীকৃতি শুনে মুনাফেক দ্বিতীয়বার বলবেঃ দুনিয়াতে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?

মুমেনঃ তোমরা আমাদের সাথে তো ছিলা কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের রাস্তার ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত ছিলে। মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে ছিলে তাই তোমাদের ঠিকানা জাহান্নামঃ

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (سورة الحديد ١٣-١٤)

অর্থঃ"সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে বলবেঃতোমরা আমাদের জন্য একটু থাম,যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি,বলা হবে তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর,অতপর উভয়ের মাঝা মাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে তার অভ্যান্তরে থাকবে রহমত এবং বহিরভাগে থাকবে আযাব। মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে আমরা কি (পৃথিবীতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না?তারা বলবেঃ হ্যাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদ গ্রস্ত করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্খা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আল্লাহ্‌র হুকুম (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত । আর মহা প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে"।(সূরা হাদীদ ১৩-১৪)

মাসআলা-১৯৮ঃআল্লাহ্‌র সাথে কাফেরদের কথাবার্তাঃ

আল্লাহ্ ঃ আমার নির্দশনসমূহ কি তোমাদের নিকট আসে নাই?

কাফেরঃহে আল্লাহ্! আমরা বাস্তবেই পথ ভ্রষ্টছিলাম এক বার আমাদেরকে এখান থেকে বের **করুন** দ্বিতীয় বার কুফরী করলে তখন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন।

আল্লাহ্ ঃ তোমরা লাঞ্ছিত হও এখান থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে আমার সাথে কোন কথা বলবে না।

বল পৃথিবীতে তোমরা কত দিন জিবীত ছিলে?

কাফেরঃ এক বা দু'দিন।

আল্লাহ্ঃ এত অল্প সময়ের জন্য তোমরা বিবেক খাটিয়ে কাজ করতে পার নাই আর মনে **করে**ছিলা যে আমার নিকট আর কখনো আসবে না?

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (سورة المؤمنون١٠٥-١١٥)

অর্থঃ"তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত সমূহ আবৃত্তি করা হত না?অথচ তোমরা এগুলো **অস্বী**কার করতে!তারা বলবেঃহে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং **আমরা** ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতি পালক!এ অগ্নি থেকে আমাদেরকে **উদ্ধা**র করুন;অতপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘন কারী **হব**। আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে **না**। আমার বান্দাদের মাঝে একদল ছিল যারা বলতঃহে আমাদের প্রতি পালক! আমরা ঈমান **এনে**ছি,সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনি তো **দয়া**লুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এ ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে যে,তা **তোমা**দেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরাতো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। **আমি** আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে,তারাই হল সফল **কাম**। তিনি বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে ? তারা বলবেঃ আমরা **অবস্থা**ন করেছিলাম এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ। আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে **জিজ্ঞে**স করুন। তিনি বলবেনঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে যদি তোমরা জানতে।

তোমরা কি মনে করেছিলে যে,আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে না"। (সূরা মু'মিনুন- ১১০-১১৫)

মাসআলা- ১৯৯ ঃ আল্লাহ্র সাথে কাফেরদের আরো একটি কথপোকতনঃ

আল্লাহ্ ঃ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া সত্য কি না ? কাফেরঃ কেন নয় বিলকুলই সত্য

আল্লাহ্ ঃ তাহলে তা অস্বীকারের স্বাদ গ্রহণ কর।

কাফেরঃ আফসোস! কিয়ামতের ব্যাপারে আমরা বিরাট ভুল করেছিঃ

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ (سورة الأنعام٣٠-٣١)

অর্থঃ"হায়! তুমি যদি সে দৃশ্যটি দেখতে,যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডয়মান করা হবে,তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেনঃকিয়ামত কি সত্য নয়?উত্তরে বলবেঃহে আমাদের প্রতিপালক!আমরা আমাদের প্রতিপালকের শপথ করে বলছি এটা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ তবে তোমরা সেটাকে অস্বীকার করার ফল সরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

ঐ সব লোক ক্ষতি গ্রস্ত হল যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সংবাদকে মিথ্যা ভেবেছে। যখন সে নিদৃষ্ট সময়টি তাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে তখন তারা বলবেঃ হায়! পিছনে আমরা কতইনা দোষক্রটি করেছি তারা নিজেরাই নিজেদের গোনার বোঝা নিজের পিঠে বহন করবে,শুনে রেখ তারা যা কিছু বহন করেছে তা কতইনা নিকৃষ্ট ধরণের বোঝা"! (সূরা আন'আম ৩০-৩১)

মাসআলা- ২০০ ঃ জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে একটি কথপোকথনঃ

জান্নাতীঃ তোমরা কি কারণে জাহান্নামে আসলে?

জাহান্নামীঃআমরা নামায পড়তাম না মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রুপকারীদের সাথে মিলে আমরাও তাদের সাথে বিদ্রুপ করতাম এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতামঃ

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (سورة المدثر٤٠-٤٧)

অর্থঃ "তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাব গ্রস্তদেরকে আহার্য দান করতাম না। আর আমরা সমালোচনা কারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন হতাম।আমরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম,আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত"। (সূরা মুদ্দাসসির -৪০-৪৭)

মাসআলা- ২০১ ঃ আল্লাহ্ ও তার ওলীদের মাঝে একটি শিক্ষামূলক কথপোকথনঃ

আল্লাহ্ঃ তোমরা কি আমার বান্দাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছ? না তারা নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে?

আল্লাহ্র ওলীঃ সুবহানাল্লাহ! আমারা তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে আমাদের বিপদাপদ দূর কারী কি করে বানাতে পারি?তুমি তাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ দিয়েছ আর তারা তা পেয়ে নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট হয়েছেঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (سورة الفرقان١٧-١٨)

অর্থঃ"এবং যে দিন তিনি একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে,তিনি সে দিন জিজ্ঞেস করবেন,তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে ছিলে? না তারা নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট হয়ে ছিল?

তারা বলবেঃআপনি পবিত্র ও মহান!আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারি না।আপনিই তো এদেরকে এবং এদের পিত্র পুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়ে ছিলেন, পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে"। (সূরা ফুরকান ১৭-১৮)

মাসআলা- ২০২ ঃ জাহান্নামের পাহারাদারের সাথে জাহান্নামীদের কিছু শিক্ষনীয় কথপোকথনঃ

عن عبد الله بن عمرو في قوله عزوجل (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) قال يخلى عنهم اربعين عاما لايجيبهم ثم اجابهم (إِنَّكُم مَّاكِثُونَ) فيقولون رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال فيخلى عنهم مثل الدنيا ثم اجابهم (قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) قال فوالله ما ينبس القوم بعد هذه الكلمة ان كان الا الزفير والشهيق (رواه الحاكم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্র বাণী তারা চিৎকার করে বলবেঃহে জাহান্নামের পাহারাদার তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন।(বর্ণনাকারী বলেন)

এর পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত (ফেরেশ্‌তা)তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে,এর কোন উত্তর দিবে না। এর পর উত্তরে সে বলবেঃ তোমরাতো এভাবেই থাকবে। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক !এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। অতপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।

আল্লাহ্ তাদের একথা শুনে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিবেন,যেমন তারা দুনিয়াতে তাঁর কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল,এর পর আল্লাহ্ তাদের উত্তরে বলবেঃতোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না। বর্ণনাকারী বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! এর পর তাদের ঠোট বন্ধ হয়ে যাবে আর শুধু তাদের চিল্লাচিল্লির আওয়াজই শোনা যাবে" ।(হাকেম)[২৫]

الامانى الذائفة

নিষ্ফল কামনা

মাসআলা- ২০৩ ঃ কয়েক ফোটা পানির জন্য আফসোস প্রকাশ।

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (سورة الأعراف-٥١)

অর্থঃ"জাহান্নামীরা জান্নাত বাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবেঃ আমাদের ওপর কিছু পানি ঢেলে দাও। অথবা তোমাদের আল্লাহ্ প্রদত্ব জীবিকা থেকে কিছু প্রদান কর। তারা বলবেঃ আল্লাহ্ এসব জিনিষ কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন।

যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল তামসার বস্তুতে পরিণত করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারণা ও গোলক ধাঁধায় নিমজ্জিত করে রেখে ছিল। সুতরাং আজকের দিনে আমি তাদেরকে তেমনি ভাবে ভুলে থাকব,যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আমার নিদর্শন ও আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছিল"। (সূরা আ'রাফ -৫০-৫১)

মাসআলা- ২০৪ ঃ আলোর একটু কিরণ লাভের জন্য আফসোস।

নোটঃ এ সংক্রান্ত আয়াত টি ১৯৭ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২০৫ঃ জাহান্নামের আযাব শুধু একদিনের জন্য হালকা করার আবেদন এবং জাহান্নামের পাহারাদারের ধমকঃ

---

25 - ৪/৬৪০

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (سورة غافر٤٩-٥٠)

অর্থঃ"যারা জাহান্নামে আছে তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবেঃতোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের শাস্তি লাগব করেন। তারা বলবেঃ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নির্দশনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসে নি? জাহান্নামীরা বলবেঃঅবশ্যই এসে ছিল। প্রহরীরা বলবেঃ তবে তোমরাই প্রার্থনা কর আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়"। (সূরা মুমিন ৪৯-৫০)

মাসআলা- ২০৬ ঃ নিষ্ফল মৃত্যু কামনাঃ

(وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قال إِنَّكُم مَّاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (سورة الزخرف٧٧-٧٨)

অর্থঃ"তারা চিৎকার করে বলবেঃ হে জাহান্নামের পাহারা দার তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করেদিন,সে বলবেঃ তোমরা তো এভাবেই থাকবে।আল্লাহ্ বলবেনঃআমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্য বিমুখ"। (সূরা যুখরুফ ৭৭-৭৮)

মাসআলা- ২০৭ ঃ জাহান্নামের আযাব দেখে কাফের আফসোস করে বলবে হায় আমি যদি এ জীবনের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাতাম!ঃ

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (سورة الفجر٢٣-٢٦)

অর্থঃ"সে দিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সে দিন মানুষ উপলব্ধি করবে,কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? সে বলবেঃ হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম"! (সূরা ফজর- ২৩-২৬)

মাসআলা-২০৮ঃ পথভ্রষ্টকারী আলেম ও পীরদেরকে জাহান্নামে পদদলিত করার নিষ্ফল কামনাঃ

ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (سورة فصلت٢٨- ٢٩)

অর্থঃ"জাহান্নাম,এটাই আল্লাহ্র শত্রুদের পরিণাম; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস,আমার নির্দশনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ। কাফিররা বলবেঃহে আমাদের

প্রতিপালক!যে সব জ্বিন ও মানব আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন,আমরা উভয়কে পদদলিত করব।যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়"। (সূরা হা-মীম সাজদা- ২৮-২৯)

মাসআলা-২০৯ ঃ আগুন দেখে পৃথিবীতে বিবেক- বুদ্ধি প্রয়োগ না করার জন্য আফসোস।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ (سورة الملك١٠-١١)

অর্থঃ"এবং তারা আরো বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম,তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে,অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য"।(সূরা মুল্‌ক ১০-১১)

মাসআলা-২১০ ঃ কাফের আগুন দেখে আকাঙ্খা করবে যে হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতামঃ

إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا (سورة النبأ-٤٠)

অর্থঃ"আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম,সেদিন মানুষ তার হাতের অর্জিত কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফের বলতে থাকবে ঃ হায়রে হতভাগা,আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম"! (সূরা নাবা -৪০)

মাসআলা-২১১ঃআরো একটি আফসোস! হায়! আমি যদি রাসূলের কথা শুনতাম হায়! আমি যদি ওমুক ও অমুককে বন্ধু না বানাতামঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (سورة الفرقان ٢٧- ٢٩)

"যালিম ব্যক্তি সে দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবেঃহায় আমি যদি রাসূলের সাথে সৎ পথ অবলম্ভন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করে ছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক"। (সূরা ফোরকান - ২৭-২৯)

মাসআলা-২১২ ঃ আগুনে জ্বলার পর কাফের আকাঙ্খা করবে যে হায়! আমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতামঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (سورة الأحزاب-٦٦)

অর্থঃ"যে দিন তাদের মুখমন্ডল অগ্নিতে উল্ট-পালট্ করা হবে,সেদিন তারা বলবেঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম"! (সূরা আহযাব - ৬৬)

মাসআলা-২১৩ ঃ স্বীয় গোনার কথা স্বীকার করার পর জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য নিষ্ফল আফসোসঃ

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (سورة غافر١١-١٢)

অর্থঃ"তারা বলবেঃহে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন।আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি,এখন বের হওয়ার কোন পথ মিলবে কি?

তোমাদের এ পার্থিব শাস্তি তো এ জন্য যে,যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো তখন,তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহ্র শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃসমুচ্চ মহান আল্লাহ্রই সমস্ত কতৃত্ব" ।(সূরা মুমিন- ১১-১২)

মাসআলা-২১৪ঃ মোজরেম নিজের সন্তান,স্ত্রী,ভাই, আত্মীয়-স্বজন,এমন কি পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকে জাহান্নামে দিয়ে হলেও সেখান থেকে সে নিজে বাঁচতে চাইবে কিন্তু তার এ আফসোস পূর্ণ হবে নাঃ

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (سورة المعارج-١١-١٦)

অর্থঃ"তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টি গোচর,অপরাধী সেই দিনের শাস্তি বদলে দিতে চাইবে সন্তান- সন্ততিকে। তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে যারা তাকে আশ্রয় দিত। এবং পৃথিবীর সকলকে,যাতে এ মুক্তিপন তাকে মুক্তি দেয়। না কখনো নয়,এটা তো লেলিহান অগ্নি,যা পাত্র থেকে চামড়া খসিয়ে দিবে"। (সূরা মায়ারিজ- ১১-১৬)

মাসআলা-২১৫ঃকাফের পৃথিবীর ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইবে কিন্তু তখন এ কামনা পূর্ণ হবে না ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (سورة آل عمران-٩١)

অর্থঃ"নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে,ফলত তাদের কারো নিকট থেকে পৃথিবী পরিপূর্ণ স্বর্ণও নেয়া হবে না। যদিও সে স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে তা প্রদান করে; ওদেরই জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই" ।(সূরা আল ইমরান- ৯১)

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يقال للكافر يوم القيامة ارأيت لو كان لك ملا الارض ذهبا اكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قد سئلت ايسر من ذالك (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন কাফেরকে বলা হবে,যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তোমার থাকে তাহলে কি তুমি তা এর বিনিময়ে দান করতে? সে বলবেঃ হাঁ। তাকে বলা হবে এর চেয়েও সহজ জিনিষ তোমার কাছে চাওয়া হয়ে ছিল"। (মুসলিম)[২৬]

মাসআলা-২১৬ঃ আযাব দেখে মোশরেকদের নির্ধারণ কৃত শরীকদের ব্যাপারে আক্ষেপ "হায় আমাদেরকে যদি একবার দুনিয়াতে পাঠানো হত তাহলে আমরা এ নেতাদের কাছ থেকে এমনভাবে সম্পর্ক মুক্ত থাকতাম যেমন তারা আজ আমাদের থেকে সম্পর্ক মুক্ত"ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (سورة البقرة١٦٦-١٦٧)

অর্থঃ"যারা অনুসৃত হয়েছে-তারা যখন অনুসারী দেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণ কারীরা বলবেঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম,তবে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যখ্যান করেছে আমরাও তেমনি তাদেরকে প্রত্যখ্যান করতাম;এভাবে আল্লাহ্ তাদের কৃত কর্মসমূহ তৎপ্রতি দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা অগ্নি হতে উদ্ধার পাবে না"। (সূরা বাক্বারা- ১৬৬-১৬৭)

মাসআলা-২১৭ ঃ আগুনের আযাব দেখে কাফেরের দিলে সৃষ্ট বেদনাঃ

আফসোস ! আমি যদি আল্লাহ্র সাথে নাফরমানী না করতাম।

আফসোস! আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ না করতাম।

আফসোস! আমি যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হতে চেষ্টা করতাম।

আফসোস! আমিও যদি পরহেযগার হয়ে যেতাম।

আফসোস।যদি একবার সুযোগ মিলে তাহলে আমিও নেককার হয়ে যাবঃ

---

26 -কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন,বাব ফিল কুফ্ফার।

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (سورة الزمر ٥٥-٥٩)

অর্থঃ"অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে তার। তোমাদের ওপর অতর্কিত ভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে। যাতে কাউকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্যে আফসোস! আমিতো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা কেউ যেন না বলে আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকেও বলতে না হয় ঃ আহা!যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যার্বতন ঘটতো তবে আমি সৎকর্মশীল হতাম।

প্রকৃত ব্যাপারতো এই যে,আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল,কিন্তু তুমি এগুলে কে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে;আর তুমিতো ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত" ।(সূরা যুমার- ৫৫-৫৯)

মাসআলা-২১৮ঃপ্রতিফল দেখে কাফেরের দুঃখ আফসোস!আমার আমল নামা যেন আমাকে না দেয়া হয়,আফসোস হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতঃ

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (سورة الحاقة ٢٥-٢٧)

অর্থঃ"কিন্তু যার আমল নামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ হায়! আমাকে যদি তা দেয়াই না হত,আমার আমল নামা এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত"!(সূরা হাক্কা- ২৫-২৭)

মাসআলা-২১৯ ঃ আফসোস!আমি যদি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক না করতামঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو ان الله هدانى فيكون عليهم حسرة وكل اهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا ان الله هدانى فيكون له شكرا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ (رواه الحاكم)

অর্থঃ“আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃসমস্ত জাহান্নাম বাসী জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে,আর আফসোস করে বলবেঃ হায়!আল্লাহ্ যদি আমাকে হেদায়েত প্রাপ্ত করতেন! তা দেখা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। আর প্রত্যেক জান্নাতীকে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো হবে।তখন সে বলবেঃযদি আল্লাহ্ আমাকে হেদায়েত না দিত (তাহলে আমাকে সেখানে যেতে হত) তা দেখা হবে তারা জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ।এর পর রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)তেলওয়াত করলেনঃ হায়!আল্লাহ্র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস”! (হাকেম)[২৭]

امنية اهل النار فى طلب فرصة

জাহান্নামীদের আরো একটি সুযোগ লাভের আকাঙ্খাঃ

মাসআলা-২২০ঃকাফের আগুন দেখে সত্যকে স্বীকার করবে আর সৎ আমল করার জন্য দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য আকাংখা করবেঃ

يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (سورة الأعراف-٥٣)

অর্থঃ“তারা আর কিছুর অপেক্ষা করছে না শুধু সর্বশেষ পরিণতির অপেক্ষায় রয়েছে,যে দিন এর সর্বশেষ পরিণতি এসে উপস্থিত হবে,সে দিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবেঃ বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূল সত্য কথা এনে ছিলেন,সুতরাং এখন এমন কোন সুপারিশ কারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে?অথবা আমাদের কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে,যাতে আমরা পূর্বের কৃত কর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে,আর যেসব মিথ্যা রচনা করেছিল তাও তাদের হাতে অন্তর্নিহিত হয়েছে”। (সুরা আ’রাফ - ৫৩)

মাসআলা-২২১ ঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে আগামীতে ভাল আমল করার দরখাস্তের ব্যাপারে জাহান্নামের পাহারা দারের কড়া কড়া উত্তর “ যালেমদের জন্য এখানে কোন সাহায্যকারী নেইঃ

---

[27] - সিল সিলা আহাদিস সহহি লি আল বানী। ৫ম খঃ হাদীস নং- ২০৩৪।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (سورة فاطر-٣٧)

অর্থঃ"সেখানে তারা আর্তনাদ করবে আর বলবে হে আমাদের প্রতিপালক!আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমারা সৎ কর্ম করব,পূর্বে যা করতাম তা করব না, আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে,তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে?তোমাদের নিকট তো সতর্ক কারীরাও এসেছিল সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর;যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই" ।(সূরা ফাতির- ৩৭)

মাসআলা-২২২ ঃ জাহান্নামে মোশরেকদের অন্যায় স্বীকার ও সুযোগ হলে মোমেন হওয়ার আকাংখাঃ

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة الشعراء٩٤-١٠٢)

অর্থঃ"অতপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে আল্লাহ্র শপথ! আমরাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম।যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকদের সমকক্ষ মনে করতাম। আমাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল।পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। কোন সুহৃদয় বন্ধুও নেই। হায় যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হত তাহলে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম"। (সূরা শুআ'র -১০২)

মাসআলা-২২৩ ঃ আল্লাহ্র সামনে লজ্জিত হয়ে কাফের ঈমান আনার আঙ্গিকার করে দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আসার আবেদন জানাবে উত্তরে বলা হবেঃতোমাদের কৃতকর্মের বদলা হিসেবে তোমরা সবর্দা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ কর ঃ

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة السجدة-١٢-١٤)

অর্থঃ"এবং হায়!তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম,এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন আমরা সৎ কর্ম করব,আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।আমি ইচ্ছা

করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম;কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্যঃআমি নিশ্চয়ই জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। তবে শাস্তি আস্বাদন কর কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিল,আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি,তোমরা যা করতে তজ্জন্যে তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক"। (সূরা সাজ্‌দা ১২-১৪)

মাসআলা-২২৪ ঃ আগুনের আযাব দেখে কাফের একবার সুযোগ পেয়ে সৎ হয়ে জীবন যাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে কিন্তু তা পুরন হবে নাঃ

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (سورة الزمر٥٨-٥٩)

অর্থঃ"অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকেও বলতে না হয়ঃআহা ! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত,তবে আমি সৎকর্মশীল হতাম।

প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে,আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল,কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে;আর তুমি তো ছিলে কাফেরদের অর্ন্তভুক্ত"। (সূরা যুমার ৫৮-৫৯)

মাসআলা-২২৫ঃজাহান্নামী আল্লাহ্‌র সামনে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য ঈমান আনার ব্যাপারে ওয়াদা করবে উত্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠিনভাবে ধমক দেয়া হবেঃ

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ (سورة المؤمنون١٠٦-١١٠)

অর্থঃ"তারা বলবেঃহে আমাদের রব!দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। অতপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘন কারী হব। আল্লাহ্‌ বলবেনঃ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেদিন ও আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে,তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়ে ছিল, তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে"। (সূরা মু'মিনুন- ৬-১০)

মাসআলা-২২৬ঃআগুনের আযাব দেখে কাফের এক মূহর্তের জন্য সুযোগ চাইবে যাতে ঈমান আনতে পারে কিন্তু তার দরখাস্ত কবুল হবে না ঃ

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ (سورة إبراهيم-٤٤)

অর্থঃ"যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সর্ম্পকে তুমি মানুষকে সর্তক কর,তখন যালিমরা বলবেঃহে আমাদের প্রতিপালক!আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন,আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব,তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না,তোমাদের পতন নেই"? (সূরা ইবরাহিম- ৪৪)

মাসআলা-২২৭ঃজাহান্নামের পাশে দাঁড়িয়ে কাফেরের আরেক দফা পৃথিবীতে ফিরে আসার আবেদনঃ

وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة الأنعام-٢٧)

অর্থঃ"তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি আবলোকন করতে,যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে,তখন তারা বলবেঃ হায়! আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা ঈমান দার হয়ে যেতাম"! (সূরা আনআ'ম- ২৭)

মাসআলা-২২৮ঃ জাহান্নামের আযাব দেখে দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশঃ

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ (سورة الشورى ٤٤-٤٥)

অর্থঃ "যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবেঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমিলিত চোখে তাকাচ্ছে,মুমিনরা কিয়ামতের দিন বলবেঃ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। জেনে রাখ যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি" । (সূরা সূরা ৪৪-৪৫)

মাসআলা-২২৯ঃকঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত মোজরেমদের আবেদন "হে আমাদের প্রভু! একবার একটু আযাব দূর করুন আমরা ঈমান আনব"ঃ

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (سورة الدخان١٢-١٦)

অর্থঃ"তখন তারা বলবেঃহে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্তি দিন,আমরা ঈমান আনব।তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাতা এক রাসূল; অতপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বলেঃসে তো শিখানো বুলি বলছে,সে তো এক পাগল। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি তোমরাতো তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সে দিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই"। (সূরা দুখান - ১২-১৬)

মাসআলা-২৩০ঃ ইবরাহিম (আঃ) এর পিতা আযর জাহান্নাম দেখে বলবেঃহে ইবরাহিম!আজ আমি তোমার কথা শুনব কিন্তু তখন ইবরাহিম(আঃ) এর পিতাকেও সুযোগ দেয়া হবেনা বরং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবেঃ

عن ابی هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه آزار يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة و غبرة يقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصنى فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول ابراهيم يارب انك وعدتنى ان لا تخزينى يوم يبعثون فاى خزى اخزى من ابى الابعد ؟ فيقول الله تعالى انى حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا ابراهيم ما تحت رجليك فينظر فاذا هو ضبغ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুহুরইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃইবরাহিম(আঃ) কিয়ামতের দিন তাঁর পিতাকে এমনভাবে দেখতে পাবে যে,তার মুখে কাল ও ধুলাময়,তখন ইবরাহিম (আঃ)বলবেনঃআমি কি পৃথিবীতে তোমাকে বলিনাই যে আমার কথা অমান্য করবে না?আযর বলবেঃ আচ্ছা আজ আমি তোমার কথা অমান্য করব না। তখন ইবরাহিম(আঃ)স্বীয় রবের নিকট আবেদন করবে যে,হে আমার রব! তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলে যে,কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবে না কিন্তু এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে যে,আমার পিতা তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত।আল্লাহ্ বলবেনঃ হে ইবরাহিম!তোমার উভয় পায়ের নিচে কি?ইবরাহিম(হঠাৎ)দেখবেন আবর্জনার সাথে মিসা এক মূর্তি যাকে ফেরেশ্তারা পদাঘাত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে"। (বোখারী)[২৮]

28 -কিতাব বাদউল খালক, বাব কাওলিল্লাহি তা'লা ওয়াত্তাখাজাল্লাহা ইবরাহিমা খালীলা।

ابليس فى النار

জাহান্নামে ইবলীস

মাসআলা-২৩১ঃ জাহান্নামে প্রবেশের পর ইবলীসের তার অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বক্তব্যঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة إبراهيم-٢٢)

অর্থঃ"যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে,তখন শয়তান বলবেঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি,আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম,কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই,আমার তো তোমাদের ওপর কোন অধিপত্য ছিল না,আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে;সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কর না,তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর;আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্র শরীক করে ছিলে,তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যালিমদের জন্য তো বেদনাদয়ক শাস্তি আছেই"।(সূরা ইবরাহিম- ২২)

মাসআলা-২৩২ঃ ইবলীসের দৃষ্টান্তমূলক শেষ পরিণতিঃ

মাসআলা-২৩৩ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবলীসকে আগুনের পোশাক পরানো হবেঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يكسى حلة من النار ابليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادى يا ثبورا ه وينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فيقول يا ثبورا ه ويقولون يا ثبورهم فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا (رواه احمد)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নামে সর্বপ্রথম ইবলীস কে আগুনের পোশাক পরানো হবে।তা তার কপালের ওপর রেখে পিছন থেকে টানা হবে,তার সন্তানরা (তার চেলারা) তার পিছে পিছে চলবে, ইবলীস তার মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে তার ভক্তরাও মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে, এমন কি যখন সে জাহান্নামের কাছে এসে উপস্থিত হবে,তখন ইবলীস

বলবেঃ হায় মৃত্যু! তার সাথে তার ভক্তরাও বলবেঃ হায় মৃত্যু! তখন তাকে বলা হবে আজ এক মৃত্যু নয় বহু মৃত্যুকে ডাক" ।(আহমদ)[২৯]

الذكر الماضية

স্মৃতিচারণ

মাসআলা-২৩৪ঃজাহান্নামে এক ভাল বন্ধুর স্মৃতিচারণ ও তার তালাশঃ

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (سورة ص٦٢- ٦٤)

অর্থঃ"তারা আরো বলবেঃ আমাদের কি হল যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না?তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র মনে করতাম,না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? এটা নিশ্চিত সত্য,জাহান্নামীদের এই বাদ - প্রতিবাদ" । (সূরা সোয়াদ - ৬২-৬৪)

মাসআলা-২৩৫ঃ জাহান্নামে এক পথভ্রষ্ট বে-দ্বীন বন্ধুর স্মৃতিচারণঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (سورة الفرقان٢٧-٢٩)

অর্থঃ"যালিম ব্যক্তি সে দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবেঃহায়!আমি যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম।

হায়! দুর্ভোগ আমার,আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল,আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক"। (সূরা ফুরকান- ২৭-২৯)

الاعمال السائقة الى النار خلابة

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমলসমুহ আনন্দ দায়কঃ

মাসআলা-২৩৬ঃ জাহান্নামকে আনন্দ দায়ক আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছেঃ

---

[29] - ইবনে কাসীর - ৩/৪১৫।

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبريل الى الجنة فقال انظر اليها و الى ما اعددت لاهلها فيها، قال فجاء ها فنظر اليها و الى ما اعد الله لاهلها فيها قال فرجع اليه قال فوعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها فامر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع اليها فنظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها قال فرجع اليها فاذا هى قد حفت بالمكاره فرجع اليه فقال و عزتك لقد خفت ان لا يدخلها احد قال اذهب الى النار فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فاذا هي يركب بعضها بعضا فرجع اليها فقال وعزتك لا يسمع بها احد فيد خلها فامر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع اليها فقال وعزتك لقدخشيت ان لا ينجو منها احد الا دخلها (رواه الترمذي)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেনঃ যখন আল্লাহ্ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেন তখন সেখানে জিবরীল কে জান্নাত দেখতে পাঠালেন এবং তাকে বললেনঃ তুমি তা দেখ এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। তখন সে ওখানে গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি তৈরী করে রাখা হয়েছে তা দেখল এবং আল্লাহ্র নিকট ফিরে আসল,এসে বলল তোমার ইজ্জতের কসম! যেই তার কথা শুনবে সেই সেখানে প্রবেশ করবে।তখন আল্লাহ্ নিদের্শ দিলেন,তখন তাকে কষ্টকর আমালসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হল। এর পর তাকে (জিবরীল কে) বললেনঃ তুমি সেখানে আবার যাও এবং তা দেখ এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। তখন সে ওখানে গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য কি তৈরী করে রাখা হয়েছে তা দেখল,তখন দেখল যে, এখন তা কষ্টকর আমালসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে।তখন সে আল্লাহ্র নিকট ফিরে আসল, এসে বললঃতোমার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তখন আল্লাহ্ বললেনঃ যাও এখন গিয়ে জাহান্নাম দেখে আস এবং তা ও তার অধিবাসীদের জন্য কি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। তখন সে ওখানে গিয়ে দেখতে পেল যে,তার একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করছে,তখন সে আল্লাহ্র নিকট ফিরে আসল এবং বললঃ তোমার ইজ্জতের কসম! যেই এর কথা শুনবে সেই তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না।তখন তিনি নির্দেশ দিলেন,ফলে তাকে কামভাবাপন্ন আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হল। এর পর আল্লাহ্ তাকে(জিবরীল কে)আবার বললেনঃ তুমি আবার সেখানে গিয়ে তা দেখে আস,তখন সে আবার ওখানে গিয়ে তা দেখে আসল এবং বললঃ তোমার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এখানে প্রবেশ না করে কেউ মুক্তি পাবে না"। (তিরমিযী)[৩০]

30 - আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম,বাব মাযায়া ফি আন্নাল জান্না হুফ্ফাত বিল মাকারেহ। (২/২০৭৫)

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃজান্নাত কষ্টদায়ক আমল সমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে,আর জাহান্নাম আরামদায়ক আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে"। (মুসলিম) [৩১]

মাসআলা-২৩৭ঃ পৃথিবীর চাকচিক্যতার পরিণতি জাহান্নামঃ

عن ابى مالك الاشعرى رضي الله عنه قال انى سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا ومرة آخرة ومرة الدنيا حلوة الاخرة (رواه احمد و الحاكم)

অর্থঃ"আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃআমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি,তিনি বলেনঃ পৃথিবীর মিষ্টি পরকালের তিক্ত,আর পৃথিবীর তিক্ত পরকালের মিষ্টি"। (আহমদ, হাকেম)[৩২]

মাসআলা-২৩৮ঃ আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজ সমূহ আনন্দ দায়কঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ পৃথিবী মুমিনের জন্য জেল সরূপ, আর কাফেরের জন্য জান্নাত সরূপ"। (মুসলিম)[৩৩]

نسبة اهل النار والجنة من بنى آدم

আদম সন্তানদের মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামীর হারঃ

মাসআলা-২৩৯ঃ হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাবে আর মাত্র একজন জান্নাতে যাবেঃ

---

31 - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা।

32 - আলবানী সংকলিত সহীহ আল জামে' আস সাগীর। খঃ ৩। হাদীস নং ৩১৫০)

33 - কিতাবুয্যুহদ|

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار ؟ قال من كل الف تسع مائة وتسعة وتسعين قال فذالك حين يشيب الصغيريَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (سورة الحج-٢) قال فاشتد ذالك عليهم قالوا يارسول الله واينا ذاك الرجل ؟ فقال ابشروا فان من ياجوج وماجوج الف ومنكم رجل ... الحديث (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু সাঈদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃআল্লাহ্ তা'লা বলেনঃহে আদম! সে বলবেঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার খেদমতে ও তোমার অনুসরণে আমি উপস্থিত,সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে,তখন আল্লাহ্ বলবেঃমানুষের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা কর। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করবে যে,জাহান্নামী কত জন?আল্লাহ্ বলবেনঃ হাজারে ৯৯৯ জন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃআর এটাই হবে ঐ মূহর্ত যখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে,গর্ভধারিনী মহিলা গর্ভপাত করবে,আর তুমি লোকদেরকে বেহুশ দেখতে পাবে। অথচ তারা বেহুশ হবে না বরং তা হবে আল্লাহ্র আযাবের কঠিনত্বের ফল। বর্ণনাকারী বলেনঃ একথা শুনে সাহাবাগণ পেরেশান হয়ে গেল এবং বলতে লাগলঃ হে আল্লাহ্র রাসূল!তাহলে আমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে,জান্নাতে যাবে? তিনি বললেনঃ সুসংবাদ গ্রহণ কর। এর মধ্যে ইয়াজুজ মা'জুজের মধ্য থেকে এক হাজার মানুষ (জাহান্নামে যাবে), আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন"। (মুসলিম)[৩৪]

মাসআলা-২৪০ ঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উম্মতের ৭৩ ফিরকার মধ্যে ৭২ ফিরকা জাহান্নামে যাবে আর ১ ফেরকা জান্নাতে যাবেঃ

عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة فواحدة فى الجنة وسبعون فى النار و افترقت النصراى على ثنتين و سبعين فرقة فاحدى وسبعون في النار وواحدة فى الجنة والذى نفس محمد بيده! لتفترق امتى على ثلاث و سبعين فرقة وواحدة فى الجنة و ثنتان و سبعون في النار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم ؟ قال الجماعة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আওফ বিন মালেক(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইহুদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিল,তাদের মধ্যে একটি দল

[34] কিতাবুল ইমান, বাব লিবায়ান কাউন হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না।

জান্নাতী আর বাকী ৭০টি দল জাহান্নামী, নাসারারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল,তাদের মধ্যে একটি দল জান্নাতী আরবাকী ৭১ দল জাহান্নামী।ঐ সত্বার কসম যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ!অবশ্যই আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এর মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে,আর একটি দল জান্নাতে যাবে।তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তারা করা?তিনি বললেনঃ(আল জামায়া) আহলুস্সুন্না ওয়াল জামায়া"।(ইবনে মাযা)[৩৫]

كثرة النساء فى النار

জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাধিক্যঃ

মাসআলা-২৪১ ঃ জাহান্নামে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যাধিক্য হবেঃ

عن اسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين و اصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار فاذا عامة من دخلها النساء (رواه البخارى)

অর্থঃ "ওসামা (রাযিয়াল্লাহুআনহু) নবী (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলাম যে, তাতে অধিকাংশ প্রবেশ কারীরা গরীব মানুষ,সম্পদশালীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে।আর জাহান্নামে প্রবেশকারী সম্পদশালী দেরকে আগেই জাহান্নামে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।অতপর আমি জাহান্নামের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যে,তাতে অধিকাংশ প্রবেশকারীরা হল নারী"। (বোখারী)[৩৬]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء (رواه الترمذي)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি জান্নাতের প্রতি দৃষ্টি পাত করে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীরা ফকীর,আর জাহান্নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা"। (তিরমিযী)[৩৭]

---

[35] - কিতাবুল ফিতান বাব ইফতিরাকুল উমাম।

[36] - কিতুবুন নিকাহ।

[37] - আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম, বাব মাযায়া আন্না আকসারা আহলিন ন্নারি আন নিসা। (২/২০৯৮)

মাসআলা-২৪২ ঃ কোন কোন মহিলা স্বীয় স্বামীর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে জাহান্নামী হবেঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النار فلم ار كاليوم منظرا قط ورأيت اكثر اهلها النساء ، قالوا لما يا رسول الله ؟ قال بكفرهن ، قيل ايكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط (رواه مسلم)

অর্থঃ"ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃআমি জাহান্নাম দেখেছি আর আজকের ন্যায় আর কোন দিন আমি আর কোন দৃশ্য দেখি নাই। আর তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।তারা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞেস করল কেন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেনঃ তাদের কুফরীর কারণে।জিজ্ঞেস করা হল যে,তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি বললেনঃতারা স্বীয় স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয় এবং তার অনুগ্রহকে অস্বীকার করে,আর তুমি যদি তাদের কারো প্রতি জীবনভর অনুগ্রহ করতে থাক,কিন্তু হঠাৎ যদি তার মর্জি বিরুধী কিছু তোমার কাছ থেকে পায়,তাহলে সে বলেঃ "আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভাল কোন কিছু পাই নাই"। (মুসলিম)[৩৮]

মাসআলা-২৪৩ঃ কিছু কিছু মহিলা অধিক পরিমাণ লা'নত করার কারণে জাহান্নামে যাবেঃ

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فانى رأيت كن اكثر اهل النار ، فقلنا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تكثرن اللعن و تكفرن العشير (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবু সাঈদ খুদরী(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল আজহা বা ঈদুল ফিতেরের দিন ঈদগাহ্র দিকে বের হওয়ার সময়,মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেনঃহে মহিলারা তোমরা সাদকা কর।কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকেই জাহান্নামী হিসেবে দেখতে পেয়েছি। তারা বললঃকেন হে আল্লাহ্র রাসূল!(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তিনি বললেনঃতোমরা তোমাদের স্বামীদের বেশি বেশি অকৃতজ্ঞ হও এবং লা'নত(অভিসম্পাত)বেশি বেশি করে কর"। (বোখারী)[৩৯]

মাসআলা-২৪৪ ঃ কিছু কিছু মহিলা হালকা পোশাক পরিধান বা নামকে ওয়াস্তে কোন পোশাক পরিধান করার কারণে জাহান্নামে যাবেঃ

---

[38] - কিতাবুল কুসুফ।

[39] -কিতাবুল হায়েয, বাব তারকিল হায়েযে আস্ সাওম।

মাসআলা-২৪৫ঃ কোন কোন মহিলা পুরুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার কারণে জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما ، قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس و نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المثلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দু'প্রকার লোক জাহান্নামী হবে তবে আমি তাদেরকে দেখি নাই।তাদের এক প্রকার হল তারা,যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় কোড়া থাকবে,আর তারা তা দিয়ে তাদের অধিনস্ত লোকদেরকে আঘাত করবে। আরেক প্রকার হল ঐ সমস্ত মহিলা যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে,পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাদের মাথা বড় উটের কুঁজের ন্যায় ঝুকে থাকবে(আলগা চুল ব্যবহার করার কারণে) তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুঘ্রাণও পাবেনা । অথচ তার সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে"। (মুসলিম)[৪০]

المبشرون بالنار

জাহান্নামের সুসংবাদ প্রাপ্তরাঃ

মাসআলা-২৪৬ ঃ আমর বিন লুহাই জাহান্নামীঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف ابا بنى كعب هؤلاء يجر قصبه في النار (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃআমি আমর বিন লুহাই বিন কাময়া বিন খান্দাফ আবু বানি কা'বকে দেখিছি যে,সে জাহান্নামে স্বীয় নাড়ীভূঁড়ি টেনে নিয়ে চলছে"। (মুসলিম)[৪১]

মাসআলা-২৪৭ ঃ সায়েবা নামক মূর্তির তৈরী কারী আমর বিন আমের খুজায়ী জাহান্নামী হবেঃ

40 - কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব জাহান্নাম।

41 - প্রাগুক্ত।

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عمار الخزاعى يجر قصبه فى النار وكان اول من سيب السوائب (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃআমি আমর বিন আম্মার আল খুযায়ী কে দেখেছে যে সে জাহান্নামে স্বীয় নাড়ী ভূঁড়ি টেনে নিয়ে চলছে,সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে,সর্বপ্রথম সায়েবা মূর্তি তৈরী করেছিল"। (মুসলিম)[৪২]

মাসআলা-২৪৮ ঃ গনীমতের মাল থেকে চাদর চুরী করার কারণে কারকারা নামক এক ব্যক্তি জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৯৫ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৪৮ঃবদরের যুদ্ধে নিহত ১৪ জন কোরাইশ নেতা জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى طلحة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر باربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا فى طوى من اطواء بدر خبيث مخبث فقام على شفة الركى فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان! يسركم انكم اطعتم الله ورسوله ؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ (رواه البخاري)

অর্থঃ"আবু তালহা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃবদরের যুদ্ধের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরাইশদের ২৪ জন নেতাকে বদরের কুয়া সমূহের মধ্যে একটি দুর্গন্ধ ময় কুয়ায় নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন,তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করার পর তিনি কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত সরদারদেরকে তাদের পিতার নামসহ ডাকলেন,হে অমুকের ছেলে অমুক,হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমাদের কি একথা পছন্দ লাগছে যে,তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর নাই? আমাদের সাথে আমাদের রব যে অঙ্গিকার করেছিল তা আমরা সত্য পেয়েছি,তোমাদের সাথে তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিল তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ"? (বোখারী)[৪৩]

মাসআলা-২৫০ঃ আবু সামামা আমর বিন মালেক জাহান্নামীঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১ নং মাসআলায় দ্রঃ।

---

42 - প্রাগুক্ত।

43 - কিতাবুল জিহাদ বাব দূয়া আলাল মুশরেকীন।

মাসআলা-২৫১ ঃ খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কাফের ও মুশরেকরা জাহান্নামী হবেঃ

عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس (رواه البخارى)

অর্থঃ"আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃখন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাদের ঘর ও কবর সমূহকে আগুন দিয়ে ভরে দিন,তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায(আসরের) আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে,এমনকি সূর্য ডুবে গেছে"। (বোখারী) [88]

المخلدون فى النار

চিরস্থায়ী জাহান্নামীঃ

মাসআলা-২৫২ ঃ মুশরেক জাহান্নামী হবেঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (سورة البينة-٦)

অর্থঃ"আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে,তারাই সৃষ্টির অধম"। (সূরা বায়্যিনা - ৬)

মাসআলা-২৫৩ ঃ কাফের জাহান্নামী হবেঃ

وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة-٣٩)

অর্থঃ"আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী,সেখানে তারা সদা অবস্থান করবে"। (সূরা বাক্বারা-৩৯)

মাসআলা-২৫৪ ঃ মোরতাদ জাহান্নামী হবেঃ

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة-٢١٧)

---

44 - প্রাগুক্ত।

অর্থঃ"আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং ঐ কাফের অবস্থায় তার মৃত্যু হয়,তাহলে তার ইহকাল সংক্রান্ত ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে"। (সূরা বাক্বারা - ২১৭)

মাসআলা-২৫৫ ঃ মুনাফিক জাহান্নামী হবেঃ

وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (سورة التوبة -٦٨)

অর্থঃ "আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষদের মুনাফিক নারীদেরও কাফেরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন,যাতে তারা চিরকাল থাকবে,এটা তাদের জন্য যথেষ্ট,আর আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি"। (সূরা তাওবা- ৬৮)

মাসআলা-২৫৬ ঃ আহলে কিতাব সহ অন্যান্য অমুসলিমদের মধ্য থেকে যারা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনবে না তারাও জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من احد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাই(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম!যার হাতে মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রাণ!এ উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কথা শুনবে,চাই সে ইহুদী হোক আর নাসারা,সে আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করল জাহান্নামীদের অর্ন্তভুক্ত হবে" ।(মুসলিম)[৪৫]

وارد النار مؤقتا

ক্ষণস্থায়ী জাহান্নামীঃ

মাসআলা-২৫৭ঃযাকাত না আদায়কারী জাহান্নামী হবেঃ

---

45 -কিতাবুল ঈমান, বাব ওজুবিল ঈমান বি রিসালাতি নাবিয়্যিনা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলা জামিয়িন্নাস।

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (سورة التوبة ٣٤-٣٥)

অর্থঃ"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যায় করে না, (হে মুহাম্মদ) তুমি তাদেরকে যন্ত্রনাদয়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন যা ঘটবে যে দিন জাহান্নামের আগুনে ঐ লোক গুলো উত্তপ্ত করা হবে। অতপর তা দ্বারা তাদের ললাট সমুহে এবং পৃষ্টদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে,আর বলা হবে এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখে ছিলে,সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর"। (সূরা তাওবা ৩৪-৩৫)

মাসআলা-২৫৮ঃ জেনে শুনে কোন মুমিনকে হত্যাকারী দীর্ঘসময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবেঃ

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (سورة النساء-٩٣)

অর্থঃ"আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি জাহান্নাম,তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন,ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য বিশেষ শাস্তি প্রস্তুত করেছেন"। (সূরা নিসা- ৯৩)

عن ابى سعيد وابى هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو ان اهل السماء والارض اشتركوا فى دم مؤمن لاكبهم الله في النار (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃযদি আকাশ ও যমিনে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টি একজন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যায় সামিল হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের সকলকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"। (তিরমিযী)[৪৬]

মাসআলা-২৫৯ঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে সেনাদল থেকে পলায়ন কারী জাহান্নামী হবেঃ

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (سورة الأنفال-١٦)

---

46 - কিতাবুত্ দিয়াত বাব আল হুকমু ফিদ্ দীমা। (২/১১২৮)

অর্থঃ"আর সে দিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান করে নেয়া ব্যতীত,কেউ তাদেরকে পৃষ্টপ্রদর্শন করলে অর্থাৎঃ পালিয়ে গেলে,সে আল্লাহ্‌র গযবে পরিবেষ্টিত হবে। তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম।আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান"। (সূরা আনফাল- ১৬)

মাসআলা-২৬০ ঃ ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণকারী জাহান্নামী হবেঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (سورة النساء-١٠)

অর্থঃ"যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে"। (সূরা নিসা- ১০)

মাসআলা-২৬১ ঃ যারা সাদবী সরলমনা নারীদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা জাহান্নামী হবেঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورة النور-٢٣)

অর্থঃ"যারা সাধবী সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে,তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি"। (সূরা নূর- ২৩)

মাসআলা-২৬২ ঃ ফাসেক,ফাজের ও অসৎ লোকেরা জাহান্নামী হবেঃ

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (سورة الإنفطار١٤-١٦)

অর্থঃ"এবং দুষ্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে, তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে;তারা তা থেকে অর্ন্তহিত হতে পারবে না"।(সূরা ইনফিতার- ১৪-১৬)

মাসআলা-২৬৩ ঃ নামায ত্যাগ কারী জাহান্নামী হবেঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون و فرعون و هامان وابى بن خلف (رواه ابن حبان)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি একদিন নামায সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যথা যথ ভাবে নামায আদায় করে,কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর, দলীল ও মুক্তির ওসিলা হবে। আর যে ব্যক্তি যথা যথ ভাবে নামায আদায় করবে না,কিয়ামতের দিন তার জন্য

কোন নূর, দলীল ও মুক্তির মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে"। (ইবনে হিব্বান)[৪৭]

মাসআলা-২৬৪ ঃ রোযা পালন না কারী জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৬৯নং হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-২৬৫ ঃ সমর্থ থাকা সত্বেও হজ্ব পালন না কারী জাহান্নামী হবেঃ

عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد هممت ان ابعث رجلا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين (رواه سعيد في سننه)

অর্থঃ"ওমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে কিছু লোককে শহরসমূহে প্রেরণ করি,তারা গিয়ে দেখুক যে,যাদের হজ্ব করার সামর্থ আছে অথচ তারা হজ্ব করতেছে না তাদের ওপর কর ধার্য করুক। তারা মুসলমান নয়,তারা মুসলমান নয়,তারা মুসলমান নয়"। (সাঈদ তার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)[৪৮]

মাসআলা-২৬৬ঃ লোক দেখানো আমলকারী জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد ، فاتى به فعرفه نعمه فعرفها ، فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جري فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ، و رجل تعلم العلم وعلمه وقراء القرآن فاتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال انك عالم وقرات القرآن ليقال هو قارى فقد قيل ، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى في النار ، ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ ولكنك فعلت ليقال لك هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القى فى النار(رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে,সে হবে ঐ ব্যক্তি যে,আল্লাহ্র পথে শাহাদাত বরণ করেছে, আল্লাহ্ তার সামনে তাকে দেয়া নেআ'মত

---

47 - আরনূত লিখিত সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং- ১৪৬৭।

48 -মোন্তাকাল আখবার,কিতাবুল মানাসেক, বাব ওজুবুল হাজ্ব আলাল ফাওর।

সমূহের কথা স্মরণ করাবেন আর সে তা স্বীকার করবে,তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ নেআ'মতসমূহের হক আদায় করার জন্য তুমি কি করেছ? সে বলবে আমি তোমার পথে যুদ্ধ করেছি,এমনকি এপথে আমি শাহাদাত বরণ করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃতুমি মিথ্যা বলছ,তোমাকে লোকেরা বাহাদূর বলবে এজন্য তুমি যুদ্ধ করেছিলে,আর তোমাকে পৃথিবীতে লোকেরা বাহাদুর বলছেও।অতপর ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে,তখন তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এর পর ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে,নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে,কোরআ'ন শিখেছে। আল্লাহ্ তাকে দেয়া নেআ'মত সমূহের কথা স্মরণ করাবেন,তখন সে তা স্মরণ করবে, তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে,এ নে'আমতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ। সে বলবে হে আল্লাহ্ আমি জ্ঞান অর্জন করেছি লোকদেরকে তা শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লোকদেরকে কোরআ'ন তেলওয়াত করে শুনিয়েছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছ,তুমি এজন্য জ্ঞান অর্জন করেছ যেন লোকেরা তোমাকে জ্ঞানী বলে। আর এজন্য কোরআ'ন তেলওয়াত করে শুনিয়েছ যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। তাই পৃথিবীতে লোকেরা তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলেছে। অতপর ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তখন তারা তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। এর পর তৃতীয় ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যাকে পৃথিবীতে স্বচ্ছলতা এবং সর্বপ্রকার সম্পদ দান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাকে দেয়া নেআ'মত সমূহের কথা তাকে স্মরণ করাবেন তখন সে তা স্মরণ করবে,আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে,এ নে'মতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তুমি কি করেছ। সে বলবে হে আল্লাহ্ আমি ঐ সমস্ত রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছি,যেখানে ব্যয় করা তোমার পছন্দ। আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছ,তুমি এজন্য সম্পদ ব্যয় করেছ যেন লোকেরা তোমাকে দানবীর বলে।আর পৃথিবীতে লোকেরা তোমাকে দানবীর বলেছে ও ।অতপর ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে তখন তাকে তারা উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে" ।(মুসলিম)[49]

মাসআলা-২৬৭ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নামে মিথ্যা অপবাদ দাতা জাহান্নামে যাবেঃ

عن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من يقل على ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار (رواه البخارى)

49 - কিতাবুল ইমারা ,বাব মান কাতালা লির রিয়া ওয়াস্সুময়া ইস্তাহাক্কা ন্নার।

অর্থঃ"উম্মে সালামা(রাযিয়াল্লাহু আনহা)(থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এমন কথা বলে যা আমি বলি নাই সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নেয়"। (বোখারী)[৫০]

মাসআলা-২৬৮ ঃ অহংকার কারী জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى سعيد الخدري و ابى هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العزة ازاره والكبرياء ردآءه فمن ينازعنى عذبته (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুসাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত,তারা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ইজ্জত আমার লুঙ্গি আর অহংকার আমার চাদর,যে ব্যক্তি তা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় তাকে আমি শাস্তি দিব"।(মুসলিম)[৫১]

মাসআলা-২৬৯ ঃ সুদ খোর জাহান্নামী হবেঃ

মাসআলা-২৭০ ঃ জিনাকার নারী পুরুষ জাহান্নামী হবেঃ

নোট ঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৭৩/১৭৪ নং হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-২৭১ ঃ মদ পানকারী জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৯০ নং হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-২৭২ ঃ আত্ম হত্যাকারী জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৭৮ নং হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-২৭৩ ঃ ছবি তৈরী কারী জাহান্নামী হবেঃ

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃছবি তৈরী কারী আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে"। (বোখারী)[৫২]

---

50 - কিতাবুল ইলম, বাব ইসমু মান কাযিবা আলান্নাবী।

51 - কিতাবুল বির ওয়সসিলা, বাব তাহরিমুল কিবর।

52 - কিতাবুল লিবাস বাব আযাবুল মুছাবিরীনা ইয়াওমাল কিয়ামা।

মাসআলা-২৭৪ঃপৃথিবীর সম্মান,সম্পদ ও গৌরব লাভের আশায় জ্ঞান অর্জনকারী জাহান্নামী হবেঃ

عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجارى به العلماء او ليمارى به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار (رواه الترمذي)

অর্থঃ"কা'ব বিন মালেক(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃআমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃযে ব্যক্তি আলেমদের সাথে ফখর করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করে,বা অজ্ঞ লোকদের সাথে ঝগড়া করা ও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জ্ঞান অর্জন করে তাকে আল্লাহ্ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন"। (তিরমিযী)[৫৩]

মাসআলা-২৭৫ ঃ বাইতুল মালে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ কারী জাহান্নামী হবেঃ

عن خولة بنت الانصارية رضى الله عنها قالت سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة (رواه البخارى)

অর্থঃ"খাওলা আনসারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে সে কিয়ামতের দিন জাহান্নামী হবে"। (বোখারী)[৫৪]

মাসআলা-২৭৬ ঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারি,মিথ্যুক বাদশা ও অহংকারী ফকীর জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ زان و ملك كذاب وعائل مستكبر (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃতিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না,আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হলঃ বৃদ্ধ ব্যভিচারি,মিথ্যুক বাদশা,অহংকারী ফকীর"। (মুসলিম)[৫৫]

মাসআলা-২৭৭ ঃ দান করে খোঁটা দেয়া, মিথ্যা শপথ করে পণ্য দ্রব্য বিক্রি করা পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী জাহান্নামীঃ

---

53 - আবওয়াবুল ইলম, বাব ফি মান ইয়তলুবুল ইলমা বি ইলমিদ্ দুনিয়া। (২/২১২৮)

54 - কিতাবুল জিহাদ,বাব কাওলিহি তা'লা ফা ইন্না লিল্লাহি ওয়ালির রাসূল।

55 -কিতাবুল ঈমান ,বাব বায়ানুগিলযু তাহরিম ইসবালুল ইযার, ওয়াল মান্ বিল আতিয়া, ওয়া তানফিকিস্ সিলয়া বিল হালাফ।

عن ابی ذر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ثلاثة لایكلمهم الله یوم القیامة ولا ینظر الیهم ولا یزكیهم ولهم عذاب الیم قال فقرأها رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرات قال ابو ذر خابوا و خسروا من هم یا رسول الله قال المسبل المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃ তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না,তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না,আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাটি তিন বার বলেছেন,তখন আবুযার বললঃ তারা ধ্বংস হোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক,তারা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেনঃ পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী দান করে খোঁটা দাতা,মিথ্যা শপথ করে পণ্য দ্রব্য বিক্রি কারী"। (মুসলিম)[৫৬]

মাসআলা-২৭৮ ঃ জীব জন্তুর প্রতি যুলুমকারী জাহান্নামী হবেঃ

عن عبد الله رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عذبت امرأة فی هرة سجنتها حتی ماتت فدخلت فیها النار لا هی اطعمتها وسقتها اذا هی تركتها تاكل من خشاش الارض، (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃএক মহিলার জাহান্নামে শাস্তি হচ্ছিল একটি বিড়ালকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আটকিয়ে রাখার কারণে,এ কারণে সে জাহান্নামী হয়েছিল,সে তাকে খাবার দেয় নাই,পান করায় নাই,আটকিয়ে রেখে ছিল এমন কি পোকামাকড় ও খেতে দেয় নাই"। (মুসলিম)[৫৭]

মাসআলা-২৭৯ ঃ অন্যের ওপর যুলুমকারী এবং অন্যের হক নষ্টকারী জাহান্নামী হবেঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم ولا متاع فقال المفلس امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام وزكاة ویأتی وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه اخذ من خطایا هم فطرحت علیه ، ثم طرح فی النار، (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)?কে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান মোফলেস (গরীব)কে? তারা বললঃ আমাদের মাঝে গরীব সে যার

---

56 - প্রাগুক্ত।

57 -কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব তারিম তা'যিব আল হির্ রা, ওয়া নাহবিহা।

ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে মোফলেস সে যে কিয়ামতের দিন নামায,রোযা, যাকাত (ইত্যাদি আমল) নিয়ে উপস্থিত হবে,কিন্তু সে ওমুককে গালি-গালাজ করেছে,ওমুক কে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে,ওমুকের সম্পদ নষ্ট করেছে, ওমুককে হত্যা করেছে,ওমুককে মারধর করেছে, তখন তার নেকীসমুহ ওমুক ওমুক কে দিয়ে দেয়া হবে,যখন তার অপরাধ শেষ হওয়ার আগেই নেকী শেষ হয়ে যাবে,তখন তাদের গোনা সমূহ থেকে গোনা তার আমল নামায় দেয়া হবে। অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"। (মুসলিম)[৫৮]

মাসআলা-২৮০ঃ হারাম উপার্জনকারী, খিয়ানতকারী, ধোঁকাবাজ, মিথ্যুক, অশ্লীল কথা বলে এ ধরণের লোক জাহান্নামী হবেঃ

عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم فى خطبته واهل النار الخمسة الضعيف الذى لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبغون اهلا ولا مالا والخائن الذى لا يخفى له طمع وان دق الا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسى الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك وذكر البخل او الكذب والشنظير الفاحش (رواه مسلم)

অর্থঃ"ইয়াজ বিন হিমার আল মাজাসেয়ে (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা খুতবা দিতে গিয়ে বলেছেনঃপাঁচ প্রকার লোক জাহান্নামী, (১) ঐ সমস্ত অজ্ঞ লোক যারা হালাল ও হারামের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। (২) যারা চোখ বন্ধ করে চলে,এমনকি তারা ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের প্রয়োজন থেকেও বে-পরওয়া। (৩) খিয়ানতকারী যে সমান্য প্রয়োজনেই খিয়ানত করতে থাকে। (৪) যে ব্যক্তি তোমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদে তোমাকে ধোঁকা দেয়। অতপর তিনি বখীল ও মিথ্যুকের কথা উল্লেখ করলেন, (৫) যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে"। (মুসলিম)[৫৯]

মাসআলা-২৮১ ঃ অসৎ চরিত্রের অধিকারী ও ঝগড়া-ঝাটিকারী জাহান্নামী হবেঃ

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى (رواه ابوداود)

অর্থঃ"হারেসা বিন ওহাব(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃঅসৎ চরিত্রের অধিকারী ও ঝগড়া-ঝাটিকারী জাহান্নামী হবে"। (মুসলিম)[৬০]

---

58 - কিতাবুয্ যুলম, বাবুল কাসাসওয়া আদায়িল হুকুক ইয়াওমুল কিয়ামা।

59 -কিতাবুল আদব বাব ফি হুসনিল খুলুক।

60 - কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার।

মাসআলা-২৮২ঃ কোন অনাবাদী এলাকায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্বেও মুসাফিরকে পানি না দান কারী,দুনিয়ার স্বার্থে রাষ্ট্রনায়কের নিকট বাইয়াত গ্রহণকারী জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل و رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لايبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها وفا وان لم يعطه لم يف (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃতিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না।আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১) কোন ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি থাকা সত্বেও মরুভূমিতে অন্য লোকদেরকে পানি নেয়া থেকে বাধা দেয়। (২) যে ব্যক্তি আসরের পর আল্লাহ্র নামে এবলে কসম করে মাল বিক্রি করল যে, এ মাল আমি এত এত দিয়ে ক্রয় করেছি,আর ক্রেতাও তা বিশ্বাস করে ক্রয় করল,অথচ সে এদামে তা ক্রয় করে নাই। (৩) যে ব্যক্তি দুনিয়াবী স্বার্থে কোন রাষ্ট্রনায়কের নিকট বাইয়াত করল,যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তাহলে সে তা পূর্ণ করে,আর কিছু না দিলে সে তা পূর্ণ করে না"। (মুসলিম)[৬১]

মাসআলা-২৮৩ ঃ লাগামহীন কথা বার্তা বলে এমন লোক ও জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد يتكلم بالكلمة ينزل بها فى النار ابعد ما بين المشرق و بين المغرب (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,কোন কোন সময় বান্দা তার মুখ দিয়ে এমন কোন কথা বলে ফেলে যার মাধ্যমে সে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়ে ও জাহান্নামের অধিক গভীরে গেয়ে পৌঁছে"। (মুসলিম)[৬২]

মাসআলা-২৮৪ঃকসম করে অপরের হক নষ্টকারীও জাহান্নামী হবেঃ

---

61 - কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান গিলজ তাহরিমিল ইসবাল ওয়া বায়ান আস্ সালাসা আল্লাযিনা লা ইয়ুকাল্লিমুহুমল্লাহু ইয়ামুল কিয়ামা।

62 - কিতাবুয্যুহদ বাব হিফজুল লিসান।

عن ابى امامة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرء مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কসম করে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করল,আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সামান্য কিছুও হয়? তিনি বললেনঃ যদি বাবলা গাছের একটি শাখাও হয় তবুও" ।(মুসলিম)[৬৩]

মাসআলা-২৮৫ঃপায়জামা সেলওয়ার লুঙ্গি ইত্যাদি টাখনার নিচে পরিধানকারী জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃলুঙ্গির যে অংশ টাখনার নিচে যাবে তা জাহান্নামী হবে" । (বোখারী)[৬৪]

মাসআলা-২৮৬ঃভাল করে অজু নাকারী জাহান্নামী হবে ঃ

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضئون واعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضؤ (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন ওমার(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কিছু লোককে ওজু করতে দেখেছেন,যে তাদের গোড়ালী চমকাচ্ছে। তিনি বললেনঃ ধ্বংশ শুষ্ক গোড়ালীর লোকদের জন্য,তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। অতএব তোমরা ভাল করে ওজু কর" । (ইবনে মাযা)[৬৫]

মাসআলা-২৮৭ঃহারাম সম্পদে লালিত ব্যক্তি জাহান্নামীঃ

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار اولى بهم (رواه الطبرانى)

---

63 কিতাবুল ঈমান বাব ওয়ায়িদি মান ইকতাতায়া হাক্কুল মুসলিম।

64 - কিতাবুত্ তাহারা বাব গাসলুল আরাকিব।

65 - মোখতাসার সহীহ বোখারী লি যোবাইদী। হাদীস নং- ২৩৪।

অর্থঃ "যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে শরীর হারাম মালে লালিত হয়েছে তার জন্য জাহান্নামই উত্তম"। (ত্বাবারানী)[৬৬]

মাসআলা-২৮৮ ঃ প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে ব্যক্তি কোন পোশাক পরে সে জাহান্নামীঃ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم الهب فيه نار (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন ওমার(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃযে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য পোশাক পরল,কিয়ামতের দিন তাকে লঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে। এর পর তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে"। (ইবনে মাজাহ)[৬৭]

মাসআলা-২৮৯ ঃ জেনে বুঝে দ্বীনের কথা গোপনকারী জাহান্নামী হবেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ১৭০ নং হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা-২৯০ ঃ হত্যার উদ্দেশ্যে একে অপরের ওপর হামলাকারীরা জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ؟ قال انه اراد قتل صاحبه (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃযখন দু'জন মুসলমান স্বীয় তরবারী নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা করে,তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামী। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল! হত্যাকারী জাহান্নামী হবে এটাতো স্পষ্ট,কিন্তু নিহত কিভাবে জাহান্নামী হবে?তিনি বললেনঃ নিহত ব্যক্তিও স্বীয় সাথীকে হত্যা করার জন্য আগ্রহীছিল" ।(ইবনে মাজাহ)[৬৮]

মাসআলা-২৯১ ঃ ধোঁকা ও চক্রান্তকারী জাহান্নামী হবেঃ

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشانا فليس منا والمكر والخداع فى النار (رواه الطبرانى)

---

66 - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আস্ সাগীর খঃ ৪, হাদীস নং--৪৩৯৫।

67 - কিতাবুললিবাস,বাব মান লাবিসা সুহরাতান মিন লিবাস।

68 - কিতাবুল ফিতান,বাব ইযা ইলতাকাল মুসলিমানে বিসাইফাইহিমা ।

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের অর্ন্তভুক্ত নয়। ধোঁকাবাজ ও চক্রান্তকারী জাহান্নামী হবে" ।(ত্বাবারানী)[৬৯]

মাসআলা-২৯২ ঃ সোনার আংটি ব্যবহারকারী জাহান্নামী হবেঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده (رواه مسلم)

অর্থঃ"ইবনে আব্বাস(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির হাতে একটি আংটি দেখে হাত থেকে তা খুলে বাহিরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আগুনের আঙ্গরা হাতে রাখা পছন্দ করে তাহলে সে যেন সোনার আংটি ব্যবহার করে" । (মুসলিম)[৭০]

মাসআলা-২৯৩ ঃ সোনা চাঁদির প্লেটে পানা-হার কারী জাহান্নামী হবেঃ

عن ام سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في اناء من ذهب او فضة فانما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم (رواه مسلم)

অর্থঃ "উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির প্লেটে পান করে সে স্বীয় পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করাল" । (মুসলিম)[৭১]

মাসআলা-২৯৪ ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার আগমনে লোকেরা দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগতম জানাক সে জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى مجلز قال خرج معاوية رضى الله عنه فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان رضي الله عنهما فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا من النار (رواه الترمذي)

---

69 - আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদিস সহীহা। খঃ৩। হাদীস নং- ১০৫৮।

70 - কিতাবুল রিবাস ওয়াযযিনা, বাব তাহরিমিয্ যাহাবআলার রিজাল

71 - কিতাবুল লিবাস ওয়াযযিনা, বাব তাহরিম ইস্তে'মাল আওয়ানী আয যাহাব, ফি শুরবি ওয়া গাইরিহি আলার্ রিজাল ওয়া নিসা।

অর্থঃ “আবু মিজলায থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ মোয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বের হলে আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর ও ইবনে সাফওয়ান(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)দাঁড়িয়ে গেল,তখন মোয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃতোমরা উভয়ে বসে যাও আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে,তার জন্য লোকেরা বা-আদব দাঁড়িয়ে থাকুক,সে যেন তার ঠিকানা নিজেই জাহান্নামে বানিয়ে নিল”। (তিরমিযী)[৭২]

মাসআলা-২৯৫ঃ গনীমতের মাল থেকে চুরীকারীও জাহান্নামী হবেঃ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان على ثقل النبى صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فى النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها (رواه البخارى)

অর্থঃ আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে এক লোক গনীমতের মাল পাহারা দিত,তার নাম ছিল কারকারা সে যখন মারা গেল,তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃসে জাহান্নামী। সাহাবাগণ গিয়ে তার সম্পদ দেখতে লাগল,সেখানে তারা একটি চাদর পেল যা গনীমতের মাল থেকে সে চুরী করে ছিল”। (মুসলিম)[৭৩]

মাসআলা-২৯৬ ঃ গিবতকারী জাহান্নামী হবেঃ

নোট ঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৮১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৯৭ ঃ অধিকাংশ লোক তার যবান ও লজ্জাস্থানের কারণে জাহান্নামী হবেঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله و حسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج (رواه الترمذي)

অর্থঃ “আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হল যে ইয়া রাসূলাল্লাহ্!অধিকাংশ লোক কোন আমলের মাধ্যমে জান্নাতে যাবে? তিনি বললেনঃআল্লাহ্ ভীতি ও সৎচরিত্র। তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করা হল কি কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে ?তিনি বললেনঃমুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে”। (তিরমিযী)[৭৪]

---

[72] - আবওয়াবুল ইস্তে’জান, বাব মা যায়া ফি কারাহিয়াতি কিয়ামির রাজুলি লি রাজুল (২/২২১২)

[৭৩] - কিতাবুল জিহাদ বাব আলগুলুল।

[74] -কিতাবুল বির ওয়াস সিলা,বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক।

كلام النار

জাহান্নামের কথপোকথনঃ

মাসআলা-২৯৮ঃ জাহান্নাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে কথা বলবেঃ

আল্লাহ্ বলবেনঃতুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? জাহান্নাম বলবে আরো কিছু আছে কি?

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (سورة ق -٣٠)

অর্থঃসেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব তুমি কি পূর্ণ হয়েছ? সে বলবেঃআরো আছে কি"? (সূরা ক্বাফ- ৩০)

মাসআলা-২৯৯ ঃ জাহান্নামের চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দূর থেকে জাহান্নামীকে আসতে দেখে তাকে চিনে ফেলবেঃ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (سورة الفرقان-١٢)

অর্থঃ"দূর থেকে জাহান্নাম যখন তাদেরকে দেখবে,তখন তারা শুনতে পারবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার" । (সূরা ফুরকান- ১২)

মাসআলা-৩০০ ঃ জাহান্নামের দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে এবং তার দু'টি কান থাকবে যা দিয়ে সে শুনবে তার মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران واذنان تسمعان و لسان ينطق ، يقول انى وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد ،وبكل من دعا مع الله الها آخر و بالمصورين (رواه الترمذي)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে,তার দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে,দু'টি কান হবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং মুখ থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবেঃ যে আমি তিন প্রকার লোককে আযাব দেয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি।

১ - প্রত্যেক ব্যর্থকাম হঠকারী ।

২ - যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ কে ডাকে।

৩ - ছবি তৈরীকারী" । (তিরমিযী)[৭৫]

---

[৭৫] - আবওয়াব সিফাতু জাহান্নাম, বাব সিফাতুন্নার (২/২০৮৩)

قوا انفسكم واهليكم نارا

তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাওঃ

মাসআলা-৩০১ ঃ আল্লাহ্ সমস্ত ঈমানদারদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার এবং তার পরিবার পরিজনদেরকে তা থেকে বাঁচানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم -٦)

অর্থঃ"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ,কঠোর স্বাভাব ফেরেশ্তাগণ।যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই তারা করে"। (সূরা তাহরীম - ৬)

মাসআলা-৩০২ঃ সমস্ত নবীগণ স্ব স্ব উম্মতদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য নির্দেশ দিয়েছেনঃ

১ - নূহ (আঃ)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (سورة الأعراف-٥٩)

অর্থঃ"আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম,সুতরাং সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলঃহে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহ্র ইবাদত কর।তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন(সত্য) মা'বুদ নেই।আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিবসের শাস্তির আশংকা করছি"। (আ'রাফ- ৫৯)

২ - ইবরাহিম (আঃ)

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (سورة العنكبوت -٢٥)

অর্থঃ"ইবরাহিম (আঃ) বললঃতোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে,পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে

অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না"। (সূরা আনকাবুত - ২৫)

৩ - হুদ (আঃ)

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (سورة الأحقاف-٢١)

অর্থঃ"স্মরণ কর আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যার পূর্বে এবং পরে ও সর্তককারী এসেছিল,সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করে ছিল এই বলে আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত কর না, আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করছি"। (সূরা আহক্বাফ - ২১)

৪ - শুআইব (আঃ)

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (سورة هود-٨٤)

অর্থঃ "আর আমি মাদইয়ানের অধিবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শুআইবকে প্রেরণ করলাম;সে বললঃ হে আমার কাওম তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম কর না। আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিবসের শাস্তির ভয় করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে"। (সূরা হুদঃ ৮৪)

৫ -মূসা (আঃ)

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى (سورة طه ٤٧-٤٨)

অর্থঃ"আমরা তো তোমাদের নিকট এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে। আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে,শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়"। (সূরা তা-হা- ৪৭-৪৮)

৬- ঈসা (আঃ)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (سورة المائدة -٧٢)

অর্থঃ"নিশ্চয়ই তারা কফের হয়েছে যারা বলেছে যে আল্লাহ্ তিনি তো মাসিহ ইবনে মারইয়াম। অথচ মাসীহ নিজেই বলেছিলঃহে বানী ইসরাঈল ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর,যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয়ই যে,ব্যক্তি আল্লাহ্র অংশী স্থাপন করবে তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করবে। আর তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না"। (সূরা মায়িদা - ৭২)

৭ - অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (سورة الأنعام ٤٨-٤٩)

অর্থঃ "আমি রাসূলদেরকে তো শুধু এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে,তারা সুসংবাদ দেবে এবং ভয় দেখাবে,সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্য কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে,তারা নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে"(সূরা আন'আম- ৪৮-৪৯)

৯ - মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (سورة سبأ-٤٦)

অর্থঃ"বল আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি,তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দুই দুই জন বা এক একজন করে দাঁড়াও, অতপর তোমরা চিন্তা করে দেখ তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র"। (সূরা সাবা -৪৬)

মাসআলা-৩০৩ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রথম তাঁর নিকট আত্মীয়দেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তাকিদ দিয়েছেনঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال لما نزلت هذه الاية (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم و خص فقال يا بنى كعب بن لوى انقذوا انفسكم من النار يا بنى مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار يا بنى عبد شمس انقذوا انفسكم من النار يا بنى عبد المناف انقا انفسكم من النار ، يا بنى هاشم انقذوا انفسكم من النار يا بنى عبد المطالب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمة انقذي نفسك من النار فانى لا املك لكم من الله شيئا غير ان لكم رحما بيلالها (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃযখন এ আয়াত আবতীর্ণ হল"তোমার নিকট আত্মীয় বর্গদেরকে সতর্ক করে দাও"তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কোরইশদেরকে ডেকে একত্রিত করলেন,তাদেরকে ব্যাপক ও বিশেষভাবে বললেনঃহে কা'ব বিন লুয়ী বংশ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁও।হে মুর্‌রা বংশ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে সামস বংশ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে মানাফ বংশ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও । হে হাশেম বংশ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও । হে আবদু মোত্তালিব বংশ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও । হে ফাতেমা তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও । আল্লাহ্‌র নিকট আমি তোমার জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখি না। তবে দুনিয়াতে তোমাদের সাথে আমার যে সম্পর্ক আছে তা আমি অটুট রাখব"। (মুসলিম) [৭৬]

মাসআলা-৩০৪ঃ প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্তক চেষ্টা করতে হবেঃ

عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فاعرض واشاح ثم قال اتقو النار ثم اعرض واشاح حتى ظننانه كانما ينظر اليها ثم قال اتقو النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة (رواه مسلم)

অর্থঃ "আদী বিন হাতেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)জাহান্নামের কথা স্মরণ করলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং চরম অস্বস্তিকর ভাব প্রকাশ করলেন। অতপর তিনি বললেনঃতোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে অত্ম রক্ষা কর,তিনি পুনরায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও এমন ভাব প্রকাশ করলেন,যাতে আমাদের মনে হচ্ছিল যেন তিনি তা দেখছেন,অতপর তিনি বললেনঃতোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্ম রক্ষা কর,যদি তা এক টুকরা খেজুরের বিনি ময়েও হয়।আর যার এ সমর্থটুকুও নেই সে যেন ভাল কথার মাধ্যমে তা করে"। (মুসলিম)[৭৭]

মাসআলা-৩০৫ ঃ লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সর, লোকেরা জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরঃ

[৭৬] কিতাবুল ঈমান বাব মান মাতা আলাল কুফরি ফাহুয়া ফিন্নার।

[77] - কিতাবুয্ যাকা, বাবুল হাসসে আলাস্ সাদাকা,ওয়ালাও বিসিক্কে তামরা।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلى كمثل رجل استوقد نارا فلما اضائت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التى فى النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذالكم مثلى ومثلكم انا اخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونى و تقحمونى فيها (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উদহারণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালাল এর পর যখন তার আস পাশে আলোকিত হল তখন কিট পতঙ্গ তাতে পতিত হতে লাগল,তখন ঐ লোক এগুলোকে বাধা দিতে লাগল,কিন্তু কিট পতঙ্গ তাকে উপেক্ষা করে সেখানে পতিত হতে লাগল,এটিই আমার ও তোমাদের উদহারণ,আমি তোমাদের কোমর টেনে তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি এবং বলতেছি যে,হে লোকেরা আগুন থেকে দূরে থাক, হে লোকেরা আগুন থেকে দূরে থাক,কিন্তু তোমরা আমাকে উপেক্ষা করে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছ"। (মুসলিম)[৭৮]

মাসআলা-৩০৬ঃ আমীর, গরীব, নারী-পুরুষ, আলেম, জাহেল, আবেদ, সংসার ত্যাগী সকলকেই সব কিছুর বিনি ময়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করা উচিতঃ

عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليقفن احدكم بين يدى الله ليس بينه و بينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له الم اوتك مالا ؟ فليقولن بلى ثم ليقولن الم ارسل اليك رسولا ؟ فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار فليتقين احدكم النار ولو بشق تمرة فان لم يجد فبكلمة طيبة (رواه البخارى)

অর্থঃ "আদী বিন হাতেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃতোমাদের কেউ আল্লাহ্‌র সামনে একদিন এমন ভাবে দাঁড়াবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা থাকবে না, এবং কোন অনুবাদক ও থাকবে না,আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেনঃআমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি?সে বলবেঃহাঁ।নিশ্চয়ই।আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করবেন,আমি কি তোমার নিকট রাসূল পাঠাইনি?সে বলবেঃ হাঁ নিশ্চয়ই,অতপর সে তার ডান দিকে তাকাবে,কিন্তু আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না,অতপর সে তার বাম দিকে তাকাবে কিন্তু সেখানেও আগুন ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে

78 - কিতাবুল ফাযায়েল,বাব সাফাকাতিহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলা উম্মাতিহি।

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি এটাও সে না পায় তবে উত্তম কথা দিয়ে হলেও যেন নিজকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়"। (বোখারী)[৭৯]

মাসআলা-৩০৭ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মত বর্গকে সতর্ক করার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেছেনঃ

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانذرتكم النار وانذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان فى مقامى هذا سمعه اهل السوق و حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه (رواه الدارمى)

অর্থঃ"নো'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃআমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে ভয় দেখাচ্ছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে ভয় দেখাচ্ছি,তিনি ধারাবাহিক ভাবে এ কথাটি বলতে ছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর আওয়াজ এত উচ্চ হল যে,যদি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আমার স্থানে হতেন তাহলে বাজারে উপস্থিত লোকেরা তাঁর আওয়াজ শুনে ফেলত। (তিনি এত ব্যকুলভাবে একথা গুলো) বলছিলেন যে তার চাদর তাঁর কাঁধ থেকে পায়ে পড়ে গেল"। (দারেমী)[৮০]

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى حديث حجة الوداع قال--- فخطب الناس وقال انتم تسئلون عنى فما انتم قائلون ؟ قالوا نشهد انك قد بلغت و اديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات (رواه مسلم)

অর্থঃ "জাবের বিন আবদুল্লাহ্(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বিদায় হজ্বের ঘটনায় বর্ণিত,হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ(কিয়ামতের দিন যদি তোমরা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হও)তাহলে তোমরা কি বলবে? তারা বললঃ আমরা সাক্ষি দিব যে,আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন,উপদেশ দিয়েছেন। এর পর তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে লোকদের দিকে ইশারা করে তিন বার বললেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষি থাক" । (মুসলিম)[৮১]

---

79 - কিতাবুয্ যাকা,বাববুস্সাদাকা কাবলার রাদ।

80 - আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবিহ, কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামা,বাব সিফাতুন্নার,ওয়া আহলিহা, আল ফাসলুস সানী, ৩/৫৬৭৮)

81 - কিতাবুল হজ্ব, বাব হাজ্বাতুন্ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)|

النار و الملائكة

জাহান্নাম ও ফেরেশ্‌তা

মাসআলা-৩০৮ ঃ ফেরেশ্‌তাদের জাহান্নামে কোন শাস্তি হবে না এর পরও তারা আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ভীত থাকেঃ

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة النحل-٤٩-٥٠)

অর্থঃ "আল্লাহ্ কেই সেজদা করে যত জীব-জন্তু আছে আকাশ ও পৃতিবীতে এবং ফেরেশ্‌তাগণও। তারা অহংকার করে না।

তারা ভয় করে তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে"। (সূরা নাহাল ৪৯-৫০)

মাসআলা-৩০৯ ঃ আল্লাহ্‌র ভয়ে ফেরেশ্‌তারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (سورة الأنبياء-٢٦-٢٨)

অর্থঃ "তারা বলে দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র মহান,তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আল্লাহ্‌র আগে বেড়ে কথা বলে না।তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত;তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে"। (সূরা আম্বিয়া ২৬-২৮)

النار والانبياء

জাহান্নাম ও নবীগণ

মাসআলা-৩১০ঃ নবীগণের সর্দার মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেনঃ

قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (سورة الأنعام ١٥-١٦)

অর্থঃ"তুমি বল আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হলে,আমি মহা বিচারের দিনের মহা শাস্তির ভয় করছি,সে দিন যার ওপর হতে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে তার প্রতি আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহ করবেন,আর এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য মহা সাফল্য" । (সূরা আনআ'ম ১৫-১৬)

মাসআলা-৩১১ ঃ জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় সমস্ত নবীগণ বলতে থাকবে যে হে আল্লাহ্ আমাকে নিরাপত্তা দিনঃ

عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ویضرب الصراط بین ظهری جهنم فاکون انا و امتی اول من یجیزها ولا یتکلم یومئذ الا الرسل ودعوی الرسل یومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم کلالیب مثل شوك السعدان هل رأیتم السعدان ؟ قالوا نعم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فانها مثل شوك السعدان غیر انه لایعلم ما قدر عظمها الا الله تخطف الناس باعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل اوی المجازی او نحوه الحدیث (رواه البخاری)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃ জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত পাতা হবে,আমি এবং আমার উম্মতই সর্ব প্রথম তা অতিক্রম করব,সে দিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না,আর রাসূলগণও শুধু বলতে থাকবে "হে আল্লাহ্ আমাকে নিরাপদে রাখ হে আল্লাহ্ আমাকে নিরাপদে রাখ" । আর জাহান্নামে সা'দানের কাঁটার মত হুক থাকবে, তোমরা কি সা'দান গাছের কাঁটা দেখেছ? সবাই বললঃ হাঁ । হে আল্লাহ্র রাসূল! সে হুক গুলো সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় হবে। তবে তার বিরাটত্ব সম্পর্কে এক মাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ঐ হুকগুলো লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী ছোবল দিবে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকবে ঈমানদার,যারা তাদের নেক আমলের কারণে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর কিছু সংখ্যক বদ-আমলের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।কিছু সংখ্যককে টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে,আর কিছু সংখ্যককে পুরস্কার দেয়া হবে। বা অনুরূপ কথা বলা হয়েছে"। (বোখারী) [৮২]

মাসআলা-৩১২ঃ জাহান্নামের ভয়ানক আওয়াজ শুনে সমস্ত ফেরেশ্‌তা এবং নবীগণ এমন কি ইবরাহিম (আঃ) আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তার জন্য আবেদন করবেঃ

---

[82] - কিতাবুত তাউহীদ,বাব কাওলিল্লাহি তায়ালা ওয়া উজুহুই ইয়াওমা ইযিন নাযিরা ইলা রাব্বিহা নাযিরা।

عن عبيد ابن عمير رضى الله عنه فى قوله تعالى سمعوا لها تغيظا و زفيرا قال ان جهنم لتزفر زفرة لايبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا خر لوجهه ترتعد فرائضه حتى ان ابراهيم عليه السلام ليجثوا على ركبتيه ويقول رب لا اسئلك اليوم الا نفسى (ذكره ابن كثير)

অর্থঃ "ওবাইদ বিন উমাইর(রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ্‌র বাণী"তারা শুনতে পারবে জাহান্নামের ক্রুদ্ধ গর্জন"তাফসীরে বলেছেনঃযখন জাহান্নাম রাগে গর্জন করতে থাকবে,তখন সমস্ত নৈকট্য লাভকারী ফেরেশ্‌তা মর্যদাবান নবীগণ,এমন কি ইবরাহিম (আঃ) হাটুর ওপর ভর করে বসে আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করতে থাকবে যে,হে আমার রব আজ আমি তোমার নিকট একমাত্র আমার জীবনের নিরাপত্তা কামনা করি" (ইবনে কাসীর)[৮৩]

মাসআলা-৩১৩ঃ তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আযাব সম্পর্কে একটি আয়াত বারবার পাঠ করতে করতে রাত পার করে দিতেনঃ

عن ابى ذر رضى الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح باية الاية إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবু যার(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃএক রাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহাজ্জুদ পড়তেছিলেন এবং সকাল পর্যন্ত একটি আয়াতই তেলওয়াত করেছেন। (আর তা হল)" আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে,ওরাতো আপনার বান্দা,আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। (ইবনে মাযাহ)[৮৪]

মাসআলা-৩১৪ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মতের কিছু কিছু লোক জাহান্নামে যাওয়ায় কাঁদবেনঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى فى ابراهيم: رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال عيسى عليه السلام إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فرفع يديه و قال اللهم امتى امتى وبكى فقال الله عزوجل يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيك فاتاه جبريل عليه السلام فساله فاخبره وهو اعلم فقال الله عزوجل جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك (رواه مسلم)

---

83 - ইবনে কাসীর (৩/৪১৫)

84 - কিতাব ইকামাতুস্ সালা, বাব মাযায়া ফিল কিরাআতি ফি সালাতিল্‌লাইল (১/১১১০)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি ঐ আয়াত পাঠ করলেন যেখানে ইবরাহিম (আঃ) বলছিলেনঃহে আমার রব এ মূর্তিসমূহ বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে,অতএব যে আমার অনুকরণ করবে সে আমার দল ভুক্ত,কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনিতো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু এবং ঈসা (আঃ)বলেছেনঃআপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে,ওরাতো আপনার বান্দা,আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী,প্রজ্ঞাময়। তখন তিনি হাত তুলে বলতে লাগলেন।হে আল্লাহ্ আমার উম্মত আমার উম্মত এবং কাঁদতে লাগলেন,আল্লাহ্ বললেনঃহে জিবরীল তুমি মোহাম্মদের নিকট যাও,তোমার প্রভূ তার সম্পর্কে অবগত আছে, অতএব তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর,কেন তুমি কাঁদতেছ,তাঁর নিকট জিবরীল এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল তখন তিনি তাকে (কারণ বললেন) এরপর সে আল্লাহ্‌র নিকট এসে বললঃ (আর তিনি তা আগে থেকেই জানেন) । আল্লাহ্ বললেনঃ হে জিবরীল তুমি মোহাম্মদের নিকট যাও এবং তাকে বল আল্লাহ্ তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবেন অসন্তুষ্ট করবেন না"। (মুসলিম)[৮৫]

النار والصحابة

জাহান্নাম ও সাহাবাগণ

মাসআলা-৩১৫ঃ আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে কাঁদতেনঃ

عن عائشة رضى الله عنها انها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ؟ قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون اهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في ثلاثة مواطن فلا يذكر احد احدا عند الميزان حتى يعلم ايخف ميزانه ام يثقل و عند الكتاب حين يقال هاؤم اقرءا كتابيه حتى يعلم اين يقع كتابه في يمينه ام في شماله من وراء ظهوره و عند الصراط اذا وضع بين ظهرى جهنم (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ"আয়শা(রাযিয়াল্লাহু আনহা)জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ কে তোমাকে কাঁদাল? সে বললঃ আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদতেছি। আপনি কি কিয়ামতের দিন আপনার পরিবারের কথা স্মরণে রাখবেন?রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেনঃতিনিটি স্থানে কেউ কাউকে স্মরণে রাখতে পারবে না। মিযানের নিকট যতক্ষণ না জানতে পারবে যে,তার (নেকীর) পাল্লা ভারী হয়েছে না হালকা,আমল নামা পেশ করার সময়,যখন বলা হবে আস তোমার আমল

[৮৫] - কিতাবুল ঈমান, বাব দুয়ায়িন ন্নাবী লি উম্মাতিহি ওয়া বুকায়িহি।

নামা পাঠ কর।যতক্ষণ না জানতে পারবে যে,তার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হচ্ছে না পিঠের পিছন দিক থেকে বাম হাতে।পুল সিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় যখন তা জাহান্নামের ওপর রাখা হবে"। (আবুদাউদ)[৮৬]

মাসআলা-৩১৬ঃ আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা ও তার স্ত্রীর জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কান্নাঃ

عن قيس بن ابى حازم رحمه الله كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه فى حجر امرأته فبكى فبكت امرأته فقال ما يبكيك ؟ قالت رأيتك تبكى فبكيت قال انى ذكرت قول الله عزوجل وان منكم الا واردها فلا ادرى اننجوا منها ام لا (رواه الحاكم)

অর্থঃ"কায়েস বিন হাযেম (রাহিমাহুল্লাহ্),থেকে বর্ণিত,আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে হঠাৎ কাঁদতে লাগল,তার সাথে তার স্ত্রীও কাঁদতে লাগল। আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা জিজ্ঞেস করল,তুমি কেন কাঁদছ?স্ত্রী বললঃ তোমাকে কাঁদতে দেখে আমারও কান্না চলে এসেছে। আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা বললঃ আমার আল্লাহ্র এ বাণীটি স্মরণ হল যে,তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে না। আর আমার জানা নেই যে, জাহান্নামের ওপর স্থাপন করা পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় আমি রক্ষা পাব না পাব না"। (হাকেম)[৮৭]

মাসআলা-৩১৭ঃ জাহান্নামের কথা স্মরণ করে ওবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) কান্নাঃ

عن زياد بن ابى اسود رحمه الله قال كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه على سور بيت المقدس الشرقى يبكى فقال بعضهم ما يبكيك يا ابو الوليد؟ فقال من هاهنا اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى جهنم (رواه الحاكم)

অর্থঃ "যিয়াদ বিন আবু আসওয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ্) ওবাদা বিন সামেত(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি একদা বাইতুল মাকদেসের পশ্চিম দেয়ালের পাশে কাঁদতে ছিলেন,কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল হে আবু ওলীদ কে তোমাকে কাঁদাল?সে বললঃএ ঐ স্থান যেখানে থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আমাদেরকে বলেছিলেন যে তিনি জাহান্নাম দেখেছেন"। (হাকেম)[৮৮]

মাসআলা-৩১৮ঃ ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) আল্লাহ্র আযাবের ভয়ঃ

---

86 - কিতাবুস্‌সুন্না বাবুল মিযান।

87 - কিতাবুল আহওয়াল। হাদীস নং- ৭৩।

88 - কিতাবুল আহওয়াল। হাদীস নং- 110|

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لو نادى مناد من السماء ايها الناس انكم داخلون الجنة كلكم اجمعون الا رجالا واحدا لخفت ان اكون هو و لو نادى مناد من السماء ايها الناس انكم داخلون النار كلكم اجمعون الا رجالا واحدا لخفت ان اكون هو (رواه ابو نعيم فى الحلية)

অর্থঃ "ওমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃযদি আকাশ থেকে কোন আহ্বান কারী আহ্বান করে যে,হে লোকেরা তোমরা সবাই জান্নাতে যাবে শুধু একজন ব্যতীত,তাহলে আমার ভয় হয় না জানি আমিই সে এক ব্যক্তি। যদি আকাশ থেকে কোন আহ্বান কারী আহ্বান করে যে, হে লোকেরা তোমরা সবাই জাহান্নামে যাবে শুধু একজন ব্যতীত তাহলে আমি আশংকা করতাম না জানি সে ব্যক্তি আমি"। (আবু নুয়াইম হুলিয়া)[৮৯]

মাসআলা-৩১৯ ঃ আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জাহান্নামের গরম ও বিষাক্ত আবহাওয়ার কথা স্মরণ করে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে ছিলেনঃ

عن عروة عن ابيه رضى الله عنهما قال كنت اذا غدوت ابدأ ببيت عائشة رضى الله عنها فغدوت يوما فاذا هى قائمة تقراء فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم وتدعو وتبكى وترددها فقمت حتى مللت القيام فذهبت الى السوق لحاجتى ثم رجعت فاذا هى قائمة كما هى تصلى و تبكى (صفوة الصفوة)

অর্থঃ "ওরওয়া(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃ সকালে যখন আমি ঘর থেকে বের হতাম,তখন সর্বপ্রথম আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহার)ঘরে গিয়ে তাকে সালাম করতাম,একদিন আমি ঘর থেকে বের হলাম এবং সেখানে গিয়ে দেখলাম আয়শা(রাযিয়াল্লাহু আনহা) নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআ'ন মাজীদের এ আয়াত "অতপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন"।তেলওয়াত করতেছিলেন,আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)এ আয়াতটি বার বার পড়ছিলেন আর কাঁদতে ছিলেন,আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম,এমনকি আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম এবং কিছু প্রয়োজনীয় কাজে আমি বাজারে চলে গেলাম,ফিরে এসে দেখি তখনো তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। আর ঐ আয়াতটিই পড়ে পড়ে কাঁদতেছেন"। (সাফওয়াতুস্‌সফওয়া)[৯০]

মাসআলা-৩২০ঃ ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আযাবের আয়াত তেলওয়াত করে এত কাঁদলেন যে, তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন ঃ

---

89 - আল্লাহুম্মা সাল্লিম , হাদীস নং - ২০।

90 - (২/২২৯)

قرأ عمر بن الخطاب رضی الله عنه سورة الطور حتی قوله تعالی ان عذاب ربك لواقع فبكی واشتد بكاءه حتی مرض وعادوه (الجواب الكافی)

অর্থঃ"ওমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূরা তূর তেলওয়াত করতেছিলেন যখন এ আয়াতে "নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি আসবে"পৌঁছলেন তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর কান্না বৃদ্ধি পেতে লাগল,এমন কি তিনি কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং লোকেরা তাঁকে দেখতে আসতে লাগল"।[৯১]

وكان فی وجهه خطان اسودان من البكاء

অর্থঃ"ওমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) চেহারায় (অধিক পরিমাণে) কান্নার ফলে দু'টি কাল দাগ পড়ে গিয়েছিল"।(আয্‌যুহদ লিল বাইহাকী)[৯২]

মাসআলা-৩২১ঃআবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কামারের দোকানে আগুন দেখে কাঁদতে লাগলেনঃ

قال سعد بن الاحزام رحمه الله كنت امشی مع عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فمر بالحدادین وقد اخرجوا حدیدا من النار فقام ینظر الیه ویبكی (حلیة الاولیاء)

অর্থঃ"সাআ'দ বিন আহযাম (রাঃ) বলেনঃআমি আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর সাথে হাটতে ছিলাম,আমরা এক কামারের দোকানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম,তারা আগুন থেকে একটি লাল লোহা বের করল আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা দেখার জন্য দাঁড়ালেন এবং কাঁদতে লাগলেন"।[৯৩]

মাসআলা-৩২২ ঃ মোয়াজ বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)জাহান্নামের কথা স্মরণ করে অধিক পরিমাণে কাঁদতে লাগলেনঃ

بكی معاذ رضی الله عنه بكاء شدیدا فقیل له ما یبكیك ؟ فقال لان الله عزوجل قبض قبضتین فجعل واحدة فی الجنة والاخری فی النار فانا لا ادری من ای الفریقین اكون (الزهر الفائع)

অর্থঃ"মোয়াজ বিন জাবাল(রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুব কান্না কাটি করলেন,তাকে জিজ্ঞেস করা হল আপনি কেন কাঁদতেছেন? মোয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উভয় মুষ্টি

91 - আল জাওয়াব আল কাফী, ৭৭।

92 - ৬৭৮।

93 - হুলইয়াতুল আউলিয়া - ২/১৩৩।

সমস্ত সৃষ্টি দিয়ে ভরে তার এক মুষ্টি নিক্ষেপ করলেন জাহান্নামে,আর এক মুষ্টি জান্নাতে, আমি জানিনা যে ,আমার স্থান কোথায় হবে" । [৯৪]

নোটঃ উল্লেখ্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'লা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং এ উভয়ের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন লোকও তৈরী করেছেন" । (মুসলিম)

মাসআলা-৩২৩ ঃআবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর জাহান্নামীদের পানি চাওয়ার কথা স্মরণ হলে কাঁদতে লাগলেনঃ

عن سمير الرياحى عن ابيه قال شرب عبد الله بن عمر ماء مبردا فبكى فاشتد بكاؤه فقيل له ما يبكيك ؟ قال ذكرت آية فى كتاب الله عزوجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون فعرفت ان اهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء وقد قال الله عزوجل (افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله)

অর্থঃ"সামীর রিয়াহি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেনঃআবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)ঠান্ডা পানি পান করে কাঁদতে লাগলেন এবং যথেষ্ঠ পরিমাণে কাঁদলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হল আপনি কেন এত কাঁদতেছেন?আবদুল্লাহ্ বিন ওমার(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেনঃ আমার কোরআ'ন মাজীদের এ আয়াতটি স্মরণ হল"তাদের ও তাদের কামনার মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে"আর আমি জানি যে, জাহান্নামীরা ঐ সময়ে শুধু একটি জিনিষই চাইবে আর তা হল পানি।কেননা আল্লাহ্ বলেছেনঃ জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট আবেদন করবে যে সামান্য পানি আমাদেরকে ঢেলে দাও, বা তোমাদেরকে আল্লাহ্ যে রিযিক দিয়েছে তা থেকে আমাদেরকে কিছু দাও" । [৯৫]

মাসআলা-৩২৪ ঃ সাঈ বিন যোবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জাহান্নামের স্মরণে কখনো হাসতেন না ঃ

سئل الحجاج سعيد بن جبير رضي الله عنه متعجبا بلغنى انك لم تضحك قط ؟ قال له كيف اضحك وجهنم قد سعيرت ولاغلال قد نصبت والزبانية قد اعدت (صفوة الصفوة)

অর্থঃ"হাজ্জাজ সাঈদ বিন যুবাইর(রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞেস করল,আমি শুনেছি যে তুমি নাকি কখনো হাস না! যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃআমি কি করে হাসব অথচ

94 - যাররুল ফায়েয- হাদীস নং- ২১।
95 -হুলইয়াতুল আওলিয়া (২/৩৩৩)

জাহান্নামকে উদ্দীপিত করা হয়েছে,লোহার বেড়ী প্রস্তুত করা হয়েছে,জাহান্নামের ফেরেশ্‌তারা প্রস্তুত হয়ে আছে" ।(সাফওয়াতুস সাফওয়া)[৯৬]

মাসআলা-৩২৫ ঃ কোন মুমিন পুলসিরাত পার হওয়ার আগে নির্ভয় হতে পারবে নাঃ

قال معاذ بن جبل رضی الله عنه ان المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه (الفوائد)

অর্থঃ "মোয়াজ বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত নির্ভয় হতে পারবে না" । (আল ফাওয়ায়েদ)[৯৭]

النار والسلف

জাহান্নাম ও পূর্বসূরীগণ

মাসআলা-৩২৬ঃওমর বিন আবদুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ্) জাহান্নামের বেড়ী ও জিঞ্জীর সংক্রান্ত আয়াতটি বার বার তেলওয়াত করে করে রাত ভর কাঁদতেনঃ

عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصلى ذات ليلة فقرأ اذ الاغلال فى اعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجرون فجعل يرددها ويبكى حتى اصبح

অর্থঃ"ওমার বিন আবদুল আযীয (রাঃ) একদা তাহাজ্জুদ নামায পড়তেছিলেন,যখন তিনি এ আয়াত "যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃক্ষল থাকবে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ফুটন্ত পানিতে, এর পর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে ।(সূরা মুমিন ৭১-৭২)

পড়তে ছিলেন তখন তা বার বার পড়তে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন" । [৯৮]

মাসআলা-৩২৭ ঃ রাবী' বিন খাইসাম (রাঃ) চুলার আগুন দেখে বেহুশ হয়ে যেতেনঃ

عن ابى وائل رحمه الله خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ومعنا الربيع بن خيثم فمر عبد الله على اتون على شاطى الفرات فلما رآه عبد الله و النار تلتهب فى جوفه قرأ هذه الاية اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا فصعق يعنى الربيع وحملواه الى اهل بيته فرابطه عبد الله الى الظهر فلم يفق رضى الله عنه

---

96 - (৩/৩৩৩)

97 - (১৫২)

98 - তাম্বীহুল গাফেলীন,(২/৬২০)

অর্থঃ"আবু ওয়ায়েল (রাঃ)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেছেনঃআমরা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে একদা বাহিরে বের হলাম,আমাদের সাথে রাবি'বিন খাইসাম ও ছিল, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ ফুরাত নদীর তীরে একটি চুলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন,যখন সেখানে দেখলেন যে আগুন প্রজ্জলিত হচ্ছে তখন তিনি এ আয়াত তেলওয়াত করতে লাগলেন,যখন জাহান্নাম কাফেরদেরকে দূর থেকে দেখবে,তখন তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে। এ কথা শুনে রাবি' বিন খাইসাম বেহুশ হয়ে পড়ে গেল,লোকেরা তাকে খাটে উঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসল। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তার নিকট সকাল থেকে দূপর পর্যন্ত বসে বসে তার হুশ ফিরানোর চেষ্ট করল কিন্তু তার হুশ ফিরল না"। [৯৯]

মাসআলা-৩২৮ ঃ সমস্ত দুনিয়াকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করার আগ্রহঃ

قال مالك بن دينار رحمه الله لو استطعت ان لا انام لم انم مخافة ان ينزل العذاب وانا نائم ولم وجدت اعوانا لفرقتهم ينادون فى سائر الدنيا ايها الناس النار النار (رواه ابو نعيم فى الحلية)

অর্থঃ"মালেক বিন দিনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত যে আমি না ঘুমিয়ে থাকব,তবে আমি তা করতাম,আর তা এ আশন্কায় যে কখনো ঘুমন্ত অবস্থায় যেন আল্লাহ্র আযাব আমার ওপর পতিত না হয়। যদি আমার নিকট সাহায্যকারী থাকত,তাহলে আমি তাদেরকে সারা দুনিয়ায় পাঠাতাম যে,তারা যেন এ আহ্বান করে যে,হে লোকেরা! জাহান্নাম থেকে সতর্ক হও। হে লোকেরা! জাহান্নাম থেকে সতর্ক হও"। (আবু নুআইম হুলইয়া)[১০০]

মাসআলা-৩২৯ঃ সুফিয়ান সাওরী পরকালের স্মরণে এত ভীত সন্ত্রস্ত হতেন যে তাতে তার রক্ত পেসাব শুরু হতঃ

قال موسى بن مسعود رحمه الله كنا اذا جلسنا الى الثورى رحمه الله كان النار قد احاطت بنا لما نرى من خوفه و فزعه وكان سفيان اذا اخذ فى ذكر الاخرة يبول الدم

অর্থঃ"মূসা বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ যখন আমরা সুফিয়ান সাওরীর (রাঃ) নিকট বসতাম,তখন তাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে আমাদের মনে হত যেন আগুন আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। আর তিনি যখন পরকালের কথা স্মরণ করতেন তখন তার রক্ত পেসাব শুরু হত"। [১০১]

মাসআলা-৩৩০ঃ মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, পুল সিরাতের ভয়ঃ

---

99 - ইবনে কাসীর (৩/৪১৫)

100 -(2/69)

101 - আল ইহইয়া (১৬৯)

سئل عطاء السلمي رحمه الله ما هذا الحزن ؟ قال ويحك الموت في عنقي و القبر بيتي و في القيامة موقفي و على جسر جهنم طريقي لا ادري ما يصنع بي

অর্থঃ"আতা আস্‌সুলামী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল এত কিসের চিন্তা? তিনি বললেনঃ তোমার ধ্বংস হোক,(তুমি কি জাননা) মৃত্যু আমার গর্দানে,কবর আমার ঠিকানা,কিয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহ্‌র আদালতে দাঁড়াতে হবে। আর জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাতের ওপর দিয়ে আমাকে অতিক্রম করতে হবে। আর আমি জানিনা যে,শেষ পর্যন্ত আমার কি হবে"। [১০২]

মাসআলা-৩৩১ঃজাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়ায় আবুমাইসুরা (রাঃ) বলেনঃ আফসোস! আমার মা যদি আমাকে প্রসব না করতঃ

كان ابو ميسرة رحمه الله اذا اوای الى فراشه قال يا ليت امى لم تلدنى ثم يبكى فقيل له ما يبكيك يا ابا ميسرة ؟ قال اخبرنا انا واردها ولم نخبر انا صادرون عنها

অর্থঃ"আবু মাইসারা (রাঃ) যখন বিছানায় শুইতে যেতেন তখন বলতেন হায়! আফসোস আমার মা যদি আমাকে প্রসব না করত,আর কাঁদতে শুরু করত,তাকে জিজ্ঞেস করা হল হে আবু মাইসারা কেন কাঁদছ? সে বললঃ আমার একথা জানা আছে যে,আমাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে,কিন্তু জানা নেই যে,আমার মুক্তি হবে কি না"। [১০৩]

মাসআলা-৩৩২ ঃ জাহান্নামের স্মরণে জীবনের তরে হাসি বন্ধঃ

عن الحسن البصرى رحمه الله قال قال رجل لاخيه هل اتاك انك وارد النار ؟ قال نعم قال فهل اتك انك صادر عنها ؟ قال لا قال ففيم الضحك؟ قال فما رئى ضاحكا حتى لحق الله ،

অর্থঃ "হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ এক সৎ লোক তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল,তোমার কি জানা আছে যে তোমাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে? সে বললঃ হাঁ। সে আবার জিজ্ঞেস করল তোমার কি একথা জানা আছে যে,তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবে? সে বললঃ না। তখন ঐ সৎ লোকটি বললঃ তাহলে এ কিসের হাসি? এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি আর হাসে নাই"। [১০৪]

মাসআলা-৩৩৩ঃ বুদাইল বিন মাইসারা (রাঃ) কিয়ামতের দিন কঠিন পিপাশার ভয়ে এত কাঁদলেন যে, তার রক্ত অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলঃ

---

102 - সাফওয়াতুস সাফওয়া, (৩/৩২৭)

103 - ইবনে কাসীর(৩/১৭৯)

১০৪ - প্রাগুক্ত (৩/১৭৯)

بکی بدیل بن میسرة رحمه الله حتی قرحت ماقیه فکان یعاتب فی ذالك فیقول انما ابکی من طول العطش یوم القیامة ،

অর্থঃ"বুদাইল বিন মাইসারা এত কাঁদত যে,চোখ দিয়ে বমি ও রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করত। সবসময় পরকালের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত,আর বলত,যে আমি কিয়ামতের দিন কঠিন পিপাসার ভয়ে কাঁদছি"। [১০৫]

মাসআলা-৩৩৪ঃ মোহাম্মদ বিন মোনকাদের জাহান্নামের ভয়ে যখন কাঁদত তখন চোখের পানি দিয়ে চেহারা ও দাড়ি ভিজিয়ে দিত ঃ

کان محمد بن المنکدر رحمه الله اذا بکی مسح وجهه ولحیته بدموعه و یقول بلغنی ان النار لا تأکل موضعا مسته الدموع

অর্থঃ"মোহাম্মদ বিন মোনকাদির (রাঃ) যখন কাঁদতেন তখন চোখের পানি দিয়ে স্বীয় চেহারা ও দাড়ি মুছে নিতেন,আর বলতেনঃ আমি শুনেছি (আল্লাহ্র ভয়ে) প্রবাহিত চোখের পানি যেখানে পৌঁছবে ঐ স্থান জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না"। [১০৬]

মাসআলা-৩৩৫ঃ আতা আস্ সুলামী (রাঃ) তার প্রতিবেশীদর চুলার আগুন দেখে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলঃ

دخل علا بن محمد علی السلمی رحمه الله وقد غشی علیه فقال لامرأته ام جعفر ما شأن عطا فقالت سجرت جارتنا التنور فنظر الیه وخر مغشیا علیه

অর্থঃ"আলা বিন মোহাম্মদ (রাঃ) একদা আতা আস্সুলাইমী (রাঃ) নিকট এসে দেখলেন যে তিনি বেহুশ হয়ে আছেন,তখন তিনি তার স্ত্রী উম্মে জা'ফরকে জিজ্ঞেস করলেন,আতা আস্সুলাইমীর কি হয়েছে?স্ত্রী বললঃআমাদের প্রতিবেশীরা চুলা জ্বালাচ্ছিল আর তা দেখে সে বেহুশ হয়ে গেছে"। [১০৭]

মাসআলা-৩৩৬ঃজাহান্নামের ভয়ে হাসান বসরী (রাঃ) ক্রন্দনঃ

وعند ما بکی الحسن فقیل له ما یبکیك ؟ قال اخاف ان یطرحنی غدا فی النار ولایبالی

---

105 - সাফওয়াতুস সাফওয়া, (৩/২৬৫)

106 - এহইয়া ৪/১৭২।

107 - সাফওয়াতুস সাফওয়া, (৩/৩২৬)

অর্থঃ"হাসান বাসরী (রাঃ) কে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করা হল যে, কে তোমাকে কাঁদাচ্ছে?সে বললঃ আমার ভয় হয় না জানি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ্ তো কোন কিছুর পরওয়া করেন না"। [১০৮]

মাসআলা-৩৩৭ঃ ইয়াযিদ বিন হারুন (রাঃ) এর উভয় চোখ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়ে ছিলঃ

قال الحسن بن عرفة رحمه الله رأيت يزيد بن هارون رحمه الله من احسن الناس عينين ثم رأيته بعين واحد ثم رأيته اعمى فقلت يا ابا خالد ما فعلت العينان الجميلتان ؟ قال ذهب بهما بكاء الاسحار

অর্থঃ"হাসান বিন আরাফা (রাঃ) বলেছেনঃআমি ইয়াযিদ বিন হারুন (রাঃ) কে দেখেছি যে,তার চোখ দু'টি খুব সুন্দর ছিল,কিছু দিন পর দেখলাম যে তার শুধু একটি চোখ,আরো কিছু দিন পর দেখলাম যে, তার দু'টি চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আবু খালেদ! তোমার সুন্দর দু'টি চোখ কি হল?সে বললঃ কান্নাবিজড়িত রাত্রি জাগরণে তা নষ্ট হয়ে গেছে"। [১০৯]

মাসআলা-৩৩৭ঃমৃত্যুর পূর্বে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ঃ

قال عبد الرحمان بن مهدى رحمه الله بات سفيان رحمه الله عندى فلما اشتد به الامر جعل يبكى فقال له رجل يا ابا عبد الله اراك كثير الذنوب فرفع شيئا من الارض وقال والله لذنوبى اهون عندى من ذا انى اخاف ان اسلب الايمان قبل ان اموت

অর্থঃ"আবদুর রহমান বিন মাহদী (রাঃ) সুফিয়ান (রাঃ) আমার নিকট রাত্রি যাপন করল,যখন তার ক্লান্ত লাগতে লাগল তখন সে কাঁদতে লাগল,এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল হে আবু আবদুল্লাহ্ ! তুমি কি অধিক গোনার কারণে কাঁদতেছ? তখন সে মাটি থেকে একটি কিছু উঠিয়ে বললঃ আল্লাহ্র কসম! গোনার বিষয়টি আমার নিকট এ তুচ্ছ জিনিষটি থেকেও হালকা মনে হয়। কিন্তু আমার ভয় হয় না জানি মৃত্যুর পূর্বে আমার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়"। [১১০]

মাসআলা-৩৩৯ঃ ওমার বিন আবদুল আযীয এশার নামাযের পর থেকে ঘুম আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে থাকতেনঃ

---

108 সাফওয়াতুস সাফওয়া, (৩/২৩৩)

109 - তাযকিরাতুল হুফ্ফায(৩/৭৯০)

110 - সাফওয়াতুস সাফওয়া, (৩/১৫০)

قالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امراة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكون فى الناس من هو اكثر صوما و صلاة من عمر وما رأيت احدا اشد خوفا من ربه من عمر كان اذا صلى العشاء قعد فى المسجد ثم رفع يديه فلم يزل يبكى حتى يغلبه النوم ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكى حتى تغلبه عيناه ،

অর্থঃ"ফাতেমা বিনতে আবদুল মালেক বিন মারওয়ান (রাঃ) যে,ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) স্ত্রী ছিল,বলেছেন যে,লোকদের মধ্যে ওমর (রাঃ)চেয়ে নামায রোযা তো অধিক পরিমাণে করার মত তো অনেকেই ছিল,কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দনকারী আমি ওমর(রাঃ) চেয়ে অধিক আর কাউকে দেখি নাই। যখন এশার নামায শেষ হয়ে যেত তখন আল্লাহ্‌র নিকট হাত তুলে কাঁদতে থাকত এবং একাধারে ঘুম আসা পর্যন্ত কাঁদতে থাকত। যদি উঠানো হত তাহলে আবার হাত তুলে কাঁদতে শুরু করত। এমন কি ঘুম আসা পর্যন্ত কাঁদতে থাকত"। [১১১]

دعوة التفكير

চিন্তা করুন

মাসআলা-৩৪০ঃ যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে উত্তম,না যে তা থেকে নিরাপত্তা পাবে সে উত্তমঃ

أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة فصلت – ٤٠)

অর্থঃ"শ্রেষ্ট কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে না যে,কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে!তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর,তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা"। (সূরা হা-মীম সেজদা- ৪০)

মাসআলা-৩৪১ঃ জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন দেখে মৃত্যুর ধ্বংস কামনাকারী ব্যক্তি উত্তম না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে,এমন স্থানে থাকবে যেখানে তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করা হবেঃ

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا (سورة الفرقان١١–١٦)

111 - তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায(১/১২০)

অর্থঃ" কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে, আর যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। দূর থেকে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে,তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমরা এক বারের জন্য ধ্বংস কামনা নয় বরং বহুবার ধ্বংস কামনা কর। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর এরাই শ্রেয় না স্থায়ী জান্নাত,যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে,এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। সেখানে তারা যা কামনা করবে তারা তাই পাবে এবং তারা স্থায়ী হবে,এ প্রতিশ্রুতি পুরণ তোমার প্রতিপালকের দায়িত্ব"। (সূরা ফুরকান - ১১-১৬)

মাসআলা-৩৪২ঃজান্নাতের নে'মতসমূহের অতিথিয়েতা উত্তম না যাক্কুম বৃক্ষ ও উত্তপ্ত পানি পান করা ঃ

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (سورة الصافات ٦٠-٦٧)

অর্থঃ"এটা নিশ্চয়ই মহা সাফল্য।এরূপ সাফল্যের জন্যে সাধকদের উচিত সাধনা করা। আপ্যায়নের জন্যে এটাই কি শ্রেষ্ট না যাক্কুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ। এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে,ওর মোচা যেন শয়তানের মাথা। এটা থেকে তারা অবশ্যই ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ"। (সূরা সাফ্ফাত ৬০-৬৭)

মাসআলা-৩৪৩ঃ দুনিয়াতে আনন্দ উপভোগকারী উত্তম না পরকালেঃ

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورة المطففين ٢٩-٣٦)

অর্থঃ"যারা অপরাধী তারা মুমিনদেরকে উপহাস করত,আর তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত তখন চোখ টিপে ইশারা করত এবং তারা যখন আপনজনদের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে।আর যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত এরাইতো পথ ভ্রষ্ট,তাদেরকে তো এদের সংরক্ষক রূপে পাঠানো হয় নি! আজ তাই মুমিনগণ উপহাস করছে কাফেরদেরকে, সুসজ্জিত আসন থেকে তাদেরকে অবলোকন করে।. কাফেররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো"? (সূরা মোতাফ্ ফিফীন - ২৯-৬৩)

الاستعاذة من عذاب النار

জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় কামনাঃ

মাসআলা-৩৪৪ঃ যে ব্যক্তি তিন বার আল্লাহ্‌র নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায় তার জন্য জাহান্নাম সুপারিশ করেঃ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলা ইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তিন বার জান্নাত কামনা করবে,জান্নাত তার জন্য বলে যে হে আল্লাহ্ ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তিন বার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করে,জাহান্নাম তার জন্য বলে হে আল্লাহ্ তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও"। (ইবনে মাযাহ)

মাসআলা-৩৪৫ঃ জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়ার কোরআ'নের কতগুলো আয়াতঃ

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورة البقرة - ٢٠١)

১ -অর্থঃ"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেঃহে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও পরকালেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের অগ্নির শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"। (সূরা বাক্বারা - ২০১)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (سورة الفرقان ٦٥-٦٦)

২-অর্থঃ"এবং তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন,তার শাস্তিতো নিশ্চিত বিনাশ। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে ওটা কত নিকৃষ্ট"। (সূরা আল ফোরকান- ৬৫-৬৬)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (سورة آل عمران ١٩١-١٩٤)

অর্থঃ"হে আমাদের প্রতি পালক! আপনি এটা বৃথা সৃষ্টি করেন নি,আপনিই পবিত্রতম অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতি পালক ! অবশ্য আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান ফলতঃ নিশ্চয় তাকে লাঞ্ছিত করলেন,আর অত্যাচারীদের জন্যে কেউই

সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রভূ ! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে,তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর,তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি,হে আমাদের প্রভূ! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন, এবং আমাদের অমঙ্গল সমূহ আবরিত করুন। আর পূণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। হে আমাদের প্রভূ ! আপনি স্বীয় রাসূলগণ যোগে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না"। (সূরা আল ইমরান - ১৯১-১৯৪)

মাসআলা-৩৪৬ঃ জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিন্মোক্ত দূয়াসমূহ সাহাবাগণকে কোরআ'নের সূরার ন্যায় মুখস্ত করাতেনঃ

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن قولوا اللهم انا نعوذبك من عذاب جهنم و نعوذبك من عذاب القبر و نعوذبك من فتنة المسيح الدجال و نعوذبك من عذاب القبر و نعوذبك من فتنة المحيا والممات (رواه النسائى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস(রাযিয়াল্লাহু আন হুমা)রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি তাদেরকে (সাহাবা গণকে) এ দূয়াটি কোরআ'নের সূরার ন্যায় মুখস্ত করাতেন,তোমরা বলঃহে আল্লাহ্ আমরা আপনার নিকট জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই,আমরা আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই,আমরা আপনার নিকট মসিহিদ্দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই,আমরা আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই"। (নাসায়ী)[১১২]

মাসআলা-৩৪৭ঃ জাহান্নামের গরম থেকে আশ্রয় চাওয়ার দূয়াঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل و رب اسرافيل اعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر (رواه النسائى)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃহে আল্লাহ্ জিবরীল,মিকাঈল ও ইসরাঈলের প্রভু,আমি আপনার নিকট জাহান্নামের গরম থেকে আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই"। (নাসায়ী) [১১৩]

মাসআলা-৩৪৮ঃশোয়ার পূর্বে আল্লাহ্র আযাব থেকে আশ্রয় কামনা করার দূয়াঃ

---

112 - আবওয়াবুন ন্নাউম মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম। বাবুল ইস্তেয়াজা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত।

113 - কিতাবুল ইস্তেয়াজা মিন হাররিন্নার। (৩/৫০৯২)

عن حفصة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك(رواه ابوداود)

অর্থঃ "হাফসা(রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি যখন শোয়ার ইচ্ছা করতেন তখন ডান হাত স্বীয় গালের নিচে রেখে বলতেনঃ হে আল্লাহ্ যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে উঠাবেন,সেদিন আমাকে স্বীয় আযাব থেকে রক্ষা করবেন"। (আবুদাউদ)[১১৪]

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اخذ مضجعه الحمد لله الذى كفانى و اوانى و اطعمنى و سقانى والذى منّ علىّ فافضل والذى اعطانى فاجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شىء و مليكه واله كل شى اعوذبك من النار (رواه ابوداود)

অর্থঃ "ইবনে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন বিছানায় শুইতে যেতেন তখন আল্লাহ্র শুকুর করে বলতেন,যিনি আমাকে সমস্ত মুসিবত থেকে রক্ষা করেছেন,আমাকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন,আমাকে পানা-হার করিয়েছেন,ঐ সত্তার শুকর যিনি যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তখন যথেষ্ট পরিমাণে তা করেছেন,যখন আমাকে দান করেছেন তখনও যথেষ্ট পারমাণে করেছেন,সর্বাবস্থায় শুধু তাঁরই কৃতজ্ঞতা, হে আল্লাহ্!সবকিছুর রব,সবকিছুর মালিক,সবকিছুর ইলাহ,আমি জাহান্নাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই"। (আবুদাউদ)[১১৫]

মাসআলা-৩৪৯ঃ তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ্র আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়ার দূয়াঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدمه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعفاتك من عقوبتك واعوذبك منك لا احصى ثناء عليك كما اثنيت على نفسك (رواه مسلم)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃআমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বিছানায় অনপুস্থিত পেয়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম,তখন আমার হাত রাসূলের পায়ের পাতায় লাগল যা দাড় করানো অবস্থায় ছিল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন,(আর সেজদা অবস্থায়) তিনি এ দূয়া পড়তেছিলেনঃ হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার সন্তুষ্ঠির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্ঠি থেকে আশ্রয় চাই। তোমার ক্ষমার ওসীলায় তোমার আযাব থেকে

114 - আবওয়াবুন্নাউম,মা ইয়াকুলু ইন্দান্নাউম (৩/৪২১৮)

115 - প্রাগুক্ত (৩/৪২২৯)

আশ্রয় চাই।আর আমি প্রত্যেক বিষয়ে তোমার নিকটই আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা ও গুণগান করার ক্ষমতা রাখিনা তোমার প্রশংসা তেমনই যেমন তুমি করেছে"। (মুসলিম)[১১৬]

মাসআলা-৩৫০ঃজাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য নিম্নের দূয়াটি বেশি বেশি করে পাঠ করা উচিতঃ

عن انس رضى الله عنه قال كان اكثر دعاء النبى صلى الله عليه وسلم اللهم اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار (متفق عليه)

অর্থঃ"আনাস(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশির ভাগ এদূয়া করতেন যে,হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে দুনিয়াতে ও কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর"। (মুসলিম)[১১৭]

মাসআলা-৩৫১ঃ এক সাথে কম পক্ষে তিন বার জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিতঃ

নোটঃ ৩৪৪ নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

116 - কিতাবুস্সালা বাবা মা য়ুকালু ফির রুকু ওয়াস্সুজুদ। .

117 - কিতাবুয্যিকর ওয়াদ্দুয়া, ওয়াত্ তাওবা, বাব ফাযলি দ্ দূয়া বি আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানা।

مسائل متفرقة

বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা-৩৫২ঃআল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবে নাঃ

عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یدخلہ عملہ الجنۃ فقیل و لا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا انا الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ (رواہ مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী(সাল্লা ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ এমন কোন ব্যাক্তি নেই যাকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে,জিজ্ঞেস করা হল আপনি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি বললেনঃ আমিও না,তবে যদি আমার রব আমাকে দয়া করে জান্নাত দেন"। (মুসলিম)[১১৮]

মাসআলা-৩৫৩ঃতাওহীদ বাদী, মুত্তাকী, সৎলোকদের সাক্ষি, কারও জন্য জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার পরিচয়ঃ

عن ابی بکرۃ بن ابی زھیر الثقفی رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنباوۃ او البناوۃ قال والنباوۃ من الطائف قال یوشك ان تعرفوا اھل الجنۃ من اھل النار قالوا بم ذاك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! قال بالثناء السیء انتم شھدآء اللہ بعضکم علی بعض (رواہ ابن ماجۃ)

অর্থঃ"আলী বিন বকর বিন যুহাইর আস্ সাকাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেন আমাদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)একদা তায়েফের নিকটবর্তী নাবাওয়া বা বানাওয়া নামক স্থানে একটি খুতবা প্রদান করলেন। তিনি বললেনঃ খুব শিঘ্রই এমন এক সময় আসবে যখন তোমরা জান্নাতী বা জাহান্নামী সম্পর্কে জানতে পারবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কিভাবে? তিনি বললেনঃ লোকদের ভাল বা মন্দ প্রশংসার মাধ্যমে। তোমরা একে অপরের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাক্ষি হবে"। (ইবনে মাযা)[১১৯]

عن ابن عباس رضی اللہ عنھما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اھل الجنۃ من ملاء اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیر وھو یسمع واھل النار من ملاء اذنیہ من ثناء الناس شرا وھو یسمع (رواہ ابن ماجۃ)

---

118 - কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব লান ইয়াদখুলুল জান্না আহাদুন বি আমালিহি।

119 - কিতাবুয্ যুহদ বাব সানাউল হাসান (২/২৪০০)

অর্থঃ "ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতী ঐ ব্যক্তি যে মানুষের নিকট থেকে স্বীয় প্রশংসা শুনতে শুনতে তার কান ভরে যাবে। আর জাহান্নামী ঐ ব্যক্তি যে মানুষের নিকট থেকে নিজের দোষ শুনতে শুনতে তার কান ভরে যাবে"। (ইবনে মাযা)[১২০]

মাসআলা-৩৫৪ঃপ্রচন্ড গরম ও অধিক ঠান্ডা জাহান্নামের দু'টি শ্বাসের কারণে হয়ঃ গরম শ্বাস জাহান্নামের গরম অংশ থেকে আর ঠান্ডা শ্বাস জাহান্নামের ঠান্ডা অংশ থেকে হয়ে থাকেঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস টি ৪৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩৫৫ঃমোমেনের জন্য জ্বর জাহান্নামের অংশঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى حظ كل مؤمن من النار (رواه البزار)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃজ্বর প্রত্যেক মোমেনের জন্য জাহান্নামের অংশ"। (বায্ যার)[১২১]

মাসআলা-৩৫৬ঃকিছু কিছু কালিমা পড়া মুসলমানের সমস্ত শরীর আগুন জ্বালিয়ে দিবেঃ

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من اهل التوحيد فى النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على ابواب الجنة قال فيرش عليهم اهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء فى حمالة السيل ثم يدخلون الجنة (رواه الترمذى)

অর্থঃ"জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃতাওহীদ বাদীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে। এমন কি তারা আগুনে জ্বলে কয়লা হয়ে যাবে।এর পর তারা আল্লাহ্র রহমত লাভ করবে,তখন তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে। এর পর তাদেরকে জান্নাতের দরজায় এনে বসানো হবে,জান্নাতবাসীরা তাদেরকে পানি প্রবাহিত করে দিবে,তখন তারা উঠে দাঁড়াবে,যেমন কোন বীচ বন্যার পানিতে ভেসে এসে চাড়া জন্মায়। এর পর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (তিরমিযী)[১২২]

মাসআলা-৩৫৭ ঃ জাহান্নামের স্থান সুমদ্র ঃ

---

120 - প্রাগুক্ত (২/৩৪০৩)

121 - সহহি আল জামে' আস্ সাগীর, লি আলবানী, খঃ ৩, হাদীস নং- (৩১৮২)

122 - সিফাতু আবওয়াবি জাহান্নাম, বাব মা যায়া আন্না লিন্নারি নাফাসাইন। (২/২০৯৪)

عن يعلى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البحر هو جهنم (رواه الحاكم)

অর্থঃ“ইয়ালা(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই সমুদ্র জাহান্নামের স্থান”। (হাকেম)[১২৩]

নোটঃ কোরআ'নে আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেছেন

واذا البحار سجرة

অর্থঃ“এবং সমুদ্রগুলো যখন উপপ্লাবিত-উদ্বেলিত করা হবে”। (সূরা তাকভীর- ৬)

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

واذا البحار فجرت

আর সমুদ্রগুলো যখন উদ্বেলিত করা হবে” (সূরা ইনফিতার- ৩)

এ উভয় আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত সমুদ্র এক স্থানে একত্রিত করে দেয়া হবে,আর পানি তার মূল রূপে অর্থাৎ দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেনে পরিণত করা হবে,যার ফলে আগুন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে,উল্লেখ্য হাইড্রোজেন নিজেই আগুন দ্বারা উত্তপ্ত হওয়া গ্যাস। আর অক্সিজেন আগুনকে উত্তপ্ত করতে সহযোগিতা করে।এসময় জান্নাত ও জাহান্নাম এ উভয়ই মউজুদ আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীর এ অর্থ হতে পারে যে কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করে সমুদ্রের ওপর রেখে দেয়া হবে। যাতে করে জাহান্নামের আগুন আরো উত্তপ্ত হয়। এর পর এ সমুদ্রের স্থানে জাহান্নামকে স্থাপিত করা হবে।

(আল্লাহ্ ই এর সঠিকতা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত)

সমাপ্ত

123 - কিতাবুল আহওয়াল হাদীস নং - ৮৭

15

تفهيم السنة

كتاب النار

(باللغة البنغالية)

تأليف

محمد اقبال كيلاني

ترجمة

عبدالله الهادئ محمد يوسف

بيت السلام . الرياض